উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৫ কার্তিক ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 1 November 2024 Friday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 162 SLG+JAL

দীপাবলিতে নমো নিশানায় ‘বিকৃত শক্তি’

পাঁচের পাতায়

গম্ভীরের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

বারোর পাতায়

ভিন্ন মেজাজে দুই শহর

উত্তরের খোঁজে

সন্দেশখালি, আরজি করে বহু ‘সত্যি’ই যখন মিথ্যে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

কালীপুজোর রাতে নিবিড় তিমির আকাশের দিকে তাকিয়ে কি কখনও কোজাগরি নিশীথের জ্যোৎস্নার কথা ভাবে কেউ? ফারাক খোঁজার চেষ্টা করে?

অধিকাংশ জায়গায় উত্তর পাবেন, ভাবে না কেউ। ফারাক খোঁজে না। জীবন থেকে আরও একটি দীপাবলি রাত খসে গেল। কেউই জানে না, পরের দীপান্বিতা, কোজাগরির দীপিকা সে জীবনে আর কোনওদিন দেখবে কি না। বরং আলোকমালায় চাপা পড়ে অন্ধকারের উৎসমুখ। মানুষ যে বর্তমানেই ডুবে থাকতে চায় শুধু। হারিয়ে যায় অতীত।

রাজ্য রাজনীতির বর্তমান ও অতীতে ফারাক তেমনই। কালীপুজো-লক্ষ্মীপুজোর রাতের মতোই। সাদা হয়ে যায় কালো, কালো হয়ে যায় সাদা। মিথ্যে হয়ে ওঠে সত্যি, সত্যি হয়ে ওঠে মিথ্যে।

ভালো করে খোঁজখবর না নিয়ে, ভালো হোমওয়ার্ক না সেরে আন্দোলনে নামলে কী হয়, তা পরপর টের পেল বাংলার বিজেপি-সিপিএম। এক, সন্দেশখালিতে। দুই, আরজি কর হাসপাতালে। সাম্প্রতিক বাংলার সবচেয়ে বড় ইস্যু অনেকটাই সুগভীর ধাঁধা হয়ে রইল। তার অধিকাংশ দায় নিতে হবে বিরোধীদেরই।

যেটা হতে পারত তাদের তরোয়াল, সেটা হয়ে দাঁড়াল কাঁটা। ডাক্তারদের আন্দোলনকে কটাক্ষ করে সুকান্ত মজুমদার উবাচ, এটা দক্ষিণ আফ্রিকা টিমের ব্যাটিংয়ের মতো। শুরুটা দারুণ করে শেষে অশ্বডিম্ব। সন্দেশখালি বা আরজি করে বিজেপির অবস্থাও কিন্তু একই রকম।

সন্দেশখালিতে প্রথমেই বোঝা গিয়েছিল, মহিলাদের নাড়ু বানাতে যাওয়ার গল্পে অনেকটা আরোপিত ব্যাপার লুকিয়ে। রাতে অতিথিদের জন্য নাড়ু বানাতে পাঠানোর ব্যাপারটা তৃণমূলের শাহজাহান-বাহিনীর ক্ষমার অযোগ্য দাদাগিরির ফল, সন্দেহ নেই। তবে গল্পটা তিল থেকে তাল করতে করতে যা দাঁড়াল, তা ভয়ংকর। বিজেপি নেতারা, জাতীয় মহিলা কমিশন এমন ব্যাপারটা বানালেন, যেন নিয়মিত গণধর্ষণ হত সন্দেশখালিতে।

দেশজুড়ে চর্চার পরে ফল কী দাঁড়াল? সুনির্দিষ্ট কিছু প্রমাণ করাই গেল না। উলটে ফাঁস হল বিজেপি নেতাদের ফোনালাপ, যেখানে সুস্পষ্ট, গল্প তৈরির অনেকটাই কাঁচা হাতের কাজ। এখন সন্দেশখালির সেই ক্ষিপ্ত মহিলার দলও উধাও। সিপিএমও। বিজেপিও। অধীর-শুভেন্দুরাও ‘এবার নীরব করে দাও তোমার মুখর কবিরে’ গাইতে ব্যস্ত।

আলোচনার আরজি করে শেষপর্যন্ত কী দাঁড়াল? তরুণদের বিদ্রোহ, অসাধারণ রাত দখলের প্রতিবাদের পরে নিভৃতে পড়ে রইল দুটো ধ্রুব সত্য। ডাক্তারদের সব পক্ষেরই রাজনীতি প্রবল। আন্দোলনকারীরা বাম, অতিবাম হলে তাদের পালটা গোষ্ঠী তৃণমূলের। কেউই ধোয়া তুলসীপাতা নয়। দু’পক্ষই অভিযোগ করছে, তারা থ্রেট কালচারের শিকার। দু’পক্ষেরই অনেকে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

বৃষ্টি মাথায় রাস্তায় মানুষ

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৩১ অক্টোবর : আলোর উৎসবে সন্ধ্যা থেকে দাপট দেখাল শব্দাসুর। প্রশাসনিক উদ্যোগে সবুজ আতশবাজির হাট, পুলিশের মারকাটারি অভিযানকে তাচ্ছিল্য করে আলোর উৎসবে বারুদের কটুগন্ধময় গাঢ় ধোঁয়াকে সঙ্গী করে দাপিয়ে বেড়াল শব্দদানব। শিশু, বয়স্কদের পাশাপাশি পোষ্যদেরও উৎসবের আনন্দে ছেদ টানল শব্দদানব। ‘বছরে মাত্র একটাই তো দিন’ যুক্তিকে যাঁরা ঢাল করলেন তাঁদের সংখ্যাটাও নেহাত কম কিছু নয়। সবটা মিলেই দীপাবলি থেকে কালীপুজো, গছা দেওয়া থেকে লক্ষ্মীপুজোর আনন্দ রসে মজে রইল জেলার শহর থেকে গ্রাম।

জেলা শহরের ব্যস্ত পথগুলো এদিন ছুটির দিনেও এক মুহূর্ত বিশ্রাম পায়নি উৎসব প্রস্তুতিতে ব্যস্ত মানুষের আনাগোনায়। কদমতলা, দিনবাজার, ডিবিসি রোড, চার নম্বর গুমটি, পোস্ট অফিস মোড় সব জায়গাতেই সকাল থেকে ভিড় ক্রমশ বেড়েছে। কারও রঙ্গোলির সামগ্রী চাই তো কারও প্রদীপ, কলা গাছ সহ পুজোর সামগ্রী। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামতেই আলোর রোশনাইয়ে নববধূর রূপ নেয় জলপাইগুড়ি শহর। সন্ধে হতেই কোতোয়ালি থানার প্রবেশদ্বার এবং পুজোর উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত। আলোর উৎসবকে সফল ও নির্বিঘ্ন রূপ দিতে জেলাজুড়ে পুলিশকর্মীরা সজাগ ও সক্রিয় বলে জানান পুলিশ সুপার।

সন্ধে গড়িয়ে রাত নামতেই পথে নামে মানুষের ঢল। বড় বাজেটের পুজোমণ্ডপগুলোয় থিকথিক করতে শুরু করে দর্শনার্থীদের ভিড়। যাঁদের উদ্দেশ্য ঘোরাঘুরি সঙ্গে খানাপিনা তাঁরা যেমন নিজেদের ছন্দেই রইলেন তেমনি দিনভর উপোস করে যাঁরা পুজোর অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা রাত বাড়তেই ভিড় করলেন যোগমায়া, পান্ডাপাড়া, সেবাগ্রাম, মাষকলাইবাড়ি সহ শহর ও শহরতলির কালী মন্দিরে। অবাঙালি মহল্লাগুলোয় সন্ধেতেই লক্ষ্মীগণেশ আরাধনার সঙ্গে হালখাতা এবং আতশবাজির রোশনাই ওঠে। ফাটাপুকুর কিশোর সংঘের ৩০তম বর্ষের পুজোর থিম ‘অনুভূতি’ এদিন থেকেই ভিড় টেনেছে।

পুজোর সন্ধ্যায় জুরন্তী চা বাগানে ইয়াং বয়েজ ক্লাবের মণ্ডপ উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক এবং সমাজসেবী স্মোমিতা কালান্দি। এদিন চালসা বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব,

এরপর দশের পাতায়

তারাবাতির ভয় কাটানো। দিনবাজারে শুভঙ্কর চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

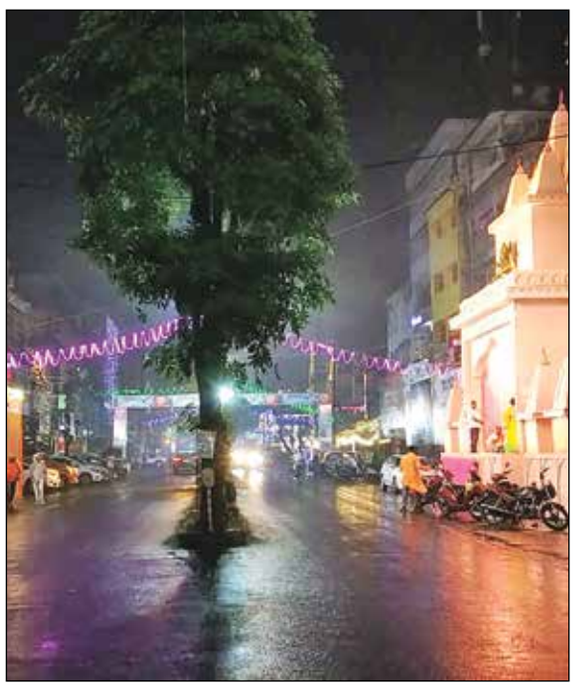

সেবকের কালী মন্দিরে আরতি। বৃষ্টির পর ফাঁকা শিলিগুড়ির সেবক রোড। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর ও সংবাদচিত্র

বর্ষণে থমকাল আলোর উৎসব

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : বাঘা যতীন পার্কের ভিতরে একদল তরুণী ফ্রেমে দেবীমূর্তিকে রেখে সেলফি তুলতে ব্যস্ত। হঠাৎই কানফাটা শব্দ এবং মাথার উপর থেকে আগুনের ফুলকির ঝরে পড়া। আকস্মিক এমন ঘটনায় যে যেমন পারল নিরাপদ জায়গা খুঁজে নিতে ‘দে ছুট’।

রাত ১০টার কিছুটা পরে রাস্তায় বা মণ্ডপে থাকা প্রত্যেককেই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করতে হয়েছে, আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস মিলিয়ে হঠাৎ বৃষ্টি নামায়। দুর্গাপুজোর পঞ্চমীর মতো তুমুল বৃষ্টি হয়নি বটে, তবে মাঝারি বৃষ্টিই পথে বসিয়েছে পুজো উদ্যোক্তাদের। বৃষ্টি থামলেও মণ্ডপমুখো হওয়ার সাহস দেখাননি তেমন সংখ্যক মানুষ। ফলে সন্ধের থেকে যে ভিড়টা জমাট বাঁধছিল মণ্ডপে মণ্ডপে, রাতে তা হয়ে উঠেছিল শুনসান। শুধু শহর শিলিগুড়ি নয়, বৃষ্টির দাপট ছিল বাগডোগরা, মাটিগাড়াতেও।

রাতের আকাশের দুই রং। সন্ধ্যার পর থেকেই একের পর এক শব্দবাজির আলো ছড়ানো ছিল শিলিগুড়ির আকাশে। যার জেরে কান ঝালাপালা হয়ে যায় সাধারণ মানুষের। চরম সমস্যায় পড়তে হয় পোষ্য এবং শিশু-প্রবীণদের। রাত বাড়লে বা মধ্যরাতে যে শব্দাসুরের দাপট বাড়বে, তা আন্দাজ করতে পারছিলেন শহরবাসী। বিরক্তি প্রকাশ এবং সাধারণের অসচেতনতা নিয়ে প্রশ্ন ছিল পাড়ায় পাড়ায়। কিন্তু রাত ১০টার পরই শব্দদানবের দাপট কার্যত কমে যায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামায়। তবে পণ্ড হয়ে যায় কালীপুজোর আমেজ।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস এবং দুর্গাপঞ্চমীর তিক্ত অভিজ্ঞতায় অনেকেই বুধবার ভিড় জমিয়েছিলেন পুজোমণ্ডপগুলিতে। কিন্তু সিংহভাগ পুজোর উদ্বোধন হয়েছে বৃহস্পতিবার। তাই সন্ধে হতেই মানুষের ঢল নামে রাস্তায়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। আশঙ্কা সত্যি করে ঘড়ির কাঁটা ১০-এর ঘর অতিক্রম করতেই শুরু হয়ে যায় বৃষ্টি। শরীর এবং অবশ্যই পোশাক বাঁচাতে যে যেমন পেরেছেন, দৌড়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজেছেন। কিন্তু সিংহভাগ মানুষই নিজেকে বাঁচাতে পারেননি বৃষ্টির জল থেকে।

হাকিমপাড়ার জিটিএসসির পুজোমণ্ডপ সংলগ্ন তিন রাস্তাতেই ছিল পুলিশের ব্যারিয়ার। পুলিশি এমন ব্যারিয়ার ছিল অন্যত্র বিগ বাজেটের পুজোকে কেন্দ্র করেও। ফলে টোটো বা গাড়ি অনেকটা দূরে রেখে হেঁটে মণ্ডপে ঢুকতে হয়েছে দর্শনার্থীদের। হঠাৎ বৃষ্টি নামায় ভিজতে হয় প্রায় প্রত্যেককেই। কার্যত কাকভেজা অবস্থায় এমন পরিস্থিতির জন্য পুলিশের ওপর রাগ বর্ষণ করলেন হায়দরপাড়ার তুলিকা মণ্ডল। তাঁর কথায়, ‘পুলিশ অতটা দূরে টোটো আটকে না দিলে দৌড়ে অন্তত টোটোতে উঠতে পারতাম। এমন ভিজতে হত না।’ সুভাষপল্লি দিয়ে বাড়ি ফিরছিল একদল তরুণ। প্রত্যেকেই ভেজা।

এরপর দশের পাতায়

তুবড়ি জ্বালিয়ে উল্লাস সুভাষপল্লিতে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

জলের অভাবে অপারেশন বন্ধ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : পাইপলাইন ফেটে গোটা মেডিকেলে পানীয় জল সরবরাহ বিঘ্নিত। এর ফলে বন্ধ হয়ে গেল অপারেশন। বুধবার দুপুর থেকে এই সমস্যায় পড়েছে কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। জল না পেয়ে মেইন অপারেশন থিয়েটার এবং জরুরি অপারেশন থিয়েটারে অপারেশন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন চিকিৎসকরা। কেননা অপারেশন থিয়েটারে আবশ্যিকভাবে জলের প্রয়োজন হয়। এছাড়া বিভিন্ন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রোগীদের সঙ্গে কলেজ ও হাসপাতালের আবাসিকরাও সমস্যায় পড়েন।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পাইপলাইন ফেটে এই সমস্যা তৈরি হয়। পুজোর ছুটি থাকায় বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের ফোনে পেতে যেমন সমস্যা হচ্ছে, একইভাবে একে অপরের কাঁধে দায় চাপাচ্ছেন বলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ। হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক

বলেন, ‘বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। তবে, সারা বছর নজরদারি চলার পরেও কীভাবে একটা মেডিকেল কলেজে এই ধরনের সমস্যা হয় তা বুঝতে পারছি না। জল না পেলে অপারেশনও তো বন্ধ হয়ে যায়। এটা সবাইকে বুঝতে হবে।’

ফুলবাড়ির শোধনাগার থেকে শিলিগুড়ির পানীয় জলের লাইনের পাশাপাশি মেডিকেলেও পৃথক পাইপলাইনের মাধ্যমে জল পৌঁছে দেওয়া হয়। সেই জল মেডিকেলের বিভিন্ন রিজার্ভারে জমা হয়। সেখান থেকে কলেজ ও হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়। এই জলের ওপরেই কলেজ ও হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ, হস্টেল, ডাক্তার, নার্স ও কর্মীদের আবাসন, রোগীদের ওয়ার্ড সহ বিভিন্ন অপারেশন থিয়েটার (ওটি) সহ পুরোটাই নির্ভরশীল।

সমস্যা যেখানে

- ফুলবাড়ি থেকে মেডিকেলে পৃথক পাইপলাইনে জল যায়
- গ্যাসের পাইপলাইন পাততে গিয়ে জলের পাইপলাইন ফুটো হয়ে যায়
- বুধবার দুপুর থেকে জরুরি অপারেশন করতে গিয়ে সমস্যা হয়
- পরে জলের অভাবে সব অপারেশনই বন্ধ হয়ে যায়

বুধবার দুপুরের পর থেকে মেডিকেলে জল নিয়ে সমস্যা শুরু হয়। রাতে পুরোপুরি নির্জলা হয়ে যায় গোটা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। যার জেরে সকলেই সমস্যায় পড়েন। এই সুযোগে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী জলের ফাটকা কারবারও শুরু করেন। রাতে বেশ কিছু পূর্বনির্ধারিত অপারেশন ছিল। দু’তিনটি অপারেশন শুরুও হয়। কিন্তু তার পরেই জল না পেয়ে বাকি অপারেশন স্থগিত করা হয়। হাসপাতাল সুপার বলেছেন, বৃহস্পতিবার সকালের দিকেও অপারেশন সম্ভব হয়নি। বিকেলের দিক থেকে ধীরে ধীরে জল আসতে শুরু করেছে।

মেডিকেলের চিকিৎসক ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের একাংশ বলছেন, এই কলেজ ও হাসপাতাল একটা ছোটখাটো উপনগরী। এখানে একটি মাত্র জলের সোর্স। সেটা কোনও কারণে খারাপ হয়ে গেলে পুরো এলাকা নির্জলা হয়ে পড়ে। তাই বিকল্প ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

সুপার অফিস সূত্রে দাবি, জল না আসার কারণ জানতে জনস্বাস্থ্য কারিগরি এবং পূর্ত দপ্তরে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়।

এরপর দশের পাতায়

ট্রাম্পের তোপ বাংলাদেশকে

আমেরিকায় ভোটের ঠিক আগে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের কড়া নিন্দা করে বিবৃতি দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর কথায়, ‘বাংলাদেশে যা চলছে, তা একেবারে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। আমি ক্ষমতায় এলে তা হতে দেব না। এটা বাইডেন প্রশাসনের ব্যর্থতা। আমি ক্ষমতায় থাকলে এটা হতেই দিতাম না।’ হিন্দু আমেরিকানদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘আমার ভালো বন্ধু মোদির সঙ্গে কাজ করে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করব।’ এরই মধ্যে বাংলাদেশের কাছে ১০ হাজার ৮৬ কোটি টাকা প্রাপ্য বাকি থাকায় ভারতের আদানি গোষ্ঠী বিদ্যুৎ সরবরাহ অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছে।

অন্তঃসত্ত্বা সহ দুর্ঘটনায় মৃত ৩

দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি। জাতীয় সড়কের সাতখাইয়া মোড় এলাকায়।

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ৩১ অক্টোবর : জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক অন্তঃসত্ত্বা সহ তিনজনের। আহত হয়েছেন তিনজন। বৃহস্পতিবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটে চালসা-মালবাজারমুখী জাতীয় সড়কের সাতখাইয়া মোড় এলাকায়। মৃতরা হলেন সরস্বতী ওরাওঁ (২৫), তিশা ওরাওঁ (১৯), আমন এক্কা (২৭)। মৃত দুই মহিলার বাড়ি বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগান এলাকায়। মৃত আমন এক্কার বাড়ি গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগানে। আহত প্রেম ওরাওঁ ও সীতা ওরাওঁ মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্তঃসত্ত্বা মহিলার বাবা সুখরাম ওরাওঁকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বানারহাট থেকে ছোট গাড়িতে এদিন তাঁরা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যাচ্ছিলেন বলে জানা যায়।

এদিন একটি ছোট গাড়িতে অন্তঃসত্ত্বা মহিলা সহ পাঁচজন চালসার দিক থেকে মালবাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। উলটো দিক থেকে আসছিল সংবাদপত্র বহনকারী ছোট গাড়ি। সড়কের ওপর দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় দুটি গাড়ি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। যাত্রীবাহী ছোট গাড়ির চালক আমন এক্কা গাড়ির ভিতরেই আটকে পড়েন। বাকিরা গাড়ি থেকে ছিটকে সড়কের উপরে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সরস্বতী ওরাওঁ নামে ওই অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ও তিশা ওরাওঁয়েরও।

স্থানীয় জনগণই প্রথমে উদ্ধারকাজে এসে হাত লাগান। পরে খবর পেয়ে এলাকায় আসে মেটেলি থানার পুলিশ। স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় ছোট গাড়ির ভিতরে আটকে থাকা গাড়ির চালক আমন এক্কাকে উদ্ধার করে মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুই মহিলার দেহ মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহতদের মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

সংবাদপত্র পরিবহণের গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে জানা যায়। দুর্ঘটনায় পড়া গাড়ি দুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য এদিন জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা অষ্টমী নাইক বলেন, ‘এদিন ভোরে হঠাৎ একটি জোরে শব্দ শুনতে পাই। বাড়ি থেকে রাস্তায় বের হয়ে দেখি দুটি গাড়ির ধাক্কা লেগেছে। একটি গাড়ির চালক ভেতরেই আটকে রয়েছেন। বাকিরা রাস্তার মধ্যে পড়ে রয়েছেন। স্থানীয় জনগণ উদ্ধারে হাত লাগান। পরে পুলিশ এসে সকলকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।’

এরপর দশের পাতায়

আইপিএলে দল থেকেই ছাঁটাই চার অধিনায়ক

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : রিটেনশন নিয়ে জল্পনার অবসান।

প্রকাশ্যে আইপিএলে অংশগ্রহণকারী দশ দলের রিটেনশনের চূড়ান্ত তালিকা। প্রত্যাশামাফিক একঝাঁক চমক। দিল্লি ক্যাপিটালসের রিটেনশন তালিকায় যেমন জায়গা হয়নি ঋষভ পন্থের, তেমনই গতবারের অধিনায়ক লোকেশ রাহুল, শ্রেয়স আইয়ারকে ছেড়ে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। ফলে চার অধিনায়ক- দিল্লি ক্যাপিটালসের ঋষভ পন্থ, কলকাতা নাইট রাইডার্সের শ্রেয়স আইয়ার, লখনউ সুপার জায়েন্টসের লোকেশ রাহুল ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ফাফ ডুপ্লেসি আসন্ন মেগা নিলামে উঠতে চলেছেন।

ঋষভকে নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে জল্পনা ডানা মেলছিল। সেটাই সত্যি। কুলদীপ যাদব (১৬.৫০ কোটি), অক্ষর প্যাটেল (১৩.২৫ কোটি), ট্রিস্টান স্টাবসের (১০ কোটি) সঙ্গে বাংলার উইকেটকিপার-ব্যাটার অভিষেক পোড়েলকে (৪ কোটি) ধরে রেখেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। হাতে দুটি ‘রাইট টু ম্যাচ কার্ড’। মেগা নিলামে ঋষভকে ফেরাতে যার ব্যবহারের রাস্তাও খোলা। সেই ইঙ্গিতও দিয়ে রাখছেন দলের অন্যতম কর্ণধার পার্থ জিন্দাল।

শ্রেয়স আইয়ার, ঋষভ পন্থ, লোকেশ রাহুল এবং ফাফ ডুপ্লেসি। চার অধিনায়ককে এবার নিলামে উঠতে হবে।

চেন্নাই সুপার কিংসের রিটেনশন চমকহীন। রুতুরাজ গায়কোয়াড়, রবীন্দ্র জাদেজা (দুজনেই ১৮ কোটি), মাথিশা পথিরানার (১৩ কোটি) সঙ্গে শিবম দুবে (১২ কোটি)। মহেন্দ্র সিং ধোনি (৪ কোটি) সেখানে আনক্যাপড কোটায়। দক্ষিণের আইপিএল ডার্বির অপর দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু মাত্র তিনজনকে (বিরাট কোহলি, রজত পাতিদার, যশ দয়াল) ধরে রেখেছে। ফলে নিলাম টেবিল থেকে কোর টিম তৈরির চ্যালেঞ্জ থাকবে আরসিবি'র।

নাইট রাইডার্সের তালিকায় সুনীল নারায়ণ, আন্দ্রে রাসেলের সঙ্গে রয়েছেন রিঙ্কু সিং, রামনদীপ সিং ও বরুণ চক্রবর্তী। শ্রেয়সের রিটেনশনের তালিকায় না থাকার জল্পনা গত কয়েকদিন ধরেই ডালপালা মেলছিল। বৃহস্পতিবার সেই খবরে সিলমোহর পড়ল। তবে আইপিএল ইতিহাসের মহার্ঘতম ক্রিকেটার অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসার মিচেল স্টার্ককে ছেড়ে দেওয়া কেকেআর ভক্তদের অনেকটাই অবাক করেছে। রাজস্থান রয়্যালসের রিটেনশনের তালিকায় জায়গা পাননি জস বাটলার, যুযবেন্দ্র চাহাল, রবিচন্দ্রন অশ্বীনরা। গুজরাট টাইটান্স যেমন রাখেননি চোট-আঘাতে জর্জরিত মহম্মদ সামিকে। শুভমান গিল (১৬.৫০ কোটি) অধিনায়ক হলেও গুজরাটের রিটেনশনের তালিকায় একনম্বরে রশিদ খান।

সবকিছু ছাপিয়ে ২০২৫ সালের মেগা লিগে ফের হার্দিক পান্ডিয়া-রোহিত শর্মার যুগলবন্দি। গত লিগের মহাবিতর্কের পরও কোর টিমকে ধরে রাখতে সক্ষম নীতা আম্বানিরা। রোহিত (১৬.৩০ কোটি), হার্দিকের (১৬.৩৫ কোটি) সঙ্গে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ (১৮ কোটি), সূর্যকুমার যাদব (১৬.৩৫ কোটি) আর তিলক ভার্মা (৮ কোটি)। বুমরাহ রিটেনশনে এক নম্বরে থাকলেও সূত্রের খবর, নেতৃত্বে ফের দেখা যাবে হার্দিককেই।

তিক্ততা ভুলে সামনের দিকে তাকানোর সুর হার্দিক-রোহিত দুজনের মুখেই। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পোস্ট করা ভিডিওয় পাঁচজনের তালিকা নিয়ে হার্দিক বলেছেন, ‘মিলিতভাবে দুর্দান্ত সব সময় কাটিয়েছি আমরা। আগামী সফরকে আরও স্পেশাল করতে চাই। পাঁচ আঙুল, কিন্তু এক মুষ্টি। যা পেয়েছি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে খেলার সুবাদে। প্রতিটি বছরই বিশেষ। আগামী বছর আরও স্পেশাল করতে চাই।’

রিটেনশন তালিকায় চতুর্থ স্থানে থাকলেও অখুশি নন রোহিতও। বলেও দিলেন, ‘মুম্বই আমার ক্রিকেটের আঁতুড়। এই শহর আমার কাছে সবসময় স্পেশাল। আন্তর্জাতিক টি২০ ফর্ম্যাট থেকে অবসর নিয়েছি আমি। যারা এখন জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করছে এই ফর্ম্যাটে, তারা অগ্রাধিকার পাবে, এটাই প্রত্যাশিত।’

চিতাবাঘের খবর পেয়ে এলাকায় বনকর্মীদের টহল। বাসিন্দাদের ভিড়।

বাড়ির উঠোনে, ধান খেতে চিতাবাঘ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৩১ অক্টোবর : একটি মা চিতাবাঘ তার দুই শাবককে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এলাকায়। কখনও কোনও বাসিন্দার বাড়ির উঠোনে, কখনও ধানের খেতে গিয়ে খেলছে ওই দুই শাবক। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে দুই শাবককে পাহারা দিচ্ছে মা চিতাবাঘ। লোকজন দেখলেই ছুটে পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়ছে। এই নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পূর্ব চেপানি গ্রামে।

বৃহস্পতিবার স্থানীয় বাসিন্দা বীরেন্দ্র মাঝির উঠোনে এসে ওই দুই শাবক খেলতে শুরু করে। তাতেই আতঙ্ক আরও বেড়ে যায় কয়েকগুণ। যদিও কিছু অত্যুৎসাহী বাসিন্দা তাদের দেখতে সেখানে ভিড় জমান। বাসিন্দাদের চিৎকারে শাবক দুটি একটি ধানের খেতে লুকিয়ে পড়ে। তবে বন দপ্তরের কর্মীরা এসে ওই বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দেন। ইতিমধ্যে মা চিতাবাঘটি শাবকদের নিয়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। এলাকায় বনকর্মীরা টহল দিচ্ছেন।

এ ব্যাপারে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডল বলেন, 'চিতাবাঘের খবর পেয়ে আমরা ওই এলাকায় নজরদারি শুরু করেছি। গ্রামবাসীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শাবক সহ চিতাবাঘটিকে যাতে দ্রুত জঙ্গলে ফেরানো যায় সেই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ওই গ্রামে চিতাবাঘটি হামলা করেনি বা কোনও ক্ষতি হয়নি। আমরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি।'

এদিকে, শাবক সহ চিতাবাঘটি লোকজনের ভয়ে ওই জঙ্গলে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। ওই জঙ্গলের ভেতর দিয়েই বাসিন্দারা তাঁদের চাষের জমিতে যান। কিন্তু ভয়ে আর সে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারছেন না কেউই।

স্থানীয় বাসিন্দা সৌরভ দাস জানান, গত এক সপ্তাহ ধরে গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় চিতাবাঘের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে চিতাবাঘটিকে শাবক সহ ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। ফলে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা গ্রামে।

তাঁর কথায় সায় জানান ওই গ্রামের বধূ তরুলতা মাঝিও। তিনি বলেন, 'বাড়ির উঠোনে চিতাবাঘের দুটি শাবককে খেলতে দেখে ভয়ে হিম হয়ে যাওয়া অবস্থা আমাদের। যে কোনও সময় মা চিতাবাঘটি হামলা চালাতে পারে। আমরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছি।'

ওই গ্রামের বাসিন্দা অনিল বিশ্বাস, হিতেন্দ্র মাঝির সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এভাবে গ্রামে যে চিতাবাঘ আস্তানা গেড়েছে তাঁরা টেরই পাননি। সম্ভবত চিতাবাঘটি ওই জঙ্গলেই সন্তান প্রসব করেছে। কিছুদিনের মধ্যে হয়তো জঙ্গলে ফিরে যাবে তারা। কিন্তু এভাবে গ্রামে শাবক সহ চিতাবাঘ দাপিয়ে বেড়ানোয় তাঁরা রীতিমতো আতঙ্কিত।

বেনারসের পুজোয় বঙ্গযোগ

শিবশংকর সূত্রধর

উত্তরপ্রদেশের বেনারসে কালীপুজো

কোচবিহার, ৩১ অক্টোবর : গুগলের হিসেব বলছে, কোচবিহার থেকে উত্তরপ্রদেশের বেনারসের দূরত্ব ৮২৯ কিলোমিটার। তবে মহারাজাদের সৌজন্যে সেই দূরত্ব ঘুচে দুই ঐতিহ্যের শহর এক সুতোয় বাঁধা পড়েছে। অমাবস্যা তিথিতে মদনমোহনবাড়িতে যখন পূজিত হচ্ছেন বড়তারা, তখন কয়েকশো কিলোমিটার দূরে বেনারসে কোচবিহারের রাজরীতি মেনে করুণাময়ী ও দয়াময়ী কালীর পুজো হল। দুই জায়গাতেই কোচবিহারের মহারাজারা এই পুজোর প্রচলন করেছিলেন। রাজার শহরের সেই ঐতিহ্য মেনে এখনও পুজো হয় উত্তরপ্রদেশে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সেই পুজোর দায়িত্বে রয়েছে। বোর্ডের সচিব কৃষ্ণগোপাল ধাড়ার কথায়, 'তিথি মেনে নিয়মনিষ্ঠা সহকারে একদিকে যেমন মদনমোহনবাড়িতে বড়তারার পুজো হচ্ছে, তেমনই উত্তরপ্রদেশেও আমাদের কালীপুজো হয়েছে।'

ইতিহাসবিদরা জানান, মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ কালীসাধক ছিলেন। কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় তিনি কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তবে শুধু তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যে নয়, তার বিস্তার ঘটেছিল উত্তরপ্রদেশেও। হরেন্দ্রনারায়ণ তীর্থ করতে গিয়ে উত্তরপ্রদেশের বেনারসে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। সেই কাজ শুরুও হয়। কিন্তু তা শেষ হওয়ার আগেই হরেন্দ্রনারায়ণ প্রয়াত হন। তাঁর অপূর্ণ কাজ শেষ করেন ছেলে শিবেন্দ্রনারায়ণ।

মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের আমলে ১৮৪৬ সালে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে বেনারসের সোনারপুরে কালী মন্দির স্থাপিত হয়। সেখানে প্রতিদিন করুণাময়ী ও দয়াময়ীর পুজো চলে। প্রতি অমাবস্যায় বিশেষ ভোগ হয়। মন্দিরের পাশাপাশি মহারাজা সেখানে বসতবাড়ি ও সত্র তৈরি করেছিলেন। সেখানকার খরচ রাজপরিবারই বহন করত। বর্তমানে মন্দিরটি দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড পরিচালনা করে। বেনারসে থাকা বোর্ডের এক কর্মী বীরেন ঝা টেলিফোনে বললেন, 'নিয়মনিষ্ঠা মেনে দুই কালীর পুজো হয়। পুজো উপলক্ষ্যে মন্দির সাজানো হয়েছে।'

সেখানে করুণাময়ীর পুজো করেন পুরোহিত প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায় ও দয়াময়ীর পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন দীননাথ তেওয়ারি। তাঁরা জানালেন, সন্ধে থেকেই পুজো শুরু হয়েছে। পুজো শেষ হতে শেষরাত হয়ে যায়। চালকুমড়োবলি দিয়ে পুজো হয়। বিশেষ ভোগ থাকে। পুজো দেখতে উত্তরপ্রদেশের বহু পুণ্যার্থী মন্দিরে আসেন।

কোচবিহার থেকে কেউ উত্তরপ্রদেশে গেলে তাঁদের অনেকেই এই মন্দিরে ঢুঁ মারেন। যদিও উত্তরপ্রদেশেও যে কোচবিহারের মহারাজাদের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে তা কোচবিহারবাসীর অনেকেরই অজানা। কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলিজ সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণের কথায়, 'দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড তথা সরকারের উচিত বেনারসে থাকা কোচবিহারের

প্যান্ডেলের পথে। জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

হোয়াটসঅ্যাপ 'হ্যাক' জন বারলার

শুভ দত্ত

অভিযোগপত্র হাতে জন বারলা।

বানারহাট, ৩১ অক্টোবর : ইন্টারনেটের যুগে দিন দিন অনলাইন প্রতারণা বাড়ছে। এবার এমনই অনলাইন ফাঁদের শিকার হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ জন বারলা। চারদিন হল তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক হয়েছে বলে অভিযোগ। এবিষয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে বানারহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

বারলার বক্তব্য, 'বাড়িতে বাচ্চারা আমার মোবাইল নিয়ে খেলার সময় কোনওভাবে আমার হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক হয়ে যায়। এরপর আমি হোয়াটসঅ্যাপ থেকে কাউকে ফোন করতে পারছি না। কারও ফোনও ধরতে পারছি না। আমার হোয়াটসঅ্যাপ থেকে বিভিন্ন মানুষকে এবং একাধিক গ্রুপে নানারকম মেসেজ করা হচ্ছে।' যদিও বারলা এখনও তাঁর ফোন নম্বর ব্যবহার করতে পারছেন। প্রাক্তন সাংসদের অভিযোগ, তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ফোন করলে অচেনা এক ব্যক্তি ফোন ধরছে এবং অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছে। এছাড়া সেই ব্যক্তি নিজেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা বলে দাবি করছেন। সাইবার ক্রাইম বিভাগে যোগাযোগ করে বিষয়টি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাধান করার আশ্বাস দিয়েছে বানারহাট থানার পুলিশ।

বারলার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্রচুর লিংক পাঠানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। ওই প্রাক্তন সাংসদ আরও বলেন, 'আমার নম্বর ব্যবহার করে কোনও অচেনা ব্যক্তি অপরাধ করলে সেই দোষ আমার না। লিংকগুলি আমার তরফে পাঠানো হয়নি বলে সবাইকে সতর্ক থাকতে বলেছি।'

অ্যাফিডেভিট

আমি মুন্নি দাস স্বামী বিপ্লব দাস পিতা সুমন্ত সেন সাকিন - ভোরাম, পোঃ গিতালদহ, থানা - দিনহাটা, জেলা - কোচবিহার গত ৩০-১০-২৪ দিনহাটা নোটারি পাবলিকে ৩নং অ্যাফিডেভিট দ্বারা মুন্নি দাস সেন নামে পরিচিত হলাম। মুন্নি দাস ও মুন্নি দাস সেন একই ব্যক্তি। (S/M)

CINEMA সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
SINGHAM AGAIN
Xing : Ajay Devgan, Kareena Kapoor, Akshay, Dipika, Ranbir Singh
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M

Now showing at
BISWADEEP
A Rohit Shetty Film
SINGHAM AGAIN
Xing : Ajay Devgan, Kareena Kapoor & Others
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৯৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮০১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

আজ টিভিতে

বাটা মশলায় মুরগি ভাপা এবং দুধ কাতলা রাঁধবেন **স্মৃতি মণ্ডল** এবং **জাতিস্ক মণ্ডল**। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ মিনিটে **আকাশ আটে**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণ, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ১০.০০ সোহাগ চাঁদ, ১০.৩০ ফেরারি মন, রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ লাভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.৩৫ আমার মায়ের শপথ, রাত ৮.০৫ সতীর একান্নপীঠ

জি বাংলা : দুপুর ১২.০০ বস-বর্ন টু রুল, দুপুর ২.৫৫ অভিমন্যু, বিকেল ৫.৩৫ প্রধান, রাত ৯.০০ মস্তান রাজ, ১১.৩০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ জন্মদাতা, দুপুর ১.০০ প্রেমী, বিকেল ৪.০০ আমাদের সংসার, সন্ধে ৭.০০ ফাইটার, রাত ১০.০০ আওয়ারা

কালার্স বাংলা : দুপুর ১.৩০ সোহাগ চাঁদ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সিঁদুর

আওয়ারা রাত ১০টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

হনুমান রাত ৮টায় **কালার্স সিনেপ্লেক্সে**

ককুড়া বিকেল ৪টায় **জি সিনেমা**

প্রধান বিকেল ৫.৩৫ টায় **জি বাংলা সিনেমায়**

চা উৎপাদন বন্ধের সময় বৃদ্ধির দাবি জয়ন্তেরও

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৩১ অক্টোবর : ক্রমশ জোরালো হচ্ছে চা বাগানের শীতকালীন উৎপাদন বন্ধের ঘোষিত সময়সীমা বাড়ানোর দাবি। এর আগে টি বোর্ডের কাছে এই ব্যাপারে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির চা বলয়ের দুই সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক ও মনোজ টিগ্গা। এবার একই দাবির কথা জানাতে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিবের (বাগিচা) সঙ্গে সরাসরি দেখা করলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়। গত বুধবার তিনি নয়াদিল্লিতে ওই পদস্থ আমলার সঙ্গে দেখা করেন। জয়ন্ত বলেন, 'চা শিল্প মহল এব্যাপারে বারবার দাবি জানিয়ে আসছে। আমার কাছেও তারা চিঠি দিয়েছে। অতিরিক্ত সচিবের কাছে এবছর কেন উৎপাদন বন্ধের সময়সীমা বাড়ানো প্রয়োজন তা বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাশাপাশি চা শিল্পের নানা সমস্যা নিয়েও তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। আমি আশাবাদী।'

এদিকে, একই দাবিতে পদক্ষেপের দাবিতে রাজ্যের কাছেও বার্তা পাঠানো শুরু হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির তরফে বুধবার চিঠি পাঠানো হয় শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজা, শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের কাছে। অন্যদিকে, চা শিল্পের এই দাবিকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজও। সংগঠনটির পক্ষ থেকে সভাপতি পুরোজিৎ বক্সীগুপ্ত সম্প্রতি এব্যাপারে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সাংসদকে চিঠি দিয়েছেন। প্রত্যেকেরই দাবি টি বোর্ড ঘোষিত সময়সীমা ৩০ নভেম্বর থেকে বাড়িয়ে অন্তত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত করা হোক।

কেন এবারে বাগানগুলি ওই তারিখ বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য মরিয়া। এর মূল কারণ হিসেবে তাঁরা বলছেন, এবছর আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার কারণে উৎপাদন অন্তত ২০ থেকে ২৫ শতাংশ মার খাওয়ার বিষয়টিকে। পাশাপাশি অক্টোবর মাসে মোটের ওপর ভালো বৃষ্টি হওয়ার কারণে এর সুফল নভেম্বর ও ডিসেম্বরে মিলবে বলে তাঁদের দাবি। যে কারণে বাগান চালু থাকলে আগের ক্ষতি অনেকটাই পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'এবার যা পরিস্থিতি ডিসেম্বর মাসে যদি কাঁচা পাতা তোলার জন্য অনুমতি না দেওয়া হয় তবে উৎপাদনের ঘাটতি অন্তত ৩৫ শতাংশে গিয়ে ঠেকবে বলে আমাদের মূল্যায়ন। মনে রাখতে হবে উত্তরবঙ্গের অন্তত ১০ লক্ষ মানুষ এই শিল্পের ওপর রুটিরুজির জন্য জড়িত।' চা বণিকসভা টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (টিপা) চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসালের কথায়, 'উৎপাদন চালু রাখার জন্য নভেম্বরের পর অন্তত আরও আড়াই সপ্তাহ সময় দেওয়া হোক। নয়তো জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির ঘোর শীতের শুখা মরশুমে একের পর এক বাগান আর্থিক কারণে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।'

কর্মরত শ্রমিকরা। গ্রাসমোড় চা বাগানে। (ডানে) কাঁচা পাতার ওজনে ব্যস্ত। বামনডাঙ্গা চা বাগানে।

ভেড়ার মাংসের ব্যাপক চাহিদা

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : প্রতিবছরের মতো এবছরও কালীপুজোর দিনে ভেড়ার মাংসের বিপুল চাহিদা ছিল কামাখ্যাগুড়ির মাংস বাজারে। লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে, কালীপুজোয় অমাবস্যার রাতে ভেড়ার মাংস খেলে পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি বাড়ে। আর্থিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। আবার, শাস্ত্রমতে ভেড়ার মাংস খেলে গ্রহদোষও কাটে।

মাংস বিক্রেতা ছোট্টু দে সরকার ও অনুপম সাহার কথায়, 'বছরের এই দিনটিতে ভেড়ার মাংসের চাহিদা অন্যদিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি থাকে।' সোমবার বাজারে প্রায় দেড় কুইন্টাল মাংস বিক্রি হয়েছে। প্রতি কেজি মাংস ৮০০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। বছরের অন্যান্য সময় পাঁঠার মাংসের চাহিদা বেশি থাকে। বিক্রেতারা আশপাশের গ্রাম থেকে ভেড়া কিনে আনেন। গ্রামে যাঁরা ভেড়া পালন করেন, তাঁরা কালীপুজোর এই বাজারের দিকে মুখিয়ে থাকেন। ভেড়া বিক্রি করে লাভের মুখ দেখেছেন সুরজিৎ দাস। তিনি জানালেন, এবছর ভেড়া বিক্রি করে তাঁর ১৪ হাজার টাকা আয় হয়েছে।

অসীম রায় ভেড়ার মাংস কিনতে এসে বললেন, তাঁর বাড়িতেও প্রতিবছর কালীপুজোর রাতে ভেড়ার মাংস খাওয়ার রীতি রয়েছে। তিনি বললেন, 'আমি সারাদিন অনেক কষ্ট করে লোভ সামলে রাখি। সন্ধ্যা হলেই মাংস চেখে দেখি।' আরেক ক্রেতা বাপি সিংয়ের কথায়, 'ভেড়ার মাংস বেশ সুস্বাদু হয়।'

কলকাতা ও সহরসা জংশনের মধ্যে স্পেশাল ট্রেন

দীপাবলী ও ছট উৎসব উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৩১১৭/০৩১১৮ কলকাতা-সহরসা জংশন-কলকাতা স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, চলাচলের দিন, স্টপেজ ও গঠন অনুযায়ী চলবে:—

কলকাতা-সহরসা জংশন			০৩১১৭ ০৩১১৮	সহরসা জংশন-কলকাতা		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
শনি	-	০৮.৫০	↓ কলকাতা	১৫.৩০	-	রবি
	১০.১৩	১০.১৫	ব্যান্ডেল	১৩.২৮	১৩.৩০	
	১২.৩৫	১২.৪০	আজিমগঞ্জ	০৯.৩৭	০৯.৪২	
	১৪.৪০	১৪.৫০	মালদা টাউন	০৭.৩০	০৭.৪০	
	২২.০০	-	সহরসা জংশন ↑	-	০১.০০	

ট্রেনটি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে নৈহাটি, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, জঙ্গীপুর রোড, নিউ ফরাক্কা জংশন, কুমেদপুর, কাটিহার, নওগছিয়া, থানা বিহপুর ও মানসী স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ ও দিন : ০৩১১৭ কলকাতা থেকে :** ০২.১১.২০২৪ (শনিবার) = ১ ট্রিপ। **০৩১১৮ সহরসা জংশন থেকে :** ০৩.১১.২০২৪ (রবিবার) = ১ ট্রিপ। **গঠন :** এসি ৩-টিয়ার - ১, এসি চেয়ার কার - ১, স্লিপার শ্রেণী - ২, ২য় শ্রেণী সিটিং - ৫, সাধারণ ২য় শ্রেণী (জিএস) - ৪, এসএলআরডি - ২ = ১৫ কোচ। **শ্রেণী :** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মাননীয় এক্সপেন্ডিচার পর্যবেক্ষকের বিবরণ-১৪-মাদারিহাট (এসটি) বিধানসভা কেন্দ্র

জেলা	ডি.ই.ও এর নাম	ডি.ই.ও এর মোবাইল নম্বর	পর্যবেক্ষকের বিবরণ	হোয়াটসঅ্যাপ	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল আইডি	সাক্ষাৎকারের স্থান	সাক্ষাৎকারের সময়
আলিপুরদুয়ার	শ্রীমতী আর. বিমলা (আই.এ.এস)	৯০৪৬১৭৬৯০০	শ্রী রাকেশ কুমার জৈন (আই.আর.এস)	৯৬৩৫৭৫৪৯৬৫	৯৬৩৫৭৫৪৯৬৫	observerexpapd24byeelection@gmail.com	'সংকোশ স্যুট' সার্কিট হাউস, আলিপুরদুয়ার	১০.৩০ থেকে ১১.৩০ (সকাল)

যে কোনও নির্বাচনি অভিযোগের জন্য Cvigil অ্যাপ বা হেল্পলাইন নম্বর ১৯৫০ ব্যবহার করুন।

Memo No :- 33(2)Dico/Bye Elec/Apd

Date : 30/10/2024

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্য কারণে তর্কবিতর্কে বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য। মেয়ের পরীক্ষার সাফল্যে খুশি। **বৃষ :** খুব কাছের লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। **মিথুন :** বিদেশে পাঠরত সন্তানের চিন্তা কাটবে। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা। **কর্কট :** আজ যানবাহন খুব সাবধানে চলান। প্রেমে শুভ। **সিংহ :** অফিসে কোনও জটিল কাজ সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। দাঁতের যন্ত্রণায় ভোগান্তি। **কন্যা :** সংগীত ও অভিনয় জগতের ব্যক্তিরা নতুন সুযোগ পাবেন। জ্বর ও সর্দি ভোগাবে। **তুলা :** বাড়ির কোনও সদস্যের জন্যে চিন্তা কাটবে। মূল্যবান জিনিস হারাতে পারে। **বৃশ্চিক :** ভাইয়ের সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে মনোমালিন্য। কোমর ও হাঁটুর ব্যথায় দুর্ভোগ। **ধনু :** বারবার যে কাজ করতে গিয়েও তা বন্ধ রাখতে হয়েছে, তা আজ শুরু করুন। প্রেমে সমস্যা। **মকর :** ব্যবসার জন্য ঋণ করেতে হতে পারে। বস্ত্র, রত্ন, কেমিক্যাল দ্রব্যের ববসায় লাভ হবে। **কুম্ভ :** নতুন কোনও কাজে যোগ দিয়ে স্বস্তি পাবেন। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। **মীন :** বিদেশে যাওয়ার বাধা আজ কেটে যাবে। আজ নানা কারণে সারাদিন পরিশ্রমে কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৫ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ১০ কার্তিক, ১ নভেম্বর ২০২৪, ১৫ কাতি, সংবৎ ১৫ কার্তিক বদি, ২৮ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪৬, অঃ ৪।৫৭। শুক্রবার, অমাবস্যা সন্ধ্যা ৫।৯। স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ৩।২৬। প্রীতিযোগ দিবা ১১।৪৫। নাগকরণ সন্ধ্যা ৫।৯ গতে কিন্তুঘ্নকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৩।২৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ৩।২৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, সন্ধ্যা ৫।৯ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৮।৩৩ গতে ১১।২১ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৯ গতে ৯।৪৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই, সন্ধ্যা ৫।৯ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৩।২৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস। সন্ধ্যা ৫।৯ মধ্যে সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। দীপান্বিতা পার্বণশ্রাদ্ধ। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৪ মধ্যে ও ৭।২৭ গতে ৯।৩৬ মধ্যে ও ১১। ৪৫ গতে ২। ৩৭ মধ্যে ও ৩।২০ গতে ৪। ৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৩৯ গতে ৯।১১ মধ্যে ও ১১।৫০ গতে ৩।২২ মধ্যে ও ৪।১৫ গতে ৫।৪৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শিলিগুড়ি হাসপাতাল রোডে কালী প্রতিমা বিক্রি (বাঁদিকে)। জলপাইগুড়ির দুর্গাবাড়ি কদমতলার প্রতিমা। বৃহস্পতিবার। ছবি : তপন দাস ও মানসী দেব সরকার

১১ নভেম্বর ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের ডাক

লংভিউ সংকটে সরকারি উদ্যোগ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : লংভিউ চা বাগানে অচলাবস্থা অব্যাহত। আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন শ্রমিকরা। এখানকার শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের অন্য চা বাগানগুলিতেও আন্দোলনের পরিকল্পনা চলছে। এই পরিস্থিতিতে লংভিউ নিয়ে আগামী ১১ নভেম্বর ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকল শ্রম দপ্তর। বৈঠকে সংশ্লিষ্ট চা বাগানের মালিক এবং শ্রমিক উভয়পক্ষকে হাজির থাকার জন্য বলা হয়েছে।

গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) লংভিউ-আম্বুটিয়া এলাকার সভাসদ কল্পনা প্রধান বলেছেন, 'বাগানের অচলাবস্থা কাটাতে গত ২৫ অক্টোবর শ্রম দপ্তরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। তার পরিপ্রেক্ষিতে ১১ নভেম্বর দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে বৈঠক ডাকা হয়েছে। আশা করছি ওই বৈঠক থেকে বাগানের অচলাবস্থা কাটবে।' প্রতিক্রিয়া জানতে দার্জিলিং টি অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা সন্দীপ মুখোপাধ্যায়কে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

লংভিউ চা বাগান দীর্ঘদিন ধরে ধুঁকছে। শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া। একটু একটু করে মেটানোর চেষ্টা চলছিল। কিন্তু বোনাস ইস্যুতে ফের অচলাবস্থা তৈরি হয়। সরকারি অ্যাডভাইজারির পর বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১০ শতাংশ হারে বোনাসের টাকা দেয়। কিন্তু শ্রমিকরা তাতে অসন্তুষ্ট হন। এরপর হিল প্ল্যান্টেশনস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ব্যানারে রিলে অনশন শুরু করেন।

আন্দোলন শুরু হতেই মালিকপক্ষ গত ১৪ অক্টোবর

> **রিলে অনশন**
> - লংভিউ বাগানে ১০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হয়
> - এরপর রিলে অনশনে বসেন শ্রমিকরা
> - ১৪ অক্টোবর বাগান বন্ধের নোটিশ ঝোলায় মালিকপক্ষ
> - সেই থেকে লংভিউতে অচলাবস্থা অব্যাহত
> - ১১ নভেম্বর দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে বৈঠক

বাগানে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে চলে যায়। ফলে আন্দোলন আরও তীব্র হয়। এই আন্দোলন এখন পাহাড়ের অন্য বাগানে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছে। দু'দিন আগে সোনাদা চা বাগানে একই ধরনের কর্মসূচি শুরু হওয়ার খবর মিলতেই দুই শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে সেপ্টেম্বরে সোনাদায় পথ অবরোধের পুরোনো মামলা রয়েছে বলে পুলিশের দাবি।

হিল প্ল্যান্টেশনস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সহ সচিব সুমেন্দ্র তামাং ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে অনড়। তিনি বলেন, 'লংভিউতে শ্রমিকরা ১০ শতাংশ হারে বোনাস পেয়েছেন। বাগানের কর্মচারীরা স্টেকুও পাননি। সামগ্রিকভাবে বোনাসের দাবিতে আমাদের আন্দোলন চলছে। আপাতত ১১ নভেম্বরের বৈঠকের দিকে আমরা তাকিয়ে রয়েছি।'

পুজোর বোনাস নিয়ে পাহাড়ে গত সেপ্টেম্বর থেকে অসন্তোষ চলছে। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের দাবিমতো বোনাস দিতে রাজি না হওয়ায় পরপর অনেকগুলি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ভেস্তে যায়। ১ অক্টোবর শ্রম দপ্তর অ্যাডভাইজারি দিয়ে ১৬ শতাংশ হারে সব চা বাগানের শ্রমিকদের বোনাস দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

তবে, লংভিউ সহ পাহাড়ের রুগ্ণ কয়েকটি বাগানে বোনাস নিয়ে কড়াকড়ি করা হয়নি। অন্যদিকে, ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে অনড় থাকা শ্রমিক সংগঠনগুলি ১৬ শতাংশ হারে বোনাসের অ্যাডভাইজারিতে আপত্তি জানায়। এরপর বনধ ডেকে ফেলেছে পাহাড়। শেষমেশ নানা টালবাহানার পর শ্রম দপ্তর বোনাস নিষ্পত্তির জন্যে ৬ নভেম্বর বৈঠক ডাকে। সেই বৈঠকের অপেক্ষায় রয়েছে গোটা পাহাড়।

ট্রাফিক পুলিশ কম, নিয়ন্ত্রণে ঢিলেমি

দীপাবলিতে উপচে পড়া ভিড়ে যানজট

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : কালীপুজো বলে কথা। কেনাকাটায় ভিড় হবে না, তা কেমন করে হয়। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শিলিগুড়ির বাজারগুলি ছিল ভিড়ে ঠাসা। তার সঙ্গেই ছিল অনিয়ন্ত্রিত যান চলাচল। এদিন শহরের বিভিন্ন এলাকায় যানজট সৃষ্টি হয়।

মহাবীরস্থান, থানা মোড়, ঘোগোমালি বাজার, চম্পাসারি বাজার এলাকায় উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা যায়। ভিড় যত, সেই তুলনায় রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যা ছিল কম। ফলে আলোর উৎসবে শামিল হওয়ার আগে সাধারণ মানুষকে বেশ খানিকটা দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। যদিও বিকেল থেকে যানজট অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসে।

এ প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'এদিন সকাল থেকে প্রচুর মানুষ বাজারগুলিতে ভিড় করে। সেই কারণে শুধুমাত্র বাজার এলাকাগুলোয় কিছুটা সমস্যা হয়ে থাকতে পারে। আমরা চেষ্টা করেছি যান চলাচল সচল রেখে নাগরিক পরিষেবা দিতে।'

এদিন সকাল থেকে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরে চলেছে কেনাকাটা। বিভিন্ন বাজারের ভেতর চারচাকা, বাইক, টোটো নিয়ে ঢুকে পড়েন অনেকে। যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় চাপ বাড়ে শহরের বড় রাস্তাগুলোয়। দুপুর দেড়টা নাগাদ মহাবীরস্থান রেলগেট বাজারে ছোট চারচাকা নিয়ে এক ব্যক্তি ঢুকে পড়েন। সেই সময় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। আশপাশে দেখা যায়নি কোনও ট্রাফিক পুলিশকর্মীকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ী এবং পথচারীদের মধ্যে কিছুক্ষণ বাকবিতণ্ডা চলে। বিতর্ক শুরু হতেই চারচাকা গাড়ির চালকের সাফাই, 'প্রচুর জিনিস কিনতে হবে। গাড়ি নিয়ে আসা ছাড়া উপায় ছিল না।'

ভেনাস মোড় থেকে কোর্ট মোড়ের দিকে বাঁক নেওয়ার মুখে

শিলিগুড়ির মহাবীরস্থানে যানজট। বৃহস্পতিবার। -সংবাদচিত্র

> সকাল থেকে প্রচুর মানুষ বাজারগুলিতে ভিড় করে। সেই কারণে শুধুমাত্র বাজার এলাকাগুলোয় কিছুটা সমস্যা হয়ে থাকতে পারে। আমরা চেষ্টা করেছি যান চলাচল সচল রেখে নাগরিক পরিষেবা দিতে।
>
> **বিশ্বচাঁদ ঠাকুর**
> *ডিসিপি (ট্রাফিক), শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট*

বাঁ-হাতে দীর্ঘক্ষণ যানবাহন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। একই অবস্থা ছিল থানা মোড়, চম্পাসারি, গুরুংবস্তি বাজার এলাকায়।

এদিন থানা মোড়ে ভিড় ঠেলে কোনওমতে স্কুটার নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন রমেশ সাহা। বললেন, 'অন্যদিন রাস্তায় তবু পুলিশ দেখা যায়। অথচ এমন যানজটের সময়ে পুলিশের দেখা নেই।' বিকেল থেকে অবশ্য যানজট এড়াতে শহরের বেশকিছু রাস্তায় টোটো নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। মোতায়েন করা হয় ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের।

র‍্যাশনে সোশ্যাল অডিটের নির্দেশ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৩১ অক্টোবর : দার্জিলিং জেলায় ২০১৮ সালে শেষবারের মতো র‍্যাশনের সোশ্যাল অডিট হয়েছিল। তারপর থেকে আর হয়নি। ইতিমধ্যে র‍্যাশন দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। অবশেষে রাজ্যের সোশ্যাল অডিট বিভাগ নির্দেশিকা জারি করে পুনরায় র‍্যাশনে সোশ্যাল অডিটের নির্দেশ দিয়েছে।

দীর্ঘ ছয় বছর পর র‍্যাশন বণ্টনের ওপর অডিটের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সোশ্যাল অডিট বিভাগ ও গ্রামীণ সম্পদকর্মীদের নিয়ে একটি টিম গঠন করা হবে নভেম্বর মাসে। আগামী ১৪ নভেম্বর সমস্ত জেলার সোশ্যাল অডিট বিভাগের জেলা কোঅর্ডিনেটরদের প্রশিক্ষণ শুরু হবে কলকাতায়। এই টিমকে এক মাসের মধ্যে অডিট রিপোর্ট রাজ্যের সোশ্যাল অডিট বিভাগে জমা দিতে হবে।

মোট তিনটি ধাপে অডিট হবে। প্রথম ধাপে এলাকার সমস্ত র‍্যাশন দোকান ঘুরে চলবে তথ্য সংগ্রহ। তারপর উপভোক্তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। শেষ ধাপে পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পর জমা দিতে হবে রিপোর্ট। যদিও নিয়ন্ত্রক বিশ্বজিৎ বিশ্বাসের দাবি, দার্জিলিং জেলা খাদ্য ও সরবরাহ 'আমার কাছে এখনও সোশ্যাল অডিট নিয়ে কোনও নির্দেশিকা আসেনি।'

জানা যাচ্ছে, র‍্যাশন দোকানের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে মিড-ডে মিল নিয়েও ফের অডিটের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুটি অডিট একসঙ্গে চলবে বলে সূত্রের খবর। শিলিগুড়ি পুরসভা এবং মহকুমার অন্তর্গত সমস্ত প্রাইমারি, জুনিয়ার এবং হাইস্কুলগুলিতে অডিট হবে। মিড-ডে মিলের অডিটের সময় প্রতিটি স্কুল থেকে তিনজন অভিভাবক থাকবেন। প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে তাঁদের। জেলা শাসক, মহকুমা শাসককে নভেম্বরের মধ্যে

> **তিনটি ধাপ**
> - এলাকার সমস্ত র‍্যাশন দোকান ঘুরে তথ্য সংগ্রহ
> - তারপর উপভোক্তাদের সঙ্গে আলোচনা
> - শেষে পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে রিপোর্ট জমা

অডিটের জন্য স্কুলের নাম পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গোটা প্রক্রিয়ায় জেলা প্রশাসনকে সবরকম সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের সোশ্যাল অডিট বিভাগ।

এদিকে শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অওধ সিংঘল বলেছেন, 'সোশ্যাল অডিট শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ করে। তারাই বিষয়টা বলতে পারবে।' মহকুমা পরিষদের অ্যাডিশনাল এগজিকিউটিভ অফিসার নির্মল্য ঘরামির কথায়, 'সোশ্যাল অডিটের জন্য আলাদা বিভাগ রয়েছে। আমার বিষয়টি জানা নেই।'

এদিকে সোশ্যাল অডিট নিয়ে আধিকারিকদের দায়সারা মনোভাব কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সূত্রের খবর, প্রতিবার 'ফান্ডের অভাব' দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, মনরেগা, জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প, সমগ্র শিক্ষা মিশন সহ বিভিন্ন প্রকল্পের সোশ্যাল অডিট আটকে রাখা হয়েছে। র‍্যাশন, মিড-ডে মিলের সোশ্যাল অডিটের নির্দেশিকা এলেও তা নিয়ে ধোঁয়াশা দেখা দেবে না তো? প্রশ্ন থেকেই গেল।

টুকরো খবর

বাড়িতে চুরি

চোপড়া, ৩১ অক্টোবর : বুধবার রাতে চোপড়া থানার তিনমাইল হাট এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকার গয়না ও প্রায় দুই লক্ষ টাকা চুরি যায় বলে অভিযোগ। বাড়ির মালিক বিকাশ সাহা জানিয়েছেন, কালীপুজোর জন্য তিনি মন্দিরের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। রাতে বাড়ি ফিরে দেখেন প্রধান দরজার তালা ভাঙা। বৃহস্পতিবার বিকাশ চোপড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ছোবলে মৃত্যু

চোপড়া, ৩১ অক্টোবর : সাপের ছোবলে বুধবার মৃত্যু হল চোপড়ার সুভাষনগরের এক কিশোরের। মৃতের নাম সাধন হালদার (১২)। তাকে প্রথমে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ইসলামপুরে নিয়ে যাওয়ার পথে ওই কিশোরের মৃত্যু হয়।

মোবাইল ফেরত

চোপড়া, ৩১ অক্টোবর : আলোর উৎসবে মাতলেন চোপড়াবাসী। বৃহস্পতিবার সদর চোপড়া, দাসপাড়া ও সোনাপুর এলাকায় বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ বাহারি আলোয় সেজে ওঠে। চোপড়া থানার পুজোমণ্ডপটিকেও নানা আলোর সমাহারে সাজিয়ে তোলা হয়। এদিন থানার পুজোমণ্ডপ থেকে উদ্ধার হওয়া ১৭টি মোবাইল ফোন মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। নিজেদের খোয়া যাওয়া মোবাইল ফেরত পেয়ে খুশি মালিকরা।

চুকচুকি ঝিল সংস্কারের দাবি

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল অবস্থা গরুমারা জঙ্গলের মাঝে থাকা চুকচুকি ঝিলের। বন্ধ নৌকাবিহারও। ঝিলটি নতুন করে সাজিয়ে তোলার দাবিতে সরব স্থানীয় বাসিন্দারা। যদিও বন দপ্তরের তরফে দ্রুত ঝিলটিকে সাজিয়ে নৌকাবিহার চালু করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

গরুমারা জঙ্গলের মাঝে থাকা মেদলা নজরমিনারের ঠিক কাছেই পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু এই চুকচুকি ঝিল। এখানেই বন দপ্তরের তরফে পর্যটকদের জন্য নৌকো নিয়ে ঘোরার ব্যবস্থা ছিল। এই ঝিলের চারপাশে ঘন জঙ্গল রয়েছে। ঝিলেই নৌকাবিহার করতে করতে বন্যপ্রাণী দেখার সুযোগ পেতেন পর্যটকরা। শীতকালে এই ঝিলে পরিযায়ী পাখির পাশাপাশি গরুমারার অন্য প্রজাতির পাখিও দেখতে পেতেন পর্যটকরা।

তবে দীর্ঘ কয়েক বছর আগে ঝিলের পাশাপাশি নৌকোগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বন্ধ হয়ে যায় ঝিলটি। স্থানীয় বাসিন্দা তথা জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য অলক রায় অভিযোগ করে বলেন, 'পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় এই ঝিলটি প্রায় পাঁচ বছরের ওপর সময় ধরে বন্ধ। বারবার এই ঝিলটি সংস্কার করে নৌকাবিহার চালু করার দাবি করা হয়েছে বন দপ্তরের কাছে।'

ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের কথায়, পরিযায়ী পাখিদের এক অবাধ বিচরণক্ষেত্র এই ঝিল। সেইসঙ্গে পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় এই ঝিল যাতে বন দপ্তর দ্রুত সংস্কার করে ফের চালু করে সেই দাবি দীর্ঘদিন থেকেই জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন জানান, বহু আগেই টেন্ডার করে ঝিলটি সংস্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় কিছু সমস্যার জন্য কাজটি আটকে রয়েছে। দ্রুত সমস্যা সমাধান করে যাতে ঝিলটি সংস্কারের পর নৌকাবিহার চালু করা যায় সেই চেষ্টা চলছে।

গোষ্ঠী সংঘর্ষে গ্রেপ্তার ১২

শিলিগুড়ি ব্যুরো

৩১ অক্টোবর : গ্রামে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল। বুধবার রাতে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘটনা। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার গ্রামে যান দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। বিধায়ক দুর্গা মুর্মু, শংকর ঘোষও গিয়েছিলেন এদিন। এলাকায় চাপা উত্তেজনা থাকায় সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিন ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামে বিজেপি। দলের আঠারোখাই মণ্ডল কমিটির তরফে মিছিল করা হয়। আঠারোখাই এলাকা পরিক্রমা করে মিছিলটি শেষ হয় মাটিগাড়া বিডিও অফিসের সামনে। অন্যদিকে, এদিন বিকেলে শিলিগুড়ির হাসমি চকে অবস্থান বিক্ষোভ করে বিজেপি।

কবির জন্মদিন

নাগরাকাটা, ৩১ অক্টোবর : নেপালি ভাষার মহাকবি লক্ষ্মীপ্রসাদ দেওকোটার ১১৫তম জন্মজয়ন্তী পালিত হল লুকসানে। বৃহস্পতিবার বিকেলে লুকসান গ্রামীণ কল্যাণ সংস্থার তরফে একটি অনুষ্ঠান করে তাঁর জন্মদিন পালন করা হল। অনুষ্ঠানে গ্রামীণ কল্যাণ সংস্থার সভাপতি শেরবাহাদুর ছেত্রী, সভাপতি জেঠা সুব্বা প্রমুখ কবির জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন।

শীতবস্ত্র বিলি

বেরুবাড়ি, ৩১ অক্টোবর : দীপাবলিতে এলাকার দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র, কম্বল, চাল ও নগদ অর্থ প্রদান করা হল একটি মিল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে। মিল চত্বরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এগুলি বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নির্মল রায় প্রমুখ।

পুলিশকর্তাদের পুজো

শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : সকালের দিকে নিয়মশৃঙ্খলার বিষয়টা খতিয়ে দেখতে বেরিয়েছিলেন প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার। নজরদারির পাশাপাশি বারেবারেই তিনি ফোন করে শুনে নিচ্ছিলেন থানার পুজোর প্রস্তুতির ব্যাপারে। উর্দি নয়, মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছিলেন পাঠান-স্যুট পরে। বললেন, 'এলাকাবাসীর নিরাপত্তার বিষয়টা সবার আগে। তবে পুজোর আয়োজনটাও তো দেখতে হচ্ছে। বছরের এই দিনটি আমাদের কাছে অন্যরকম।' ভক্তিনগর থানার আইসি অমিত অধিকারী আবার সন্ধ্যায় থানায় এলেন লাল রংয়ের পাঞ্জাবি পরে।

এদিকে সকাল থেকে উপোস থাকার পর দেবীর আরাধনায় বসলেন শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। সকাল থেকে অবশ্য নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে যাবতীয় পরিকল্পনা সাজাতে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। মণ্ডপগুলোয় পুলিশের বিশেষ দল মোতায়েন করার দায়িত্ব ছিল।

কালীপুজোকে কেন্দ্র করে শহর শিলিগুড়ির বিভিন্ন ক্লাবের পুজো কমিটির পাশাপাশি উৎসাহ ছিল থানাতেও। কোন থানা কেমন আয়োজন করছে, তা নিয়ে পুলিশকর্তাদের মধ্যে জল্পনার শেষ ছিল না। এদিন সকাল থেকেই দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নিজের থানা এলাকার পুজোর প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন আইসিরা। মাটিগাড়া থানায় ছোটদের জন্য বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সঙ্গে দুস্থ বৃদ্ধিদের মধ্যে কাপড় ও খাবার বিতরণ করা হয়। পুজোয় বসেছিলেন এনজেপি থানার ওসি নির্মল দাস। তবে প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বললেন, 'আমি নিজে পুজোয় বসছি না। কারণ কালীপুজো অনেকক্ষণ ধরে হয়। কোথাও প্রয়োজন হলে আমাকে যেতে হতে পারে। সেজন্য প্রস্তুত থাকছি।' সন্ধ্যায় থানাগুলোর পুজো উদ্বোধন করে ঘুরে দেখেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর।

ধর্মসভা

খড়িবাড়ি, ৩১ অক্টোবর : নর্থবেঙ্গল জয়েন্ট খ্রিস্টান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির রূপনজোত মণ্ডলের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার থেকে রূপনজোত খেলার মাঠে শুরু হল বার্ষিক পুনরুজ্জীবন সম্মেলন-২০২৪। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমী এক্কা। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ জয়া সিংহ প্রমুখ। ধর্মযাজক মোসেস রতনম ও দীনবন্ধু নায়েক এদিনের ধর্মসভায় খ্রিস্টধর্মের জীবনাদর্শ ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করেন।

SBI Life

আপনার জন্য। আপনার প্রিয়জনের জন্য।

বিজ্ঞপ্তি : ঠিকানা পরিবর্তন

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে আগামী ০১/১/২০২৫ তারিখ থেকে বলবৎ, আমাদের বর্তমানে কোচবিহার ব্রাঞ্চ অফিস (৪৪২) নিম্নলিখিত ঠিকানায় স্থানান্তরিত হবে :

নতুন ঠিকানা : ৩য় তল, মিত্র কমপ্লেক্স, ২৮৩৩, ২৪৪৩, এন.এন. রোড, ওয়ার্ড নং ৫, মিলিটারী ব্যারাক টৌপথী, থানা-কোতোয়ালী, পোঃ ও জেলা- কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৬১০১

নিম্নবর্ণিত আমাদের বর্তমান এলাকা থেকে

পুরাতন ঠিকানা : ২য় তল, আর্জিনিউ ভবন, আর.আর.এন. রোড, জেলা ও পোঃ- কোচবিহার, থানা - কোতোয়ালী, পিন-৭৩৬১০১

উপরে প্রদর্শিত ট্রেড লোগো ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অধিকারভুক্ত এবং লাইসেন্সধারীন এসবিআই লাইফ দ্বারা ব্যবহৃত হয়। রেজিস্টার্ড ও কর্পোরেট অফিস : নটরাজ, এমভি রোড অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে জংশন, আন্ধেরি (পূর্ব) মুম্বাই - ৪০০০৬৯ IRDAI রেজিস্ট্রেশন নম্বর : 111 CIN: L99999MH2000PLC129113, ওয়েবসাইট : www.sbilife.co.in, ইমেল : info@sbilife.co.in, টোলফ্রি নম্বর - ১৮০০২৬৭৯০৯০ (২৪x৭ উপলব্ধ)

আঁধার ঘুচল না তিন শহিদ পরিবারে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৩১ অক্টোবর : কেউ ১৪ বছর, কেউ আবার ১২, কেউ-বা বছর আড়াই আগে হারিয়েছেন নিজেদের প্রিয়জনকে। নাগরাকাটার একই পাড়ার তিন শহিদ ঘরনির কাছে তাই চিরতরের জন্য ফিকে হয়ে গিয়েছে দীপাবলির রোশনাই। দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া স্বামীদের স্ট্যাচু বা ছবির সামনে মোমবাতি জ্বেলে শ্রদ্ধা জানিয়ে বৃহস্পতিবারের ঝলমলে দিনটিকে নীরবে চোখের জলে পালন করলেন তাঁরা।

তিনজনই ফি বছর দুর্গাপুজোয় বাড়ি ফিরতেন। কর্মসূত্রে ফিরতেন দীপাবলি শেষে। পরিবারের সঙ্গে হইহুল্লোড়ে কেটে যেত সময়। সুখানিবস্তির গোপাল ছেত্রীর ওই রুটিন থমকে যায় ২০১০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। একই মহল্লার মহাদেব মিঞ্জ ও শংকর ছেত্রী না ফেরার দেশে চলে যান যথাক্রমে ২০১২-র ১৯ সেপ্টেম্বর ও ২০২২-এর ২৯ জুলাই।

বাবার স্বপ্ন ছেলেমেয়েরাই

শহিদ মহাদেব মিঞ্জকে শ্রদ্ধার্ঘ্য স্ত্রী ও পুত্রের (বাঁদিকে)। শহিদ গোপালকৃষ্ণ ছেত্রীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য স্ত্রী সরিতার।

পূরণ করবে এমন আকাঙ্ক্ষাকে বুকে আঁকড়ে এখন জীবনসংগ্রামে শামিল শহিদ ঘরনি সরিতা, সিমলা ও পুনম। তাঁরা যথাক্রমে গোপাল ছেত্রী, মহাদেব মিঞ্জ ও শংকর ছেত্রীর পরিবারের সন্তান। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়েছিলেন তিনি। কর্মরত ওই ইএফআর জওয়ান অবশ্য কয়েকজনকে নিকেশ করে তবেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। সিআরপিএফ জওয়ান মহাদেবও শহিদ হন মাওবাদীদের অতর্কিত হামলায়। ঘটনাস্থল ছিল ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলার গোর্খাতেং। হাল ছাড়েননি নাগরাকাটা চা বাগানের ওই শ্রমিক বলি। পশ্চিম মেদিনীপুরের শিলদা ক্যাম্পে কর্মরত ওই ইএফআর মণিপুরের নানে জেলায় বিচ্ছিন্ন হন মাওবাদী আক্রমণের পরিবারের সন্তান। দেশ শহিদ হন টেরিটোরিয়াল আর্মির ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়নের জওয়ান শংকর।

সরিতার দুই মেয়ে ও এক ছেলে। বাবার প্রয়াণের পর বড় মেয়ে প্রিয়াংকা পুলিশে চাকরি পান। ছোট মেয়ে পল্লবী বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত। ছেলে প্রশান্ত কলেজে পড়াশোনা করছেন। সরিতা বলেন, 'প্রতি মুহূর্তেই ওঁর কথা মনে পড়ে। জীবনে যে কখনও এমন ঝড় আসবে তা আজও বিশ্বাস হয় না। ছেলেমেয়েদের এখন বেঁচে থাকার রসদ।' সিমলার দুই ছেলে। বড় ছেলে কুণাল কমার্সে স্নাতকোত্তরের চৌকাঠ পেরিয়ে এখন প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষায় বসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ছোট ছেলে নিশান্ত বিবিএ কোর্স শেষ করেছেন। এদিন সন্ধ্যায় সিমলা ও কুণাল নাগরাকাটায় মহাদেব মিঞ্জের আবক্ষমূর্তির সামনে এসে মোমবাতি জ্বেলে যান। সিমলা বলেন, 'অভিভাবক ছাড়া জীবনের লড়াইটা যে কতটা কঠিন তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। গর্ব একটাই, তিনি দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন।'

শংকরের স্মরণে তাঁর পাড়ায় একটি মূর্তি তৈরি হয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় সেখানে প্রদীপ জ্বালানো হয়। সিহানা নামে ওই শহিদ জওয়ানের ছ'বছরের একটি মেয়ে রয়েছে। দীপাবলির দিন মা পুনমের সঙ্গে সে-ও শংকরের স্মরণে মোমবাতি জ্বালিয়েছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছে সেনার পোশাক পরিহিত বাবার প্রতিকৃতির দিকে। পুনমের কথায়, 'মেয়ের জন্যেই এখন আমার বেঁচে থাকা। শংকর যে ওকে বড্ড ভালোবাসত।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির

₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

16.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 84H 30212 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন।

বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার খবর আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হয়েছিল, তাই আমি নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করেছিলাম। এই মুহূর্তটি আমার আনন্দকে পাহাড়ের শিখরে উন্নীত করেছে এবং আমার মনে হয়েছিল আমি যেন বাতাসে ভাসমান। এই বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ আমার আর্থিক স্থিতি উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা মধুমিতা বড়ুয়া - কে

ব্যাংকের ডেস্ক থেকে চেক চুরি, থানায় নালিশ

শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : ব্যাংকের ডেস্ক থেকে চুরি হয় দুটি চেক। তুলে ফেলা হয় টাকা। ঘটনায় হতবাক ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন ওই ব্যাংকের ব্রাঞ্চ চিফ ম্যানেজার। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

অভিযোগপত্রের মাধ্যমে জানা গিয়েছে, সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখ

শিলিগুড়ি

ঘটনাটি ঘটে। ওইদিন একটি ওষুধ কোম্পানি ব্যাংকে এসে চেক জমা দেয়। যার মূল্য ছিল ৪৮,০০১ টাকা। ওই চেক একটি ট্রেডার্স কোম্পানি ইস্যু করেছিল। সেদিনই একটি কনসালটেন্সি ২১,৫০০ টাকার একটি চেক ব্যাংকে এসে জমা করে। সেটি ইস্যু করেছিল একটি চায়ের কোম্পানি।

এরপর ৭ অক্টোবর ওই কনসালটেন্সি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানায়, তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ডিপোজিট হয়নি। অথচ চায়ের কোম্পানির অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কাটা হয়েছে। এরপর ১৯ অক্টোবর ব্যাংকে এসে একই অভিযোগ করে ওষুধ কোম্পানি।

তারপরেই নড়েচড়ে বসে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ব্যাংকের ব্রাঞ্চ হেড আদিত্য পোদ্দার পুলিশকে জানান। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত করতে গিয়ে তাঁরা সিসিটিভিতে দেখতে পান, দুজন ব্যক্তি ব্যাংকের ডেস্ক থেকে ওই চেক দুটি চুরি করে গত ১০ সেপ্টেম্বর। ওই টাকা কোন অ্যাকাউন্টে ডিপোজিট হয়েছে, সেই তথ্য ব্যাংকের তরফে পুলিশকে দেওয়া হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।

রেডিওলজিস্ট ছুটিতে, পরিষেবা তলানিতে

আল্ট্রাসনোগ্রাফির ডেট পেতে দু'মাস অপেক্ষা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : পুজোর দিন আউটডোরে ভিড় নেই তেমন। তবে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের গেটের সামনে এক মহিলাকে রাগারাগি করতে দেখা যায়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পেটের ব্যথায় ভুগছেন। ডাক্তার আল্ট্রাসনোগ্রাফি করাতে বলেছেন। তবে হাসপাতাল থেকে ডেট দেওয়া হয়েছে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। তাছাড়া আর উপায় কী। দায়িত্বপ্রাপ্ত রেডিওলজিস্ট ডাঃ দেবাশিস ভট্টাচার্য অসুস্থ থাকায় বর্তমানে তিনি ছুটিতে। একজন রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার (আরএমও) আল্ট্রাসনোগ্রাফি করছেন। এতেই সমস্যা তৈরি হয়েছে। এদিকে, এতদিন ওই মহিলার পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এতেই রেগে গিয়েছেন তিনি। বানারহাটের বাসিন্দা স্নেহা মিঞ্জের কথায়, 'আমাদের সামর্থ্য নেই বাইরে থেকে আল্ট্রাসনোগ্রাফি করানোর। চিকিৎসক বলেছেন ওটা না করালে বোঝা যাচ্ছে না কেন বারবার পেট ব্যথা হচ্ছে। ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এরকম পরিষেবা দিলে বন্ধ করে দিক এই হাসপাতাল।'

দীর্ঘদিন ধরে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেডিওলজিস্টের অভাবে হয়রানির শিকার রোগীরা। সেখানে আল্ট্রাসনোগ্রাফির সুবিধা থাকায় প্রতিদিন জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে রোগীরা সেখানে আসেন। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দায়িত্বে থাকা রেডিওলজিস্ট পরিষেবা দিতেন। তখনও এক মাস পরে ডেট দেওয়া হত। কিন্তু বর্তমানে তিনি অসুস্থ থাকায় সমস্যা আরও বড় আকার ধারণ করেছে। মাঝে বন্ধই হয়ে গিয়েছিল ওই পরিষেবা। শেষে একজন আরএমওকে দায়িত্বভার দেওয়া হয়। এখন তিনিই জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ভর্তি রোগীদের পাশাপাশি বহির্বিভাগের রোগীদের আল্ট্রাসনোগ্রাফি করছেন। তবে এভাবে আর কতদিন চলবে তা নিয়ে প্রশ্ন করছেন সকলে। রেডিওলজিস্টের ঘাটতিতে রীতিমতো প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। এই নিয়ে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খানকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'বহুবার আমাদের সমস্যার কথা জানিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি করেছি। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। প্রাইভেটের কোনও রেডিওলজিস্ট পার্ট-টাইম পরিষেবা দিতে চাইলেও তা খোঁজা হচ্ছে। রোগীদের সমস্যা হচ্ছে জেনেও আমরা নিরুপায়।'

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

> বহুবার সমস্যার কথা জানিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি করেছি। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। প্রাইভেটের কোনও রেডিওলজিস্ট পার্ট-টাইম পরিষেবা দিতে চাইলেও তা খোঁজা হচ্ছে। রোগীদের সমস্যা হচ্ছে জেনেও আমরা নিরুপায়।
>
> **কল্যাণ খান** *এমএসভিপি, জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ*

এদিকে, ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারি মাসে অবসরগ্রহণ করবেন মেডিকেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত রেডিওলজিস্ট। তখন সেই জায়গায় নতুন কাউকে নিয়োগ করা হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত রেডিওলজিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

অ্যাম্বুল্যান্স না থাকাই কাল

শুভ দত্ত

বানারহাট ৩১ অক্টোবর : ছেলে বিপদে পড়ুক মা চাননি। শুধু চেয়েছিলেন, গভীর রাতে একজন অন্তঃসত্ত্বার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। তাই ছেলেকে মাঝরাতে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যেতে বলেন। সেই নির্দেশ পালন করতে গিয়ে ছেলে যে আর বাড়িতে ফিরবে না তা দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি। অন্যদিকে, অন্তঃসত্ত্বা তরুণীর আশা ছিল, তাঁর সন্তান ভালোমতোই পৃথিবীর আলো দেখবে। তাঁকে মা বলে ডাকবে। কিন্তু সবই পথ দুর্ঘটনায় হারিয়ে গেল। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অ্যাম্বুল্যান্স থাকলে হয়তো এমন হত না। ভোরের অন্ধকারে ছোট গাড়িতে করে যাওয়াই শেষপর্যন্ত এতগুলি প্রাণ কেড়ে নিল।

লক্ষ্মীপাড়া চা বাগান এলাকার বাসিন্দা সরস্বতী ওরাওঁ (২৫) নামে এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা মাঝরাতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর কোমর ও পায়ে ব্যথা শুরু হয়। একটি ছোট গাড়ি করে তাঁকে বানারহাট প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পরে রাত আড়াইটে নাগাদ সরস্বতীকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনও অ্যাম্বুল্যান্স না থাকায় কীভাবে মালবাজারে ওই তরুণীকে নিয়ে যাওয়া হবে তা ভেবে ওই পরিবার চিন্তায় পড়ে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নার্স অনুগ্রাহিতা আইন পরিবারের পাশে দাঁড়ান। তিনি ছেলে অমন এক্কাকে (২৭) নিজের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে বলেন। মায়ের কথা মতো অমন ওই অসুস্থ তরুণীর পাশাপাশি তাঁর বাবা ও বোনকে নিয়ে রওনা দেন। মালবাজারে যাওয়ার পথে চালসায় গাড়িটি দুর্ঘটনার মুখে পড়ে। দুর্ঘটনায় অমন, সরস্বতী ও তাঁর বোন তিশা ওরাওঁয়ের (১৯) মৃত্যু হয়। তরুণীর বাবা সুখরামের বড়সড়ো আঘাত না লাগলেও দুই মেয়েকে হারিয়ে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর বৃহস্পতিবার সুখরামকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কালীপুজোর দিন অমনের পৈতৃক বাড়ি বানারহাটের গেন্দ্রাপাড়া ও সরস্বতীর বাপের বাড়ি লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানে শোকের ছায়া নেমে আসে। বাড়ি ফিরে সুখরাম বলেন, 'সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। চোখের সামনে দুই মেয়ের প্রাণ চলে গেল। আমনের পাশে বসে গোটা ঘটনাটি দেখেছি। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যদি অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়া যেত তাহলে হয়তো এত বড় ঘটনা ঘটত না।' এদিন সকাল থেকেই সুখরামের বাড়িতে প্রতিবেশীরা ভিড় জমান। পরিবারের কেউই কথা বলার অবস্থায় ছিলেন না। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এমন অবস্থায় কালীপুজো শুধু নিয়ম রক্ষা। এলাকায় কোনও আনন্দ নেই। স্থানীয়রা আরও জানালেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটাও অ্যাম্বুল্যান্স নেই। তাঁরা দীর্ঘদিন থেকেই অ্যাম্বুল্যান্সের দাবি করছেন। অপরদিকে, গেন্দ্রাপাড়া চা বাগানের টিন লাইনেও অমনদের পৈতৃক বাড়িতে শোকের ছায়া নেমেছে। তাঁর মায়ের সঙ্গে কথা বলা যায়নি। অমনের প্রতিবেশী বিনোদ ওরাওঁ বলেন, 'অমন বানারহাট হাসপাতালের আবাসনেই থাকত। ছোট থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছি। অমন নেই এটা মানতেই পারছি না।'

লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানে মৃত অন্তঃসত্ত্বার বাড়ির সামনে ভিড়। বৃহস্পতিবার।

> প্রায়ই ছোট গাড়িতে করে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। সরস্বতীর ক্ষেত্রে অ্যাম্বুল্যান্স থাকলে হয়তো এমন ঘটনা ঘটত না। দুর্ঘটনায় আহত হলেও ওঁরা হয়তো প্রাণে বেঁচে যেতেন।
>
> **-বিশাল ওরাওঁ,** *লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের বাসিন্দা*

ইসলামপুর হাইস্কুল মাঠে পাঁচ হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ খেলোয়াড়দের। -শুভজিৎ চৌধুরী

পাঁচ হাজার প্রদীপে প্রতিবাদ

ইসলামপুর, ৩১ অক্টোবর : খেলার মাঠে আরজি কর কাণ্ডের বিচারের দাবি তুললেন খেলোয়াড়রা। দীপাবলিতে ইসলামপুর হাইস্কুল মাঠের ক্রিকেট পিচ এবং মাঠজুড়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি প্রদীপ জ্বালিয়ে জাস্টিসের দাবি তুললেন তাঁরা। ইসলামপুর ক্রিকেট অ্যাকাডেমির খেলোয়াড়রা যে পিচে সারা বছর ক্রিকেটের প্রশিক্ষণ নেন, সেই পিচে প্রতিবছর প্রদীপ জ্বালিয়ে দীপাবলি পালন করেন তাঁরা। তবে এবছরের চিত্র অন্যবারের তুলনায় আলাদা।

কয়েকদিন আগে আরজি কর মেডিকেল কলেজে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের বিচারের দাবিতে ক্রিকেট পিচে প্রদীপ দিয়েই 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' লিখে প্রতিবাদ জানানো হয়। এছাড়াও প্রদীপ জ্বালিয়ে মাঠজুড়ে বিভিন্ন স্লোগান তুলে ধরেন তাঁরা। খেলোয়াড়দের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষও এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

ইসলামপুর ক্রিকেট অ্যাকাডেমির কোচ জয়ন্ত চন্দ বলেন, 'কয়েকদিন আগে আরজি করের মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের সকলের বিবেককে নাড়া দিয়েছে। তাই উৎসবের দিনেও অভয়ার বিচারের দাবিতে, এবারের দীপাবলি তাকে উৎসর্গ করেছি।'

ইসলামপুরে রাস্তা চওড়া হলেও সমস্যা পার্কিংয়ে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৩১ অক্টোবর : ইসলামপুর শহরের মাঝ দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের কাজ শেষ। কিন্তু বিতর্ক বেধেছে আধুনিক ফুটপাথ ও তার পরিকল্পনা নিয়ে। কারণ, ফুটপাথ রক্ষায় যে ইট বসানো হচ্ছে তাতে এখনই পার্কিং সমস্যা চরমে উঠেছে। রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে থাকছে বাইক, টোটো ও চারচাকার গাড়ি। শহরজুড়ে পার্কিং নিয়ে চলছে চর্চা। বিষয়টির কথা স্বীকার করেছে পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতি, পুরসভাও। রাজ্য সড়কের পাশে একাধিক স্থানে পার্কিংয়ের জায়গা চিহ্নিত করতে পুরসভা মাঠে নেমেছে বলে চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানান। ব্যবসায়ী সমিতিও পার্কিংয়ের স্থান চূড়ান্তকরণে পুরসভার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে দাবি করেছে।

রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণ শুরু হতেই যানজটের সমস্যা মিটবে বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন শহরের বাসিন্দা সহ ব্যবসায়ীরা। কিন্তু রাস্তা সম্প্রসারিত হয়ে ১০ মিটার হওয়ার পর 'সমস্যা আরও জট পাকিয়েছে' বলে সর্বত্র চর্চা। সড়কের দু'পাশের দোকানগুলিতে আসা ক্রেতাদের যানবাহন সড়ক দখল করে পার্কিং করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। উল্লেখ্য, ফুটপাথ রক্ষায় ইট পোঁতা নিয়েও ব্যবসায়ীদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিবাদ ছড়িয়েছে বলে খবর।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশের মতে, ফুটপাথ গার্ড করার ইট তুলে ফেলা ছাড়া আপাতত কোনও পথ নেই। তবে তার আগে পুরসভা পার্কিংয়ের স্থান চূড়ান্ত করে কাজ শুরু করতে পারলে সমস্যা মিটবে। পুরসভা একাধিক স্থানে রাজ্য সড়কের উভয় পাশে পার্কিং জোন তৈরির পরিকল্পনা করলেও একলপ্তে এত জায়গা কীভাবে জোগাড় হবে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। যদিও পিডব্লিউডি মোড়, চৌরঙ্গি মোড়, পুর টার্মিনাস সংলগ্ন এলাকায় প্রাথমিক স্তরে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে বলে ব্যবসায়ী সমিতির দাবি।

সমিতির সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী বলেন, 'পার্কিং নিয়ে ব্যবসায়ী সহ মানুষের মধ্যে যে চর্চা চলছে তা নিয়ে দ্বিমত নেই। তবে পুরসভার সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে। পার্কিং জোন গড়ে উঠতে পারে বলে বেশকিছু এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। বৃহত্তর স্বার্থে এর বেশি এখনই বিস্তারিত জানানো সম্ভব নয়।' কানাইয়ার কথায়, 'পার্কিং জোন তৈরির জন্য আমরা সড়কের পাশে স্থান চিহ্নিতকরণ শুরু করেছি। বিষয়টি চূড়ান্ত হলেই কাজ শুরু করার পাশাপাশি সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে।'

পার্কিংয়ের ব্যবস্থা না থাকায় ইসলামপুরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যানবাহন।

উপভোক্তার খোঁজে কালঘাম

চোপড়া, ৩১ অক্টোবর : আবাসের তালিকায় নাম থাকলেও তিনশো উপভোক্তার খোঁজে কালঘাম ছুটছে চোপড়া ব্লক প্রশাসনের। প্রশাসন সূত্রের খবর, 'দিদিকে বলো'তে ফোন করে অনেকে আবাসের তালিকায় নাম তুলেছেন ঠিকই। কিন্তু তাঁদের একটি অংশকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক তালিকা ধরে সার্ভে করতে গিয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কর্মীরা ব্লকে মোট ৩০০ উপভোক্তার খোঁজ পাননি। এঁদের অধিকাংশই 'দিদিকে বলো'তে ফোন করে তালিকায় নাম তুলেছিলেন।

প্রশাসন মনে করছে, উপভোক্তাদের একটা অংশ হয়তো পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিনরাজ্যে কর্মরত। তাঁদের কেউ কেউ এরই মধ্যে ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর বদলে ফেলেছেন। যে কারণে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে সার্ভে করা সম্ভব হচ্ছে না।

চোপড়ায় ১২ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক আবাস যোজনার সার্ভে হয়েছে। বৃহস্পতিবারও দু-একটি জায়গায় সার্ভে চলে। তা শেষ হতেই আবার মহকুমা প্রশাসনের তরফে উপভোক্তাদের আইডি ধরে ধরে ফের সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল বলেন, 'তালিকায় নাম থাকা কিছু উপভোক্তার হদিস পাওয়া যায়নি।'

ছটের আগে গমের আকাল নকশালবাড়িতে

নকশালবাড়ি, ৩১ অক্টোবর : ছটপুজোর আগে নকশালবাড়িজুড়ে গমের আকাল দেখা দিয়েছে। ফলে বিপাকে পড়েছেন পুণ্যার্থীরা। এ বছর সরকারিভাবে গম বিলির ব্যবস্থা করা হয়নি। প্রতি বছর দীপাবলির আগেই গ্রাম পঞ্চায়েত কিংবা র‍্যাশনের দোকানে ছট পুণ্যার্থীদের জন্য গম বিলি করা হত। এবার গম না মেলায় অনেককে বিহারে ছুটতে হচ্ছে। ছটপুজোর অন্যতম উপাদান গম। কারণ, গমের আটা থেকে তৈরি হয় ঠেকুয়া। যা আরাধ্য দেবতাকে দেওয়া হয়। তাই, অতীতে দীপাবলি শুরুর আগেই সরকারিভাবে প্রতিটি এলাকায় গম বিতরণ করা হত। আগে র‍্যাশন দোকানগুলিতে গম দেওয়া হত। কিন্তু পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। গত কয়েক বছর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গম বিতরণ করা হয়। এবছর বাজারে গম না থাকায় ছট পুণ্যার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

বিপাকে পুণ্যার্থীরা

দার্জিলিং জেলার খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামক বিশ্বজিৎ বিশ্বাস বলেন, র‍্যাশন দোকানগুলিতে গম বিলির কোনও সরকারি অনুমোদন নেই। এটি অনেকদিন আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই, আমাদের কিছু করণীয় নেই। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, গত কয়েক বছর ধরে র‍্যাশন দোকানগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার গম বিতরণ বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা প্রতি বছর বাজার থেকে গম কিনে পুণ্যার্থীদের মধ্যে বিতরণ করি। কিন্তু এবছর শিলিগুড়ি সহ বহু জায়গায় খোঁজ নেওয়া হয়েছে, কোথাও কাঁচা গমের জোগান নেই। কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশে গম রপ্তানি করায় এই সমস্যা হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। ছটপুজোয় যাতে র‍্যাশনে গম বিতরণের ব্যবস্থা করা হয় এজন্য সাংসদ রাজু বিস্টকে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির এগজিকিউটিভ সদস্য ধর্মেন্দ্র পাঠক বলেন, ছটপুজোর আগে নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি সর্বত্র গম অমিল। অথচ ছটপুজোয় গম খুবই জরুরি। গমের জন্য অনেকেই বিহারে ছুটছেন। সেখান থেকে অনেক বেশি দামে সামান্য গম আনছেন। সরকারকে এজন্য ছটপুজোর আগে গম বরাদ্দ করা জরুরি।

জেলার খেলা

ফের হার জলপাইগুড়ির

জলপাইগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : আন্তঃজেলা টি২০ ক্রিকেটে গ্রুপের শেষ ম্যাচেও জলপাইগুড়ি ৬৯ রানে হারল সিউড়ির বিরুদ্ধে। প্রথমে ব্যাট করে সিউড়ি ৫ উইকেটে ১৫০ রান তোলে। জবাবে জলপাইগুড়ি ১৭ ওভারে ৮১ রানে অল আউট হয়ে যায়।

পর্যবেক্ষক শিলাদিত্য

জলপাইগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট দলের পর্যবেক্ষক মনোনীত হয়েছেন জলপাইগুড়ির প্রাক্তন কৃতী ক্রিকেটার শিলাদিত্য মিত্র। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল এই খবর জানিয়েছেন।

পুজো উদ্বোধন

বাগডোগরা, ৩১ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গোঁসাইপুর নিমতলা পুজো কমিটির কালীপুজোর উদ্বোধন হয়। এলাকার দুই প্রবীণা শিপ্রা দেব এবং বীণাপাণি ঘোষ এর উদ্বোধন করেন। অন্যদিকে, শিবমন্দিরে সাইনাথ মোড়ের পুজোর থিম অরণ্য, বন্যপ্রাণী ও আদিম জনজাতি। এই পুজোর উদ্বোধন করেন মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রাক্তন আমলা গোপাল লামা। এদিকে, মাটিগাড়ার থানা মোড়ের পুজোয় এদিন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

কালীপুজোয় জনসংযোগে তৃণমূল নেতারা

জলপাইগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : বারোয়ারি পুজো মানেই বহু মানুষের ভিড়। একসঙ্গে বহু মানুষকে নাগালে পেলে সেই সুযোগে জনসংযোগ তৈরি তৃণমূলের বহু পুরোনো কৌশল। বৃহস্পতিবার কালীপুজোর সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত অবধি তৃণমূলের নেতারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন জনসংযোগে। শহর জলপাইগুড়িতে কাতারে কাতারে মানুষ বড় বড় পুজোমণ্ডপগুলিতে প্রতিমা দেখতে আসছেন। সেখানে মণ্ডপের প্রবেশপথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকছেন তৃণমূল নেতারা। দর্শনার্থীদের সঙ্গে দীপাবলির শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন।

জলপাইগুড়ি ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউটের মাঠে শহরের সবচেয়ে বড় ৫০ লক্ষ টাকা বাজেটের পুজো করছেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা সৈকত চট্টোপাধ্যায়। উদ্বোধনে কার্যত চাঁদের হাট বসেছিল। সমাজের নানা স্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। মণ্ডপ চত্বর জনসমুদ্রের আকার নেয়।

৪ নম্বর গুমটির দাদাভাই ক্লাবের প্রধান তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, বাজেট ৪০ লক্ষ টাকা। মণ্ডপে প্রতিমা দেখতে অতীতে এত মানুষ খুব কম দেখা গিয়েছে। মণ্ডপের প্রবেশপথে দীর্ঘক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় সারেন তপন।

প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান মোহন বসু বহুদিন ধরে জলপাইগুড়ি বেগুনটারিতে কালীপুজো করছেন। গত দুই বছর ধরে তিনি অসুস্থ। এদিন দেখা গেল মোহনবাবুর অনুগামীরা মণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শনার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ে ব্যস্ত। নবারুণ সংঘের পুজোর মূল উদ্যোক্তা শহর লাগোয়া অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজেশ মণ্ডল। বাজেট ৪০ লক্ষ টাকা। মণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে জনসংযোগে ব্যস্ত রাজেশ।

সেজে উঠেছে জলপাইগুড়ির দেবী চৌধুরানি মন্দিরের কালী প্রতিমা।

নয়া পদ্ধতিতে আলুবীজ উৎপাদন

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৩১ অক্টোবর : কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গে এপিকাল রুটেড কাটিং (এআরসি) পদ্ধতিতে আলুবীজ উৎপাদনে পরিদর্শন করে গেলেন আন্তর্জাতিক আলু গবেষণাকেন্দ্রের কেনিয়া শাখার বিশেষজ্ঞরা। ওই কৃষিবিজ্ঞানীরা সোম ও মঙ্গলবার দু'দিন ধরে জলপাইগুড়ি ও পাহাড়ে এআরসি পদ্ধতির অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। সেইসঙ্গে এখানকার কৃষিকর্তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শও দিয়েছেন তাঁরা। দলটিতে ছিলেন ডঃ অ্যালি এটিয়েনো, ডঃ কল্পনা শর্মার মতো নাইরোবি থেকে আগত কৃষিবিজ্ঞানীরা।

রাজ্যের অতিরিক্ত কৃষি অধিকর্তা (সাধারণ) প্রবীর হাজরা বলেন, 'এআরসি পদ্ধতিতে তৈরি আলুবীজ শুধু খরচ সাশ্রয়ীই নয়, ভাইরাসমুক্তও। আলু চাষে এই নয়া প্রকল্প উত্তরবঙ্গে নতুন দিগন্ত দেখাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।' কেনিয়ার বিজ্ঞানীদের পরামর্শে এখানকার এআরসি পদ্ধতির কাজে আরও গতি আসবে বলেই মনে করেন জলপাইগুড়ি সদর মহকুমার সহ কৃষি অধিকর্তা (বিষয়বস্তু) ডঃ মেহফুজ আহমেদ।

কম খরচে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে এআরসি পদ্ধতিতে আলুবীজ উৎপাদনের ওপর রাজ্য সরকার জোর দিয়েছে। মূল লক্ষ্য, আলুবীজের ওপর ভিনরাজ্যের প্রতি নির্ভরশীলতা কমিয়ে শূন্যে নিয়ে আসা। পাশাপাশি স্থানীয় চাষিদের আয়ের পথ প্রশস্ত করা।

এই পদ্ধতিতে একেকটি আলুর চারা তৈরিতে গড় খরচ মাত্র ১ টাকা। আন্তর্জাতিক আলু গবেষণার সঙ্গে যৌথভাবে এই নয়া প্রকল্পটি শুরু হয়েছে। এজন্য জলপাইগুড়ির মোহিতনগরের কৃষিখামারে একটি বিশ্বমানের ল্যাবরেটরিও তৈরি করা হয়েছে। সেটিকে আলুবীজ তৈরির সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। সেখানেও কৃষিবিজ্ঞানীরা যান। এরোপোনিক ও নিউট্রেন্ট ফ্লিমের মতো জল ও মাটি ছাড়া চাষের আধুনিক প্রযুক্তির ওপরও আলোচনা করেন তাঁরা।

পরিদর্শনে কেনিয়ার বিশেষজ্ঞরা

এআরসিতে আলু গাছের উপরিভাগের বর্ধনশীল অংশ প্রথমে কেটে নেওয়া হয়। এরপর টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে ছোট চারা বা মাইক্রোপ্ল্যান্ট তৈরি করা হয়। পরে কোকোপিটে তৈরি হয় আরেক দফার চারা। গাছের বয়স দু'মাস হলে তা মাটিতে রোপণ করা হয়। সেখান থেকে আলুর বীজ মেলে। মোহিতনগরের কৃষিখামারে টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরির পাশাপাশি এআরসির জন্য বীজের গুণগতমান যাচাইয়ের আলাদা ল্যাবরেটরিও তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে চাষিদের জন্য থাকছে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও।

মোহিতনগরের কৃষিখামারে কাজকর্ম খতিয়ে দেখছেন কেনিয়ার বিজ্ঞানীরা।

প্রতিষ্ঠা দিবস

শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : সিপিআই-এর শ্রমিক সংগঠন এআইটিইউ'র ১০৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হল শিলিগুড়িতে। বৃহস্পতিবার শহরের খালপাড়ায় অবস্থিত সংগঠনের অফিস প্রাঙ্গণে এই দিনটি পালন করা হয়। এছাড়াও সেখানে প্রাক্তন সাংসদ গুরুদাস দাশগুপ্তর পঞ্চম প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ মৈত্র, সুরিন্দর রায় সহ অনেকে।

আলোর উৎসবে ঝলমলে দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মন্দির। ছবি- আবির চৌধুরী

আবাস যোজনার টাকা আগামী বছরের গোড়ায়?

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : আবাস যোজনার তালিকা তৈরির চলতি সমীক্ষা নিয়ে জেলায় জেলায় শাসকদল তৃণমূলের লোকেরা অভিযোগে জড়িয়ে পড়ছেন। এই নিয়ে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে নির্দিষ্ট সময় মতো চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা নিয়ে রীতিমতো সংশয় তৈরি হয়েছে নবান্ন প্রশাসনের অন্দরে। এখনই সরকারিভাবে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা না হলে ডিসেম্বরে প্রথম কিস্তির টাকা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্নও উঠে গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার নবান্ন প্রশাসন সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনওরকম টালবাহানা বা অস্থিরতা বরদাস্ত করতে চান না। আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র না দিলেও রাজ্য সরকারই দেবে বলে অনেক আগেই থেকেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন তিনি। এখন কোনওভাবে কথার খেলাপ চান না মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই রাজ্যে এই আবাস তৈরির সমীক্ষা নিয়ে দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা সহ কয়েকটি জেলায় শাসকদলের লোকেরা জড়িয়ে পড়ায় চরম ক্ষুব্ধ তিনি। বিশেষ করে দলের সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী, নেতা ও পদাধিকারীরা জড়িয়ে পড়ার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূলের শীর্ষ নেতাদের কাছেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

দলের লোকেদের বিরুদ্ধে আবাস দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। জেলায় জেলায় সমীক্ষার কাজে নিযুক্ত সরকারি আধিকারিকরাও বাধা পাচ্ছেন বলে অভিযোগ। দু-একটি জেলায় আইনশৃঙ্খলার অবনতির ঘটনাও ঘটেছে। ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে ডেকে পাঠিয়ে খোঁজখবরও নিয়েছেন। জেলা প্রশাসনের কর্তা-ব্যক্তিদের মুখ্যসচিবের কড়া নির্দেশ, আবাস যোজনার তালিকা থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না হন।

পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, সাড়ে ১১ লক্ষ উপভোক্তার তালিকা তৈরি হচ্ছে। স্বচ্ছতা রাখতে বারবার সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। আশা করা যায়, সময় মতোই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে। মন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রী চান সময়েই মানুষের হাতে টাকা তুলে দিতে। আশা করা যায়, খুব বেশি হলে আগামী বছরের গোড়ায় টাকা দেওয়া যাবে।

মোদির নিশানায় ‘বিকৃত শক্তি’

দীপাবলিতে জওয়ানদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী

কেভাডিয়া, ৩১ অক্টোবর : দীপাবলিতেও রাজনৈতিক আক্রমণের রাস্তা থেকে সরলেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার দীপাবলির পাশাপাশি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনও ছিল। জাতীয় একতা দিবস উপলক্ষ্যে গুজরাটের কেভাডিয়ায় স্ট্যাচু অফ ইউনিটির কাছে একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন মোদি।

কংগ্রেস, নেহরু-গান্ধি পরিবার এবং ইন্ডিয়া জোটের নাম না করে নমো বলেন, ‘কিছু বিকৃত শক্তি ভারতের উত্থানে চিন্তিত। ভারতের ভিতরে এবং বাইরে এই সমস্ত লোকজন দেশে অস্থিরতা এবং নৈরাজ্য তৈরির চেষ্টা করছেন। তাঁরা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের ভুল বার্তা দিতে চান। তাঁরা দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে নিশানা করেন। ভুল তথ্য দিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন।’

এদিন কেভাডিয়ায় স্ট্যাচু অফ ইউনিটির অনুষ্ঠানের পর কচ্ছের ভারত-পাক সীমান্তের কাছে স্যর ক্রিকের লাক্কি নালায় বিএসএফ, সেনা, নৌসেনা এবং বায়ুসেনার আধিকারিকদের সঙ্গে দীপাবলি পালন করেন প্রধানমন্ত্রী। জওয়ানদের মিষ্টিমুখ করান তিনি। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে গত ১০ বছর ধরে সেনা জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি পালন করেন মোদি। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটল না।

সংবিধান রক্ষা, জাতভিত্তিক সংরক্ষণ নিয়ে কংগ্রেসের যাবতীয় প্রচারের বিরোধিতা করতে নমো বলেন, ‘জাতের নামে ওঁরা মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছেন। ওঁরা ভারতকে উন্নত হতে দিতে চান না। কারণ, ওঁদের কাছে গরিব এবং দুর্বল ভারতের রাজনীতি জরুরি। তাই ওঁরা সংবিধানের নামে দেশকে ভাঙতে চাইছেন। এই শহুরে নকশালদের জোটকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে।’

মোদির কথায় এদিন উঠে এসেছে এক দেশ, এক ভোট

> কিছু বিকৃত শক্তি ভারতের উত্থানে চিন্তিত। ভারতের ভিতরে এবং বাইরে এই সমস্ত লোকজন দেশে অস্থিরতা এবং নৈরাজ্য তৈরির চেষ্টা করছেন।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গও। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আধারের মাধ্যমে এক দেশ, এক পরিচয় গড়ে উঠেছে। এটা নিয়ে এখন সারাবিশ্বে আলোচনা চলছে। আমরা জিএসটির মাধ্যমে এক দেশ, এক কর চালু করেছি। আমরা আয়ুষ্মান ভারতের মাধ্যমে এক দেশ, এক স্বাস্থ্যবিমা এনেছি। এবার আমরা এক দেশ, এক ভোট চালু করতে চলেছি। যা গণতন্ত্রকে মজবুত করবে এবং সম্পদের সদ্ব্যবহার হবে। ভারত এক দেশ, এক দেওয়ানি বিধির রাস্তাতেও এগোচ্ছে।’ ‘সর্দার প্যাটেলের প্রশংসা করতে গিয়ে মোদি বলেন, ‘স্বাধীনতার ৭০ বছর পর আমরা এক দেশ, এক সংবিধানের অঙ্গীকার পূরণ করেছি। সর্দার সাহেবকে এটাই আমার সবথেকে বড় শ্রদ্ধার্ঘ্য।’

মোদির বক্তব্যের সমালোচনা করে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যা বলেন, তা তিনি করেন না। কারণ, একসঙ্গে ভোট করানোর বিষয়টি যখন সংসদে আসবে তখন ওঁকে সবাইকে সঙ্গে নিতে হবে। কিন্তু এটা সম্ভব নয়। এক দেশ, এক ভোট অসম্ভব ব্যাপার।’

স্যর ক্রিক সীমান্তে জওয়ানদের মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন মোদি। বৃহস্পতিবার কচ্ছে।

আলোর উৎসবেও প্রতিবাদের সুর

প্রস্তাব ফেরালেন অভয়ার বাবা-মা

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব ফেরালেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। বুধবার গভীর রাতে সোদপুরে নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে দিল্লি যাওয়ার বিষয়ে তাঁদের মনোভাব জানতে চান বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল ও কৌস্তভ বাগচী। কিন্তু সেই প্রস্তাবে সাড়া দেননি তাঁরা।

সম্প্রতি সরকারি ও দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে ২ দিনের জন্য রাজ্যে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সফরের মুখে, তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। কিন্তু শেষপর্যন্ত অমিত শা দেখা করেননি। রাজ্যে এসে আরজি কর নিয়েও কোনও বার্তা দেননি তিনি। অমিত শা’ দেখা না করায় তৃণমূলের কটাক্ষের মুখে পড়তে হয় বিজেপিকে। দলের অভ্যন্তরেও অস্বস্তিতে পড়ে বিজেপি। তবে হতাশ হন নির্যাতিতার বাবা-মা।

বিচারের দাবিতে আন্দোলন যে আগের চেয়ে অনেকটাই স্তিমিত তা স্বীকার করে নির্যাতিতার মা জোরের সঙ্গে বলেন, ‘আন্দোলন থামবে না। এবার আমরাই আন্দোলনে নামব। বিচার আমাদের পেতেই হবে।’ তিনি বলেন, ‘সবাই বলল বিচার চাই। কিন্তু সেই বিচার কীভাবে আসবে, তা কেউ বলল না।’ নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগ, প্রিন্সিপাল ব্যবস্থা নেওয়ার পরেও থ্রেট কালচারে যুক্ত জুনিয়ার ডাক্তাররা পার পেয়ে গেল। জুনিয়ার ডাক্তারদের নতুন সংগঠন নিয়েও ক্ষোভপ্রকাশ করেন তিনি।

দুর্গাপুজোর পর দীপাবলিতেও উৎসবে না ফেরার পথে হাঁটলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। এই আলোর উৎসবে তাঁরা দেশজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি জারি রাখলেন। রঙ্গোলি এঁকে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ জানালেন তাঁরা। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট-এর আহ্বানে বৃহস্পতিবার রাত ৯টা থেকে ৯.১৫ মিনিট পর্যন্ত ঘরের আলো নিভিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। প্রতিবাদে শামিল হন সাধারণ মানুষও। চলমান আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে ফানুস ওড়ানো হয়। এদিনই জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনকে নকশাল ও সিপিএমের আন্দোলন বলে কটাক্ষ করেন কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘ডাক্তারদের যে আন্দোলন হল তাতে বিজেপি বিশেষ জায়গা পায়নি। আন্দোলন দখল করে নেয় নকশাল ও সিপিএম। রাজ্য সরকারকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে ডাক্তার তৈরি করতে হয়। আজকে তাঁরা সরকারি কাজ না করে আন্দোলন করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬ দিন অনশন করেছিলেন। এখানে দামি দামি খাবার চলে আসছে। কত কোটি টাকা তুলেছে খাবারের জন্য। ১১টা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়েছে খাবারের জন্য। বলছে আন্দোলন হচ্ছে, আসলে আন্দোলনের নামে কী হচ্ছে? কীসের আন্দোলন? হাসপাতালে গেলে চারদিকে দালাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড় বড় ডাক্তারের দালাল। আসলে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে।’

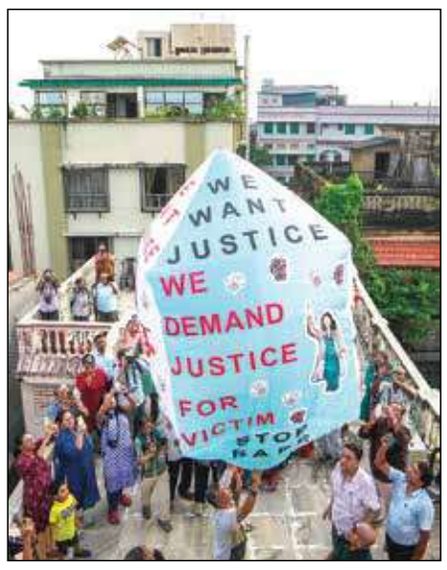

অভয়ার বিচার চেয়ে ফানুস উড়ল কলকাতায়।

মহিলাদের যোগদানে স্বস্তিতে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : পুজোর পর জেলায় জেলায় দলের বিজয়া সম্মিলনিতে মহিলাদের জমায়েত দেখে স্বস্তিতে শাসকদল তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব। তৃণমূলের ভোটভাণ্ডারে লক্ষ্মীদের সংখ্যা যে অটুট রয়েছে, এতেই আপাতত নিশ্চিন্তে তাঁরা। আরজি করের নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতা সহ জেলা, মফসসলে যেভাবে মহিলারা রাস্তায় নেমেছিলেন, তাতে তৃণমূলের অন্দরে একটা উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। সম্প্রতি রাজ্যের তৃণমূল নেতারা বিভিন্ন জেলায় গিয়ে বিজয়া সম্মিলনিতে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী সর্বত্র বিজয়া সম্মিলনিতে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদেরই যোগদান ছিল চোখে পড়ার মতো। এই ব্যাপারে রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের দাবি, ‘বিজয়া সম্মিলনিগুলিতে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল দুই-তৃতীয়াংশ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি বাংলার মহিলাদের সমর্থন ও আস্থা যে অটুট রয়েছে, এটা তারই প্রতিফলন।’ যদিও বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পলের দাবি, তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনিতে যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁরা ওই দলেরই ক্যাডার।

মূক ও বধির মহিলাকে ধর্ষণ

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : ফের মূক ও বধির মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে। এই ঘটনায় তাঁর প্রতিবেশীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ উঠেছে, ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিলেন স্থানীয় ওই পঞ্চায়েত সদস্য। যদিও এই অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার ওই মহিলা বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় তাঁকে কিছুটা দূরে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে উদ্ধার করেন স্থানীয় লোকজন। তারপরই থানায় খবর দেওয়া হয়। রাতেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। যদিও ওই মহিলার পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ২ লক্ষ টাকায় বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে। গত ৪ অক্টোবর ৯ বছরের এক বালিকার ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়েছিল জয়নগর। ফের ধর্ষণের ঘটনায় ওই এলাকায় মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ধর্নায় বসলেন সাব-ইনস্পেকটর

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : কলকাতা পুলিশের বন্দর এলাকার নাদিয়াল থানার ওসির বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে বৃহস্পতিবার সকালে ধর্নায় বসলেন ওই থানারই কর্তব্যরত এক মহিলা সাব - ইনস্পেকটর। পুলিশ ব্যারাকে ঘর বণ্টনকে কেন্দ্র করে ওসির সঙ্গে তাঁর বিরোধ তৈরি হয় বলে অভিযোগ। সোমা তরফদার নামে ওই সাব-ইনস্পেকটরের দাবি, তিনি ছুটিতে থাকাকালীন তাঁর ঘর ‘দখল’ হয়ে যায়। ওই ঘরে অন্য কয়েকজনকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বুধবারই তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে ওসির বাকবিতণ্ডা হয়। এরপর তাঁকে ক্লোজ করা হয়। যদিও ওসির দাবি, তিনি আগে ওই ঘরে একা থাকলেও ওই থানায় আরও কয়েকজন নতুন মহিলা পুলিশকর্মী এসেছেন। তাঁদের থাকার জন্যই এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তবে এই ঘটনায় বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই ওই মহিলা সাব—ইনস্পেকটর মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর, কলকাতার পুলিশ কমিশনার, ডিসি (বন্দর) ও ডিসি (মহিলা)র কাছে ই- মেল পাঠিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন।

‘গারবেজ’ ট্রাকে ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৩১ অক্টোবর : দরজায় কড়া নাড়ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভোট। শেষবেলায় পাল্লা দিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস এবং তাঁর রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর সেই প্রচারের সূত্রেই আমেরিকার রাজনীতিতে ঝড় তুলেছে গারবেজ (আবর্জনা) বিতর্ক। যে বিতর্ক উসকে দিয়ে বুধবার উইসকনসিনে একটি আবর্জনা বোঝাই ট্রাক চালিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর পরনে ছিল সাফাইকর্মীর পোশাক। ট্রাকে বসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন তিনি। কমলা হ্যারিসের পাশাপাশি কটাক্ষ করেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে।

ঘটনার সূত্রপাত দিনকয়েক আগে ট্রাম্পের সহযোগী টনি হিঞ্চফ্লিকের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। আমেরিকার অংশ পুয়ের্তো রিকোকে আবর্জনার স্তূপ বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। হিঞ্চফ্লিকের মন্তবের জবাব দিতে গিয়ে বাইডেন বলেন, ‘আমার তো মনে হয় ওঁর সমর্থকরাই আবর্জনা।’ ট্রাম্পের অনুগামীরা দাবি করেন, সব রিপাবলিকান সমর্থককে আবর্জনা বলেছেন বাইডেন। শোরগোল শুরু হওয়ায় মন্তব্যের ব্যাখ্যা দেন প্রেসিডেন্ট। হোয়াইট হাউস থেকে জারি করা বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, রিপাবলিকান সমর্থক নয়, হিঞ্চফ্লিকের সমর্থকদের আবর্জনা বলেছেন বাইডেন।

এদিকে বিতর্ক থেকে দূরে থাকার কৌশল নিয়েছেন কমলা হ্যারিস। তবে ট্রাম্প যে বাইডেনের মন্তব্যকে সামনে রেখে রিপাবলিকান ভোট একজোট করার চেষ্টা করছেন, গারবেজ ট্রাকে সওয়ার হওয়ার ঘটনায় সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

ওয়াশিংটন, ৩১ অক্টোবর : রাশিয়াকে সহায়তার অভিযোগে ৩৯৮টি সংস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল আমেরিকা। এর মধ্যে ৪টি ভারতীয় সংস্থা রয়েছে। এগুলি হল- অ্যাসেন্ড অ্যাভিয়েশন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ফুটরেভো, সাহরিয়া লাইফ সাইন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড এবং মাস্ক ট্রান্স।

মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, ইউক্রেনে অভিযানরত রুশ সেনাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করার কারণে বিদেশি সংস্থাগুলিকে নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হয়েছে। ভারত ছাড়াও রাশিয়া, চিন, তুরস্ক, সুইৎজারল্যান্ডের মতো মোট ১২টি দেশের সংস্থা আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা-তালিকায় রয়েছে।

উড়ান বাতিল

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : রক্ষণাবেক্ষণের কারণে বিমান ঘাটতির জন্য এয়ার ইন্ডিয়া নভেম্বর ও ডিসেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রগামী ৬০টি উড়ান বাতিল করল।

কানাডার অভিযোগে উদ্বিগ্ন আমেরিকা

ওয়াশিংটন ও অটোয়া, ৩১ অক্টোবর : খালিস্তানপন্থী জঙ্গি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরকে খুনের ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র হাত রয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ আনেন ট্রুডোর উপবিদেশমন্ত্রী ডেভিড মরিসন। মরিসনের দাবি, নিজ্জর সহ কানাডার খালিস্তানপন্থীদের খুনের জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন খোদ শা। এই ব্যাপারে ভারতের তরফে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কোনও বিবৃতি জারি করা না হলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমেরিকা।

মার্কিন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেন, ‘এই ধরনের অভিযোগ উদ্বেগজনক। আমরা কানাডার সঙ্গে এব্যাপারে আলোচনা করব।’ ঘটনাচক্রে এদিনই আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। সেখানে কানাডা প্রসঙ্গ ওঠেনি। আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ নিয়ে দুই কর্তার কথা হয় বলে কূটনৈতিক সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

নোটিশ পাঠাবে সেনাবাহিনী

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, সেনাবাহিনী সম্পর্কে কোনও ভুয়ো অথবা আপত্তিকর পোস্ট করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সরাসরি নোটিশ পাঠাতে পারবে ভারতীয় সেনা। এতদিন এই পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিন এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের মাধ্যমে করতে হত সেনাকে। সূত্রের খবর, তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৭৯ (৩) ধারার আওতায় নোটিশ পাঠানোর অধিকার দেওয়া হয়েছে

সামাজিক মাধ্যমে আপত্তিকর পোস্ট

সেনাবাহিনীকে। এজন্য সেনার স্ট্র্যাটেজিক কমিশনের এডিজি পদমর্যাদার এক আধিকারিককে নোডাল অফিসার হিসাবে চিহ্নিত করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। এখন থেকে সামাজিক মাধ্যমে আপত্তিকর পোস্ট নজরে এলে বাহিনী নোটিশ পাঠাতে পারে। পোস্টকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। এমনকি পোস্টটি মুছে ফেলার নির্দেশও দিতে পারে। পোস্টকর্তা যদি সেই নির্দেশ মানতে রাজি না হন, সেক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা যেতে পারে তা নিয়ে অবশ্য ধোঁয়াশা রয়েছে।

লাদাখ সীমান্তে ফের সেনা টহল

লে ও তেজপুর, ৩১ অক্টোবর : লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন ডেপসাং, ডেমচকে ভারত ও চিনা সেনা টহল ৪ বছর পর ফের শুরু হল। টহলদারি চলছে দিনের বেলায়। দীপাবলি উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সীমান্তের একাধিক পয়েন্টে ভারতীয় ও চিনা সেনা পরস্পরকে মিষ্টি দিয়েছেন।

সেনাটহল দুই পড়শি দেশের মধ্যে চাপানউতোর কমার ইতিবাচক বার্তা বটে, কিন্তু প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং দিল্লি, বেজিং সম্পর্কে মসৃণতা আনতে আরও কিছু চান। তিনি ডেপসাং ও ডেমচকের পশুপালকদের মেষচারণ শুরু করানোর মতো পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ওপরেও জোর দিয়েছেন। তেজপুরে এক অনুষ্ঠানে তিনি অবশ্য এও বলেছেন, এজন্য আরও কিছুটা সময় দরকার।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং আলোর উৎসব দীপাবলি বুধবার অসমের তেজপুরে সেনাসদরে উদযাপন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী সহ একাধিক সেনা আধিকারিক।

ভারত ও চিনের মধ্যে সামরিক সমঝোতা অনুযায়ী, দু’দিন আগে ডেপসাং ও ডেমচক থেকে সম্পূর্ণ সেনা সরিয়েছে দিল্লি ও বেজিং। গত চার বছর ধরে ভারত ও চিনের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে যে চাপানউতোর চলছিল, তা কমানোর ব্যাপারে এটি এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

ভারতীয় ও চিনা সেনারা দীপাবলিতে ঐতিহ্যগতভাবে পরস্পরকে মিষ্টি বিতরণ করে থাকেন। বিগত বছরগুলির মতো এবার কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়নি। মিষ্টি দেওয়ার মধ্যে দিয়ে সেনাদের পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা, সহযোগিতা ও শ্রদ্ধার বার্তাটি উঠে এসেছে।

শত্রুতা ভুলে চিনা ফৌজকে দীপাবলির উপহার ভারতীয় সেনার। লাদাখে।

সাংবাদিককে কুপিয়ে খুন

ফতেপুর, ৩১ অক্টোবর : যোগীরাজ্যে ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে খুন হতে হল এক সাংবাদিককে। তাঁর নাম দিলীপ সাইনি (৩৮)। ওই সাংবাদিককে বাঁচাতে গিয়ে জখম হয়েছেন তাঁর বন্ধু শাহিদ খানও। তিনি বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের নেতা। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের ফতেপুর জেলায়। বুধবার রাতে দিলীপ ও শাহিদ খাওয়ার সময় তাদের ওপর চড়াও হয় আততায়ীরা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে দিলীপকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। পুলিশ জানিয়েছে, যারা হামলা চালিয়েছে তারা সকলেই দিলীপের পূর্বপরিচিত। শাহিদ খান বলেন, ‘আমরা ঘরে একসঙ্গে খাচ্ছিলাম। হঠাৎ দিলীপের কাছে একটি ফোন আসে। তারপর আক্রমণকারীরা ভিতরে ঢুকে দিলীপকে ছুরি দিয়ে কোপাতে শুরু করে। আমি তাদের বাধা দিলে আমাকেও ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়। গুলিও চালানো হয়।’ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

১ কোটির ঘড়ি উপহার

চণ্ডীগড়, ৩১ অক্টোবর : কাজ নির্দিষ্ট সময়ের আগে শেষ হওয়ায় এক কোটি টাকার রোলেক্স ঘড়ি উপহার পেলেন ঠিকাদার রাজেন্দ্র সিংহ রূপরা। ঘড়িটি ১৮ ক্যারেট সোনার। ব্যবসায়ী গুরদীপ দেব বাথ ঠিকাদারকে উপহারটি দিয়েছেন। পঞ্জাবের জিকারপুরে ৯ একর জমির ওপর অত্যাধুনিক দুর্গের মতো সুদৃশ্য ভবন নির্মাণের দায়িত্ব পেয়ে ঠিকাদার রাজেন্দ্র ২০০ শ্রমিক কাজে লাগান। বিস্মিত ব্যবসায়ী বলেছেন, এর জন্য ঠিকাদারের পুরস্কার পাওয়া উচিত। তারপরই পুরস্কার দেওয়া হয়।

জেলে বসে বিচারাধীন বন্দির বিয়ে

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : জেলে বসে গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের কাজকর্ম নিয়ে আগেই প্রশ্ন উঠেছিল। একজন বিচারাধীন বন্দি কীভাবে নজরদারিতে থাকার পরও এতটা প্রভাবশালী হতে পারে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে হাইকোর্টও। সম্প্রতি রাজ্যের কারাগারগুলিতে মহিলা বন্দিদের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার ঘটনাও সামনে আসায় কারাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও প্রশ্নের মুখে। এবার জেলে বন্দি থাকাকালীন বিয়ের নামে প্রতারণার ফাঁদ পাতার অভিযোগ উঠেছে। মামলা গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। ঘটনাটিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় জানতে চেয়েছেন একজন বিচারাধীন বন্দি জেলে বসে কীভাবে সমাজমাধ্যম ব্যবহার করে এই কাজ করছে।

অভিযুক্তের নাম রাকেশ রায় চৌধুরী। তিনি ২০২১ সাল থেকে জেলবন্দি। কিন্তু জেলে বসে প্রতারণার ফাঁদ পেতে বিয়ে সেরে ফেলেছেন অভিযুক্ত। এই ঘটনাতেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিযোগকারিণী। তাঁর আইনজীবী অর্কপ্রতিম চৌধুরী

নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন বিচারপতির

আদালতে জানান, সমাজমাধ্যমে ওই মহিলার সঙ্গে আলাপ হয় রাকেশের। নিজেকে জমিদার পরিবারের ও অভিজাত ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দিয়ে ঘনিষ্ঠতা তৈরি করেন। তাঁকে ব্যারাকপুর আদালতে হাজির করানোর সময় আগে থেকেই ওই মহিলাকে আদালত চত্বরে থাকতে বলেছিলেন অভিযুক্ত। ওইসময় আদালতের কাছে একটি মন্দিরে মহিলাকে বিয়ে করেন রাকেশ। তিনি অভিযুক্ত মহিলাকে জানিয়েছিলেন, বন্দুকের নল পরিষ্কার করতে গিয়ে ভুলবশত গুলি চালানোর ঘটনায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শীঘ্রই জামিন পেয়ে যাবেন। পরে প্রতারিত মহিলা জানতে পারেন, রাকেশের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও ধর্ষণ সহ ৮৬টি মামলা রয়েছে। মূলত বিবাহবিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে টাকা হাতাতেন তিনি। এমনকি নিজেকে সিআইডি ও রাজ্যের উচ্চপদস্থ আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে লালবাতির গাড়ি করে ঘোরার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, ‘উত্তর ২৪ পরগনার এই ঘটনা অনেক পুরোনো। আমরা কয়েকদিন আগেই প্রতিটি জেল সুপারকে নিরাপত্তা আরও বাড়ানোর নির্দেশিকা পাঠিয়েছি। আমাদের দপ্তরও এই নিয়ে নজরদারি চালাচ্ছে।’ অভিযুক্ত প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বন্দি। এখনও পর্যন্ত কোনও মামলায় তাঁর জামিন হয়নি। তখনই বিচারপতি বিস্ময় প্রকাশ করে মন্তব্য করেন, কীভাবে জেলে থেকে সমাজমাধ্যম ও ফোন ব্যবহার করেন অভিযুক্ত? জেল কর্তৃপক্ষের থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেন বিচারপতি।

শুক্রবার, ১৫ কার্তিক ১৪৩১, ১ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৬২ সংখ্যা

আবাসে ভোটের অঙ্ক

মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলবে। অতঃপর হইচই পড়ে গিয়েছে। বাড়ি নির্মাণের টাকা দেবে সরকার। এ টাকা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় নয়। অর্থ জোগাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। কেন্দ্রীয় প্রকল্পটিতে হাজার হাজার অনিয়মের অভিযোগ ছিল বাংলায়। কেন্দ্র তাই বরাদ্দ বন্ধ করে রেখেছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবাদে আন্দোলনকে কেন্দ্র বিরোধিতার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। দিল্লি না দিক, রাজ্য সরকার বরাদ্দ দেবে বলে আগ বাড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন।

অভিষেকের সেই ইচ্ছায় সায় দিয়েছেন মমতা। কোষাগারে এই অর্থের সংস্থান কোথা থেকে হবে জানা নেই। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পর দান খয়রাতির আরেকটি মেগা প্রোজেক্ট। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবাদে ইভিএমে উপচে পড়ে গৃহলক্ষ্মীদের আশীর্বাদ। অন্তত তৃণমূলের ধারণা সেরকমই। বিরোধী দলগুলিও সেই ধারণাকে অস্বীকার করতে পারে না। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ইভিএমে ঘাসফুলের সুরক্ষা আরও নিশ্চিত করতে ঢেলে আবাস নির্মাণ একেবারে পাকা মাথার সুচিন্তিত পরিকল্পনা।

কলকাতা বাদ দিলে বাংলার শহরাঞ্চলে তৃণমূলের ওপর আস্থা টাল খেয়েছে অনেকদিন। আগের ভোটগুলিতে সেই প্রবণতা স্পষ্ট। আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসকের খুন পরবর্তী পরিস্থিতি কলকাতাতেও জোড়াফুলের ভোট ব্যাংকে বড় ধাক্কা দিয়েছে। সেই ফাটল সহজে মেরামত হওয়ার নয়। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাওয়ের সেই পুরোনো চিনা কৌশলে গ্রামাঞ্চলে সমর্থনের ভিত আরও পোক্ত করতে তাই মরিয়া তিনি।

বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য কোষাগারের দ্বার খুলে দেওয়া সেই মরিয়া প্রয়াসের অঙ্গ। এজন্য তৃণমূল সরকার বিধানসভার অনুমতি পর্যন্ত নেয়নি। যথেচ্ছ খয়রাতি দিয়ে ভোট কিনতে তিনি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের পালটা ঝাঁপি খুলে বসলেন। শুধু তাই নয়, আবাস বরাদ্দে কেন্দ্রীয় শর্তের আর বালাই থাকল না। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তিনি ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার জন্য খুলে দিয়েছেন।

আবাসে ততটা না হলেও আর হতদরিদ্রের সীমারেখা থাকল না। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, মানবিক দৃষ্টিতে মাথা গোঁজার ঠাঁই নির্মাণ। আরজি করে চিকিৎসক হত্যার ন্যায়বিচারের হইচই ছাপিয়ে এখন বাংলাজুড়ে আবাস পাওয়ার তাগিদে শোরগোল বেশি। তালিকা তৈরিতে দুর্নীতি, পক্ষপাতের অভিযোগ উঠতে তড়িঘড়ি 'রি-চেকে'র (পুনঃসমীক্ষা) ঘোষণা করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরোনো তালিকায় উপভোক্তাদের ২১.৪৩ শতাংশের নাম বাদ যাওয়ায় রাজ্যজুড়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ায় উদ্দেশ্য মাঠে মারা যাওয়া ঠেকাতে এই সিদ্ধান্ত।

তাতেও পরিস্থিতি সামলানো যাবে কি না, সন্দেহ আছে। মমতা নির্দেশ দিয়েছেন বটে, এই সমীক্ষায় তাঁর দলের লোকেরা নাক গলাতে পারবে না। বাস্তবে নীচুতলায় তৃণমূল নেতাদের চাপ উপেক্ষা করা প্রশাসনের পক্ষে কার্যত অসম্ভব। ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আবাস বরাদ্দ করে দেওয়ার নাম করে তোলাবাজির অভিযোগ আসছে চারদিক থেকে। বিরোধীরা মমতার এই আবাস কৌশলের সামনে কিছুটা ব্যাকফুটে যাওয়ার পর ওই অভিযোগকে অস্ত্র করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সরকারি সমীক্ষক দলকে ঘেরাও করে রাখার পরামর্শ সেই মরিয়া প্রয়াসের অঙ্গ। আবাসে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ করাতে তৎপর ছিল রাজ্য বিজেপির নেতৃত্ব। এখন আবাসে বরাদ্দ করে মমতার পালটা চাল তাদের কাছে কিছুটা বুমেরাং তো হয়েছেই। সমীক্ষক দলকে ঘেরাও করে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে তাই শুভেন্দুরা ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করছেন।

অন্যদিকে, প্রয়োজনে ভুল তথ্য দিয়ে আবাস হাতিয়ে নিতে সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে। সেই হুড়োহুড়ির সামনে সমীক্ষক দলকে আটকে মমতার কৌশল ব্যর্থ করা আদৌ সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকছে।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

- শ্রীরামকৃষ্ণ

সিপিএমে নয়া সংকটের নাম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

একেই বিধানসভায় কোনও আসন নেই। তারপর তন্ময় ভট্টাচার্যকে নিয়ে নতুন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে সমস্যায় সিপিএম।

দেবদূত ঘোষঠাকুর

আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে সবে সিপিএম সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করতে শুরু করেছিল। প্রতিবাদীদের এককাট্টা করে নিজেদের সংঘবদ্ধ দেখানোর চেষ্টা করছিল। এমন সময় একটা 'বোমা' ফাটিয়ে এক মহিলা সাংবাদিক সেই লড়াইয়ে সিপিএমকে অনেকটাই পিছিয়ে দিলেন।

সিপিএমের এই 'দুঃসময়ে' যে ক'জন বলিয়ে কইয়ে নেতাকে টিভি চ্যানেলগুলি তাদের অনুষ্ঠানে চাইত, তাঁদের সর্বাগ্রে থাকা উত্তর ২৪ পরগনার জেলা নেতা তন্ময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনে শুধু ফেসবুকে সরব হওয়াই নয়, পুলিশের কাছে গিয়ে অভিযোগও করেছেন ওই মহিলা সাংবাদিক। পুলিশের তলব পেয়ে বরানগর থানায় গিয়ে একাধিকবার জবাবদিহি করতে হয়েছে তন্ময়কে।

আরজি কর আন্দোলনে প্রথম থেকেই সিপিএমের যে দুই নেতা সবথেকে সরব ছিলেন তাঁরা হলেন, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় এবং তন্ময় ভট্টাচার্য। সেই তন্ময়ের বিরুদ্ধে চটজলদি দল সাসপেনশনের শাস্তি ঘোষণা করায় দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের অনেকেই কিন্তু হতবাক। এক জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যের মন্তব্য, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটি কিংবা 'প্রভাবশালী' কলকাতা জেলা কমিটিতে কোনও আলোচনা হল না, অভিযুক্তের বক্তব্য শোনা হল না, অভিযোগ ওঠার পরদিনই খোদ রাজ্য সম্পাদক শাস্তি ঘোষণা করে দিলেন- এটাতে বেশ অবাক হয়েছি।

রাজ্য সম্পাদক একতরফা এমন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেন কি না উঠেছে সেই প্রশ্ন। একসঙ্গে প্যান্ডোরা বাক্স খুলেছে। উঠে আসছে আরও কিছু নেতার নাম। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছিল। কিন্তু সিপিএম ব্যবস্থা নেয়নি।

সাধারণত কোনও নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে কোনও গুরুতর অভিযোগ উঠলেও, চটজলদি কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার প্রবণতা সিপিএমের কখনও ছিল না। পার্টি কমিশনে তদন্তের পরে সাসপেন্ড কিংবা বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার এমন কিছু নেতা রয়েছেন যাঁদের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি সহ নানা অভিযোগ দলের কাছে বহুদিন ধরে পড়ে থেকে থেকে তামাদি হয়ে গিয়েছে। তন্ময়ের বিরুদ্ধে মহম্মদ সেলিম শাস্তি ঘোষণা করার পরে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করা দলের মহিলা সদস্যদের কেউ কেউ বিচার না পাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। এখন দল ওইসব অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অতি সত্বর কোনও ব্যবস্থা নেয় কি না সেটা দেখতে চান অনেকেই।

মোদ্দা কথা হল, তন্ময়ের ব্যাপারে দলের রাজ্য সম্পাদকের 'অতি সক্রিয়তা' নিয়ে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এমনকি দলের রাজ্য সম্পাদক দলের গঠনতন্ত্রেরও উপরে কি না সেই প্রশ্ন তোলাও ঠেকানো যাচ্ছে না। তবে, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই সিদ্ধান্ত রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম সম্পাদকমণ্ডলীর অন্য সব সদস্যের সঙ্গে কথা বলেই ঘোষণা করেছেন। দলের গঠনতন্ত্রের সঙ্গে এই প্রক্রিয়ার কোনও বিরোধ নেই।

তবে তাতেও বিতর্ক কিন্তু থামছে না। বর্তমানে রাজ্য সিপিএমের সংগঠনে উপরতলার ও মাঝারি তলার অস্তিত্ব থাকলেও, নীচুতলা বলে কিছু নেই। তা বিলীন হয়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসে। তাই নির্বাচনে শূন্য আসন নিয়ে ফিরতে হচ্ছে তাদের। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মূলত তৈরি হয় উপরতলা আর মাঝারি তলায়। দল বড় থাকার সময়ে নীচুতলার চাপে অনেক সময়েই উঁচুতলা ও মাঝারি তলাকে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে নিতে হয়। এখন সেই বালাই আর নেই। মতানৈক্য ভুলে তন্ময় ইস্যুতে দলের মাঝারি তলার বিবদমান দুই পক্ষের অনেকেই প্রশ্ন করছেন, 'রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হওয়া দূরে থাক, দল তৃণমূল জমানায় বিধায়ক হওয়া তন্ময়কে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যই করেনি। এহেন এক 'সামান্য' নেতার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের জন্য রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীকে এইভাবে সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত নিতে হল কেন'- অনেকেরই বিষয়টি 'অস্বাভাবিক' ঠেকেছে। মনে হয়েছে কোনও 'চাপ'-এর মুখে তড়িঘড়ি এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার এমন কিছু নেতা রয়েছেন যাঁদের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি সহ নানা অভিযোগ দলের কাছে বহুদিন ধরে পড়ে থেকে থেকে তামাদি হয়ে গিয়েছে। তন্ময়ের বিরুদ্ধে মহম্মদ সেলিম শাস্তি ঘোষণা করার পরে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করা দলের মহিলা সদস্যদের কেউ কেউ বিচার না পাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন।

আর ঠিক এখানেই তন্ময়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কিংবা অন্তর্ঘাতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে দলে। দলে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ার পরিস্থিতিতেও দলের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন কিন্তু এতটুকুও কমেনি। সেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ছিদ্র ধরেই তন্ময়ের বিরুদ্ধে কেউ সুপরিকল্পিত চক্রান্ত করেছেন কি না তা দলে তাঁর কট্টর বিরোধীদেরই ভাবাচ্ছে।

আলিমুদ্দিনের অভ্যন্তরে লালিত বর্তমানে শাসকদলের এক নেতার সঙ্গে সিপিএমের যেসব তাত্ত্বিক নেতাকে ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি, তাঁরা সাধারণ মানুষের থেকে নিজেদের কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখতেন। নীচুতলার, এমনকি মাঝারি তলার নেতা-কর্মীরাও খুব সহজে তাত্ত্বিক নেতাদের ধারেকাছে পৌঁছোতে পারতেন না, দূরে দূরে থাকতেন। কিন্তু এই জমানার তথাকথিত তাত্ত্বিক নেতা তন্ময় কিন্তু সাধারণ কর্মীদেরও কাছের মানুষ। তিনি দলীয় পর্যায়ে যেমন সাবলীলভাবে দলীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন, তেমনই দলীয় বুদ্ধিজীবীদের কাছেও ছিল তাঁর সমান গ্রহণযোগ্যতা। গত এক বছরের মধ্যে যাদবপুর বিধানসভা এলাকায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিপিএমের মঞ্চে প্রধান বক্তা হিসেবে তন্ময় ভট্টাচার্যকে বলতে শুনেছি রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসার সময়ে। রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে চরম অনাগ্রহী এই প্রতিবেদককেও একবার দশ মিনিট দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনতে বাধ্য করেছিলেন তন্ময়। সম্ভবত আন্তর্জাতিক কোনও বিষয় ছিল।

সাধারণ পার্টিপ্রেমীদের মধ্যে জনপ্রিয় হলেও, রাজ্য নেতৃত্বের কাছে তা লোকসভা নির্বাচনে টিকিট পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাই গত লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নেতা সুজন চক্রবর্তী দমদম লোকসভা নির্বাচনের টিকিট পেলেও তন্ময় পাননি। সুজন কিন্তু সেভাবে বহিরাগত নন। কারণ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর তরফে তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মেদিনীপুরের সঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনারও দেখভাল করেন। তন্ময়ের ভাগ্যে জোটে বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের টিকিট। সেখানে অবশ্য তিনি জিততে পারেননি।

আরজি কর কাণ্ড আরও একবার তন্ময়কে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছিল। সাংবাদিকদের কাছে সহজলভ্য তন্ময়ের 'বাইট' পাওয়া ছিল অতি সহজ। সহজভাবে মিশতে মিশতে তিনি সম্ভবত গণ্ডি ছাড়িয়ে ছিলেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি নাকি ইয়ার্কি, রঙ্গতামাশাও করতেন। বাঘের পিঠে সওয়ার হওয়ার মতো সাংবাদিকের পিঠে সওয়ার হওয়াও যে কতটা 'বিপজ্জনক' তা বোধহয় এবার বুঝে গিয়েছেন 'পোড়' খাওয়া সিপিএম নেতা। তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তার সত্যাসত্য আদালতই বিচার করবে।

তবে তন্ময়কে এই মুহূর্তে পুলিশ যেভাবে টানাহ্যাঁচড়া করছে, তার থেকেও যেভাবে তাঁকে দল রাতারাতি বর্জন করল তা বেশি দৃষ্টিকটু লাগছে। আরজি কর কাণ্ডে সাতসকালে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে 'বিচার চাই' স্লোগান তুলেছিলেন, এখন সেই স্লোগান উঠেছে তন্ময়ের বিরুদ্ধেই। দলের বাইরে তো বটেই, এমনকি দলের মধ্যেও। 'অভিমন্যু' তন্ময়কে রাতারাতি সাসপেন্ড করে তাঁদের ডুবতে থাকা তরীকে বাঁচাতে পারবেন কি মহম্মদ সেলিম অ্যান্ড কোম্পানি?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৫০

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৭৩

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

ডাক্তারদের আন্দোলন আসলে চালিয়েছে সিপিএম ও নকশালরা। বলছে, আন্দোলন হচ্ছে। কীসের আন্দোলন? আসলে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। হাসপাতালে চারদিকে দালাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড় বড় ডাক্তারদের দালাল।

-শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

হোয়াইট হাউসে দীপাবলি পালন করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ভারত ও আমেরিকার বহু ব্যক্তিত্ব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ফুলে সাজানো ঘরটিতে শিল্পীরা পিয়ানো, সেতার, ভায়োলিন এবং ড্রাম নিয়ে 'ওম জয় জগদীশ হরে'র সুর বাজান। মুগ্ধ অর্থনীতিবিদ গীতা গোপীনাথ।

ভাইরাল/২

৩১ অক্টোবর হ্যালোউইন ডে চলে গেল। অনেকের বিশ্বাস, আত্মারা ওই দিন বাড়ি ফেরে। কানাডার ব্রাম্পটনের এক বাড়ির বাইরে লাল শাড়িতে একটি পুতুল ঝোলানো। নীচে লেখা স্ত্রী সিনেমার সেই বিখ্যাত ডায়ালগ 'ও স্ত্রী কাল আনা'।

জনমন জনমত

ইতিহাসের রাধিকা লাইব্রেরি যেন এখন পাবলিক টয়লেট

১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত ময়নাগুড়ি রাধিকা লাইব্রেরির বর্তমান বয়স ১১৪ বছর। সরকারি এই গ্রন্থাগারে বহু দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সম্ভার ছিল। জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররাও একসময় এই গ্রন্থাগার থেকে পাঠ্যবই সংগ্রহ করে পড়াশোনা করত। আমাদের স্কুলবেলায়ও দেখেছি, এই লাইব্রেরির রমরমা অবস্থা। পাঠকদের ভিড়ে লাইব্রেরি গমগম করত।

বাম জমানার শেষ পাঁচ বছর থেকে, ধীরে ধীরে এই প্রাচীন গ্রন্থাগার তার গরিমা হারাতে শুরু করে। লাইব্রেরির ভবনটা সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও তলে তলে বেদখল হতে থাকে লাইব্রেরির স্বত্বে থাকা জমি। সরকার পালটালেও পালটায়নি ঐতিহ্যবাহী শতাব্দীপ্রাচীন এই লাইব্রেরির কপাল।

লাইব্রেরি লাগোয়া পার্শ্ববর্তী জমিতে বর্তমানে গড়ে উঠেছে পুরো একটা মার্কেট কমপ্লেক্স। যার অনেকটা অংশ লাইব্রেরির দেওয়ালকে গ্রাস করে নেওয়ায় জলে ভিজে নষ্ট হয়ে গিয়েছে হাজারের উপরে দুষ্প্রাপ্য বই।

মজার ব্যাপার, গ্রন্থাগারটি সরকারি। লাইব্রেরির মোট জমির পরিমাণ ১৬ ডেসিমাল। অসাধু ব্যবসায়ীদের দ্বারা ৪ ডেসিমাল জমি খোয়া যাওয়ার পরেও সরকার ১৬ ডেসিমাল জমির ট্যাক্স দিয়ে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে গ্রন্থাগারের লাগোয়া ফাঁকা জায়গায় সরকারি পয়সায় একটা নতুন ঘর তৈরি হয়েছে, যাতে বেশ কিছু বই আছে, থাকেন একজন গ্রন্থাগারিক মহাশয়ও। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ছ'মাস আগে ঠিকাদার বিল্ডিং তৈরি করে দিলেও আজ পর্যন্ত জলের ব্যবস্থা হয়নি। বিল্ডিং তৈরিই মূল বিষয়, তাই আজও লাগানো হয়নি তার গেট। ফলস্বরূপ শতাব্দীপ্রাচীন রাধিকা লাইব্রেরি আজ পাবলিক টয়লেটে পরিণত।

স্নেহাশিস চক্রবর্তী, ময়নাগুড়ি।

পারিবারিক মেলবন্ধনই শান্তির ঠিকানা

শান্তি তো বাড়ির কাছে নদীর চরে বা রাস্তার ধারের মোমোর দোকানেও মেলে, যদি পরিবারের সবাই একসঙ্গে থাকে।

চিরদীপা বিশ্বাস

'এই ভাই, চুপচাপ বোস না'- মহানগরের জমকালো ভিড়ের মধ্যেও তীক্ষ্ণ স্বরের চিৎকারটা স্পষ্ট কানে এসে ঠেকল। তাড়াহুড়োয় যদ্দুর বুঝলাম পুঁচকে দুই ভাইবোন মিলে ভাইফোঁটা ভাইফোঁটা খেলছে। উপকরণ বলতে, খেলনাবাটির ছোট্ট একটা প্লেটে ইটের গুঁড়োর 'চন্দন গোলা' আর কিছু পাতাটাতা। সাজসরঞ্জামের বালাই নেই, তিথিনক্ষত্রের ধারও তারা ধারে না। আছে শুধু অকৃত্রিম আনন্দ। ইচ্ছে করছিল কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখি ওদের কাণ্ডকারখানা। কিন্তু ওই যে, 'সময় কোথা সময় নষ্ট করার?'। অগত্যা ভাবের জগতে তালা ঝুলিয়ে ছুটলাম গন্তব্যের উদ্দেশে।

মাথার ওপর ছাদ নেই, পেট ভরানোর কোনও নিশ্চয়তা নেই, ঝড়-জলের রাতে আশ্রয়েরও কোন বালাই নেই- তবুও মানুষগুলো হাসে। ঝগড়া-ঝামেলা একেবারেই যে হয় না তা নয়, দুঃখ বিষাদের ফর্দটাও লম্বা- তবুও তারা একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে বেঁধে বেঁধে থাকে। অন্যদিকে, আমরা যারা দিবারাত্রি সুখশান্তির পেছনে ছুটে চলেছি দিনশেষে সেটাকেই হারিয়ে ফেলি। তাই, পুজোর সময় পাড়ার প্যান্ডেলে বসে ছোটবেলার নস্টালজিয়া ঝালিয়ে তৃপ্তি মেলে না বরং বড্ড ক্লিশে মনে হয় এই প্রজন্মের। অতিকায় সাফল্যের ভিড়ে ছোট ছোট খুশিরা এভাবেই নিশ্চুপে পাড়ি দেয় নিরুদ্দেশে।

দু-দণ্ড কারও সঙ্গে বসে কথা বলতে গিয়ে ক্রমাগত পরমুহূর্তের চিন্তারা হানা দেয়। এই কারণেই হয়তো সারা জীবন ধরে ভবিষ্যতের শান্তি সঞ্চয় করতে মরিয়া লোকটি দিনে বারো ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় অফিসে কাটিয়ে রাতে শান্তির ঘুম ঘুমোতে পারেন না। এভাবেই বছরের পর বছর

কেটে যায় কিন্তু পরিবারের সঙ্গে সকল উৎসবে শামিল হওয়া হয় না। সন্তান বাবা-মায়ের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে বেড়ে ওঠে। বিগড়েও যায় অতি অল্প বয়সেই। নিজেদের মতো করে তারাও হয়ে ওঠে সুখসন্ধানী। তবে ভাগ্যের ফেরে মরীচিকা হয়ে শান্তি বা সুখ অধরাই থেকে যায়।

দিনশেষে বারংবার তাই মনে হয় সাফল্যের পারদ ঠিক ততটাই চড়তে দেওয়া উচিত, যতটাতে সুখশান্তির ব্যাঘাত না ঘটে। বছরে দু'বার ফরেন ট্রিপ, মাসে চারবার ফাইভ স্টারে যাওয়ার সামর্থ্য, আমাদের সফলতার নির্ণায়ক। শান্তি তো বাড়ির কাছে নদীর চরে বা রাস্তার ধারের মোমোর দোকানেও মেলে, যদি পরিবারের সবাই একসঙ্গে থাকে। নিন্দুকেরা একে রোমান্টিসিজম বলে দাগালেও বাস্তব এটাই যে টেমস নদীর বুকে বা আইফেল টাওয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে 'একাকী' সাফল্যের উদযাপন করার বুকের পাটা খুব কম লোকই দেখাতে পারবে। আর যারা পারবে, তারা যে রাতে 'ভালো আছি, তবে সব্বাই একসাথে থাকলে বড় ভালো হত' মনে করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়বে না, তা কে বলতে পারে?

হাজার লোকের ভিড়ে নিজেকে একলা খুঁজে পাওয়ার আক্ষেপটা কোনও সাফল্যই ঢেকে রাখতে পারে না। এর চেয়ে গঙ্গাবক্ষে সপরিবার, সবান্ধব হইচই করাটা অধিক আনন্দদায়ক নয় কি! কারণ বিরিয়ানি আর ডাল-ভাতের রূপক টেনে কেউ একজন বলেছেন লাক্সারি আর নেসেসিটির তফাতটা আমাদের বোঝা দরকার, নইলে জীবন বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাইয়ের মতো ষোলোআনাই মিছে।

(লেখক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, কোচবিহারের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৭৬

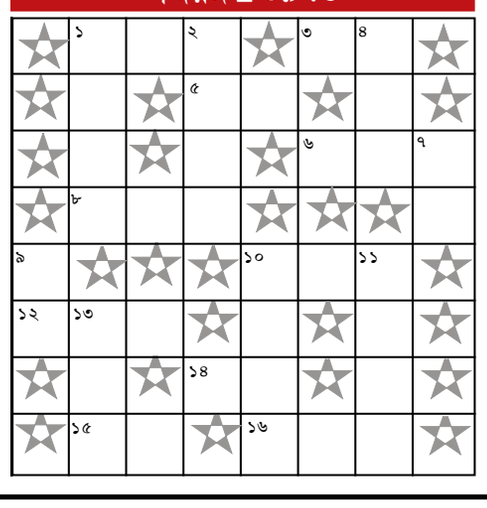

পাশাপাশি : ১। জাদু, ইন্দ্রজাল, মায়া, ছল ৩। বন্যা, জলপ্লাবন ৫। গলার হারের এক একটি পংক্তি বা সারি ৬। যাচাই ও পরীক্ষা, দোষগুণ বিচার ৮। আইন, বিধি ১০। চালানো, নড়ানো, সঞ্চালন, পরিচালনা ১২। প্রভু, কর্তা ১৪। প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি ১৫। ছোট ঘণ্টা, আলজিভ ১৬। আরবি শব্দ যার অর্থ করুণা, কৃপা, দয়া।

উপর-নীচ : ১। হিন্দু বিয়ে শেষ হওয়ার পর যে যজ্ঞ করা হয় ২। প্রচণ্ড শীত ও প্রচণ্ড ব্যথার অনুভব ৪। ভৃত্য, পরিচারক ৭। অনাবৃষ্টি, শুখা ৯। ঈষৎ তাপ, উষ্ণতা ১০। মিথ্যা প্রিয়বাক্য বলে যে, তোষামুদে, বিদূষক ১১। নাম ও ঠিকানা ১৩। গ্রীষ্মকাল।

সমাধান ■ ৩৯৭৫

পাশাপাশি : ১। আচার ৩। আহাম্মক ৪। জমাট ৫। ঘানিগাছ ৭। নখ ১০। দম ১২। বরবাদ ১৪। দেদার ১৫। প্রাতরাশ ১৬। খপ্পর।

উপর-নীচ : ১। আয়তন ২। রজনী ৩। আটঘাট ৬। গারদ ৮। খবর ৯। পাদদেশ ১১। মন্বন্তর ১৩। পরখ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মায়ের পায়ের জবা হয়ে

কোচবিহারের দ্বীপনারায়ণ ক্লাবের প্রতিমা।

মায়ের সাজে খুদে। চ্যাংরাবান্ধা।

ফালাকাটা ট্রাফিক মোড় কালীবাড়ির প্রতিমা।

সবুজ সংঘের মহাকালী। আলিপুরদুয়ার জংশনে।

মণ্ডপের পথে। কোচবিহারে।

আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন বীরপাড়া দিশারি ক্লাবের মণ্ডপ।

বোল্লাকালীর আদলে প্রতিমা। শিলিগুড়ির ফুলেশ্বরীতে।

ইস্টার্ন ইয়ং অ্যাসোসিয়েশনের মণ্ডপ। ময়নাগুড়িতে।

বিধান স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপ। শিলিগুড়িতে।

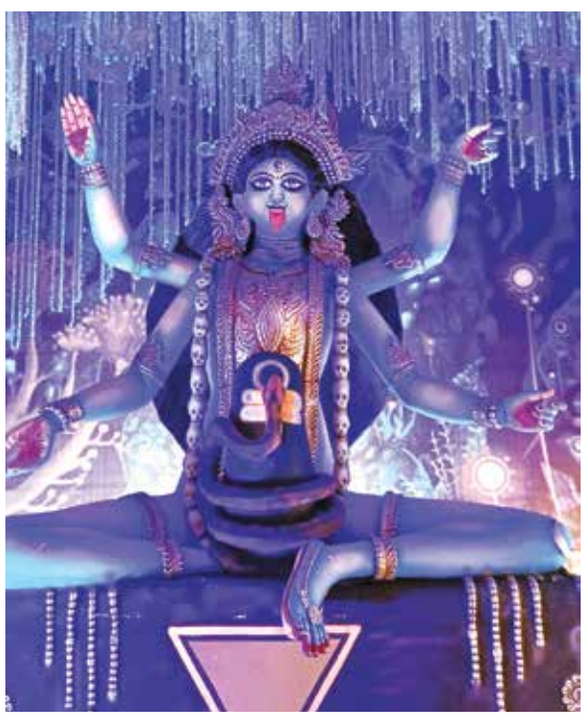

যোগাসনে দেবী। ময়নাগুড়িতে শিবাজি সংঘের প্রতিমা।

উদয়ন ক্লাবের প্রতিমা। জলপাইগুড়ি।

আলোর উৎসবে সেজে উঠেছে শিলিগুড়ির রাস্তা।

ছবিগুলি তুলেছে : জয়দেব দাস, শতাব্দী সাহা, অপর্ণা গুহ রায়, আয়ুষ্মান চক্রবর্তী, ভাস্কর শর্মা, অভিরূপ দে, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, সানি সরকার ও তপন দাস।

তারাঘরকথা

সারার নতুন প্রেমিক

সম্প্রতি কেদারনাথ ভ্রমণে গিয়েছিলেন সারা আলি খান এবং তারপরই তাঁর প্রেম-জীবন নিয়ে চর্চা শুরু। কেদারনাথ ভ্রমণের সময় তাঁকে সুপারমডেল এবং রাজনীতিবিদ অর্জুন প্রতাপ বাজওয়ার সঙ্গে দেখা গিয়েছে। তিনি পাঞ্জাবের প্রবীণ ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা ফতেহ জয় সিং বাজওয়ার ছেলে। জয় সিং রাজ্যের পার্টির সহ সভাপতি। স্বাভাবিকভাবেই মনে করা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে প্রেম শুরু হয়েছে। দুজনে বেশ কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পুজো দিচ্ছেন— এই ছবি নেটে ছড়িয়েছে। প্রসঙ্গত, সারাকে তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলো করেন অর্জুন, সারা অবশ্য তাঁকে ফলো করেন না এখনও পর্যন্ত। তবে তাঁদের ফ্রেম নিয়ে ফিসফিস শুরু হলেও নেটমহলে অর্জুনের পরিচিতরা বলছেন, অর্জুনকে চিনি অনেকদিন ধরে, সারার সঙ্গে ওর কোনও প্রেম নেই। অর্জুন মডেল তো বটেই অভিনেতাও। অস্কার বিজয়ী গিরিশ মালিকের ছবি ব্যান্ড অফ মহারাজা-তে অভিনয় করেছেন। প্রভুদেবার ছবি স্লিং-এ সহকারী পরিচালকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। এখন পাঞ্জাবে কংগ্রেসের সবথেকে কনিষ্ঠতম সদস্য হিসেবে আছেন পাঞ্জাব ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে, ২০২২ থেকে। তিনি জিমনাস্ট এবং এমএমএ ফাইটারও বটে।

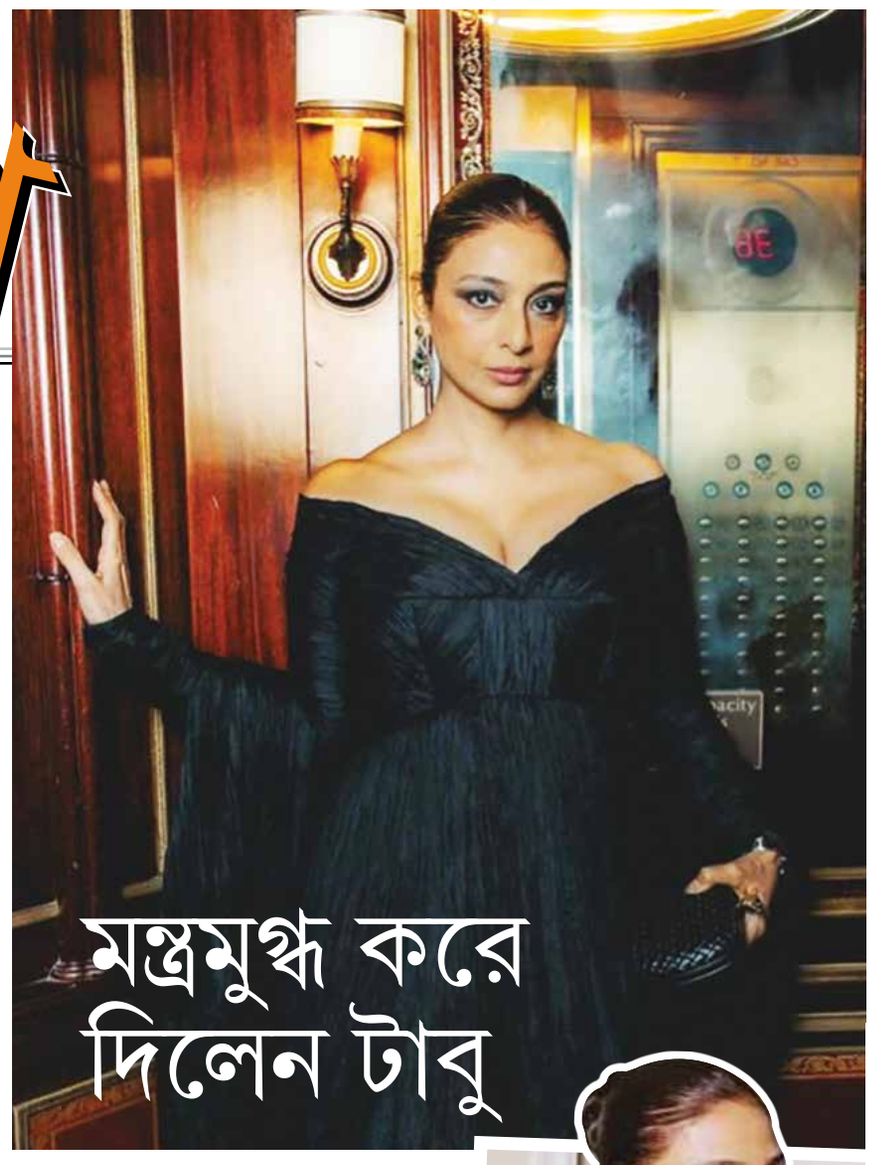

মন্ত্রমুগ্ধ করে দিলেন টাবু

অভিনয়ে বারবারই করেছেন, এবার তাঁর বিশেষ পোশাক এবং সাজ মন্ত্রমুগ্ধ করেছে নেট মহলকে। তিনি সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে তাঁর আগামী সিরিজ ডুন: প্রফেসি-র প্রিমিয়ারে যোগ দিয়েছিলেন। এই সিরিজ পরিচালক ডেনিস ভিলেনিউবসের ডুন ছবির প্রিক্যুয়েল। টাবু পরেছিলেন আপাদমস্তক কালো গাউন। এটি চিরকালীন ভারতীয় অঙ্গরাখা-র বিদেশি সংস্করণ। ডিজাইনার ছিলেন আবু জানি সন্দীপ খোসলা। পোশাকটির উপাদান ক্রাশড সিল্ক, যা এসেছে চিরাচরিত খাদি সিল্ক থেকে। এটি বানাতে সময় লেগেছে এক মাস। এই পোশাকে টাবুকে রেড কার্পেটে দেখে মন্ত্রমুগ্ধ তাঁর অনুরাগীরা।

টাবুর সঙ্গে হেঁটেছেন সহ অভিনেতা এমিলি ওয়াটসন, অলিভিয়া উইলিয়ামস, ট্রাভিস ফিম্মেল। সিরিজে এমিলি বাল্যা হরকোনেন ও অলিভিয়া তুলা হরকোনেন হয়েছেন। সিস্টার ফ্রান্সেসকা হয়েছেন টাবু। আমেরিকায় মুক্তি ১৭ নভেম্বর। জিও সিনেমা ভারতে এই সিরিজের স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম, এখানে সিরিজের প্রিমিয়ার ১৮ নভেম্বর।

সলমনকে খুনের হুমকি দিয়ে গ্রেপ্তার

আবার হুমকি পেলেন সলমন খান। হুমকি মেইল, চিঠি... কিছু পেতে বাকি নেই। তবে তাঁকে হুমকি দেওয়ার অপরাধে ঝাড়খণ্ডের এক সবজিওয়ালাকে আগেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এবার সলমনকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে মুম্বই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এক ট্যাটুশিল্পী। বুধবারই গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁকে।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তের নাম গুফরান খান। কুড়ি বছর বয়সি ওই তরুণ নয়ডার বাসিন্দা। তবে শুধু সলমন একাই নন, অভিযুক্ত তরুণ বাবা সিদ্দিকীর ছেলে জিশান সিদ্দিকী যিনি পূর্ব বান্দ্রার বিধায়ক তাঁকেও হুমকি দিয়েছিল।

বস্তুত, সম্প্রতি মুম্বই ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমে একটি উড়ো মেসেজ আসে। যেখানে বলা হয়, সলমন ও জ়িশানের মাথায় ঝুলছে মৃত্যুর খাঁড়া। একই সঙ্গে বলা হয়, ২ কোটি টাকা না দিলে খুন করা হবে সলমনকে। হুমকির এই মেসেজ আসতেই ফোন নম্বর ট্র্যাক করা শুরু করে মুম্বই পুলিশ। আর তারপরই খোঁজ মেলে গুরফানের। নয়ডা থেকে গ্রেপ্তার হয় অভিযুক্ত।

ট্রোলড শুভশ্রী

কালীপুজোয় টলিউড তারকারা উদ্বোধনে মেতে। বাদ গেলেন না শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ও। তিনি এদিন মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের একটি পুজোয় গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁকে গান গাইতে দেখা যায়। আর সেই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই চরম কটাক্ষের মুখে পড়েন অভিনেত্রী।

অরিজিৎ সিংয়ের বাড়ির কাছে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের একটি কালীপুজোর উদ্বোধনে গিয়েছিলেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। পরনে ছিল হলুদ চুড়িদার। ভিডিয়োতে দেখা গেছে, মণ্ডপের সামনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে গান গাইছেন তিনি। তাঁর এবং দেবের জনপ্রিয় ছবি পরাণ যায় জ্বলিয়া থেকে ঢাকের তালে গানটি গেয়েছিলেন শুভশ্রী। সঙ্গে দর্শকদের ইশারায় অনুরোধ করতে থাকেন তাঁর সঙ্গে তাল দেওয়ার জন্য। এই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই নেট পাড়ায় বইছে কটাক্ষের বন্যা। এক ব্যক্তি লেখেন, 'গানটার পুরো বারোটা বাজিয়ে দিল একেবারে।' অন্যজন লেখেন, 'মা এখনও এলোই না, তার আগেই বিদায় জানাচ্ছে। কী অবস্থা!' অন্য নেটিজেনের মন্তব্য, 'ভালো হয়েছে, আরও ভালো হতে পারত।'

দিয়া 'জ্বলতে হ্যায়'

'দীপালিকায় জ্বালাও আলো।' ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ুক আনন্দ-সুখ, দীপান্বিতার আরাধনার দিনে অভিনেত্রী দিয়া মির্জা।

দেওয়ালি ও জন্মদিনে ঝলমলে শাহরুখের মন্নত

প্রত্যেক বছরই শাহরুখ খানের বাংলো মন্নত দেওয়ালির পার্টিতে সেজে ওঠে। খান দম্পতি বাংলোর দরজা খুলে রাখেন উৎসবের জন্য। উদযাপন করেন পরিবারের কাছের মানুষদের নিয়ে। এবার এই পার্টি আরও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ চলতি সপ্তাহেই ৫৯ বছরে পা দিচ্ছেন শাহরুখ খান। আলোকিত মন্নত-এর ছবি নেটে ঘুরছে। বান্দ্রার সমুদ্র তীরের এই বাংলোয় ফ্যানেরা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন, যদি শাহরুখকে এক ঝলক দেখা যায়! শাহরুখের দেওয়ালি পার্টি বলিউডের বিখ্যাত পার্টিগুলোর মধ্যে অন্যতম। করণ জোহার, আমির খান, দীপিকা পাড়ুকোনদের মতো নক্ষত্ররা এখানে প্রতি বছর দেখা দেন।

একনজরে সেরা

দেবী চৌধুরানি

ছবির শুটিং চলছে তারকেশ্বরের চকদিঘির বাগানবাড়িতে। নাম ভূমিকায় শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। ভবানী পাঠক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। হরবল্লভ বা সব্যসাচী চক্রবর্তী এবং ব্রজেশ্বর বা কিঞ্জল নন্দকে নিয়ে শুটিং হল। পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র বললেন, 'গত বছর প্রস্তুতি শুরু করি, এবার শেষ করছি।' আগামী বছর ছবি মুক্তি পাবে।

লারা

নামটাই রেখেছেন বরুণ ও নাতাশা ধাওয়ান তাঁদের মেয়ের জন্য। এতদিন বলেননি, সিটাডেল-এর প্রচারে কৌন বনেগা করোড়পতি-তে এসে সে নাম প্রকাশ করেছেন। নামের অর্থ বিভিন্ন—লাবণ্য, সুরক্ষা, জয়। গ্রিক অর্থে দেবদূত। রাশিয়ায় লারিসা-কে ছোট করে লারা বলে। বরুণ বলেছেন, আমি মেয়ের ভাষা বোঝার চেষ্টা করে চলেছি।

দেওয়ালি

উদযাপন হল পুষ্পা ২-এর নতুন পোস্টার প্রকাশ করে। এতে দেখা যাচ্ছে, নায়িকা রশ্মিকা বেশ রাগ করে তাকিয়ে আছেন নায়ক আল্লু অর্জুনের দিকে, অর্জুনের দৃষ্টি অবশ্য প্রেমেরই। অর্জুন পোস্টার শেয়ার করে লিখেছেন, 'হ্যাপি দিওয়ালি। পুষ্পা ২ দ্য রুল।' পুষ্পা ১-এর চরিত্রেই দেখা যাবে ওঁদের। পরিচালক সুকুমার।

অনুরাগী

সিদ্ধার্থ মালহোত্রার ছবি এঁকে, দেখাতে এসেছিলেন। সিদ্ধার্থ সেখানে এলে অনুরাগী সে কথা তাঁকে বলে বারাবার ছবির দিকে ইঙ্গিত করে, কিন্তু অভিনেতা তাঁকে গুরুত্ব না দিয়েই চলে যান। উপস্থিত লোকজন এই ঘটনার ভিডিও করে নেটে শেয়ার করে। তখন থেকেই অভিনেতাকে হেনস্থা করা শুরু হয়।

ফুলঝুরি

প্যাকেট সেজে উঠল সোভিতা ধুলিপালার ছবিতে। বৃহস্পতিবার তিনি এরকম একটি প্যাকেট হাতে ছবি শেয়ার করেছেন ইন্সটায়। একজন দেশি স্টার-এর পক্ষে এটি নিঃসন্দেহে একটি বড় সাফল্য। প্রসঙ্গত, নাগা চৈতন্যের সঙ্গে তাঁর বিয়ের প্রাক বিয়ের উৎসব ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। ৪ ডিসেম্বর মূল অনুষ্ঠান।

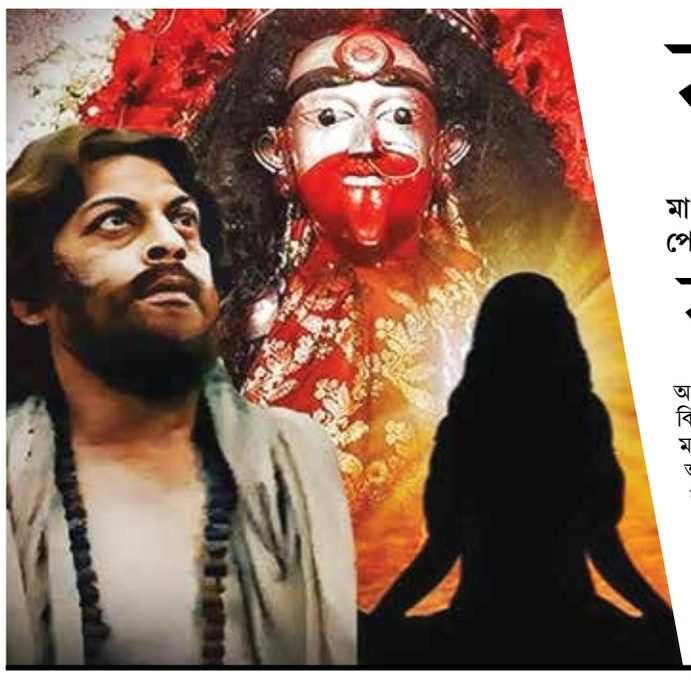

রুপোলি কালী

মা কালী, তাঁর ভক্তদের নিয়ে একসময় অজস্র বাংলা ছবি হয়েছে। তা দর্শক আনুকূল্যও পেয়েছে। মা দুর্গাকে নিয়েও এত ছবি হয়নি। লিখছেন শবরী চক্রবর্তী

বাঙালি দুর্গাপুজোর জন্য বছরভর যেভাবে অপেক্ষা করে, কালীপুজোর জন্য হয়তো ততটা করে না। কেউ বলবেন কেন বারাসত? হ্যাঁ, কোনও কোনও অঞ্চলের ছবিটা আলাদা হলেও সারা বাংলার দৃশ্যপট কিন্তু মা দুর্গাময়। আবার পুজোর জাঁকজমকের মতোই মা দুর্গাকে সিনেমার পর্দায় আনাটাও বোধহয় অর্থসাপেক্ষ, নাহলে তাঁকে নিয়ে বা তাঁকে কেন্দ্র করে সিনেমা বেশি হয় না কেন? এই বাবদে শ্যামা মা অনেক এগিয়ে। তাঁকে নিয়ে কিংবা তাঁর ভক্ত, তাঁর ঐতিহাসিক মন্দির, মানে তিনিই মধ্যমণি, এমন বহু বিষয় নিয়ে বারবার বাংলা ছবির পর্দা ভরে উঠেছে। সেসব ছবি বক্স অফিসে শোরগোলও ফেলেছে। সেসব ছবি যে বেছে বেছে কালীপুজোর দিন বা সময়ই মুক্তি পেয়েছে, তাও নয়, বছরের যেকোনও সময়েই এসেছে এবং দর্শক তা হলে গিয়ে দেখেছেন। আজকের মতো দিনক্ষণ দেখে, স্বদেশপ্রেমের ছবি ১৫ অগাস্ট, অন্য বড় বাজেটের ছবি দিওয়ালিতে, ইদে, খ্রিস্টমাসে... এমন পাঁজি-ক্যালেন্ডার না দেখে ছবি বাজারে আনলেও ছবি হিট হত। এখন তেমন ছবি দেখা যায় না। এইসব বিষয় এখন সিরিয়ালওয়ালাদের নিজস্ব। তেমনই কিছু ছবির দিকে ফিরে দেখা আজ।

সাধক রামপ্রসাদ

১৯৫৬ সালে মুক্তি পেয়েছিল এই ছবি। পরিচালনায় বংশী আশ। অভিনয়ে ছবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্তী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, জহর রায় প্রমুখ। সংগীত

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়। ছবিতে মোট চারটি গান ছিল, গেয়েছিলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। হালিশহরের কবি রামপ্রসাদ সেনের জীবন, তাঁর গান, মা কালীর প্রতি তাঁর ভক্তি ও আত্মনিবেদনই ছবির বিষয়।

মহাতীর্থ কালীঘাট

১৯৬৪ সালে মুক্তি পেয়েছিল এই ছবি। পরিচালনায় ভূপেন রায়। অভিনয়ে অসিত বরণ, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, রবিন মজুমদার, শিপ্রা মিত্র প্রমুখ। সংগীত রথীন ঘোষ। আত্মারাম ও ব্রহ্মানন্দ নামে দুই কালীসাধকের কাহিনি আছে ছবিতে। সেইসঙ্গে কালীঘাট কীভাবে এক আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠল, তাও দেখা যায় এই ছবিতে।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

১৯৫৮ সালের ছবি। পরিচালনায় নারায়ণ ঘোষ। অভিনয়ে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, ছবি বিশ্বাস, কানু ভট্টাচার্য, পদ্মা দেবী প্রমুখ। সংগীত অনিল বাগচি। বামাখ্যাপা বা বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বীরভূমর আটলা গ্রামের মানুষ। তাঁর মা তারার প্রতি ভক্তি, তন্ত্রসাধনা, যোগসাধনা এবং তারাপীঠের প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার গল্প আছে এই ছবিতে।

জয় মা তারা

১৯৭৮ সালের ছবি। অভিনয়ে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এটিও সাধক বামাক্ষ্যাপার জীবনের ছবি।

মহাপীঠ তারাপীঠ

১৯৮৯ সালের ছবি। অভিনয়ে চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, শতাব্দী রায় প্রমুখ। পরিচালনায় গুরু বাগচি। সংগীত সুনীল মজুমদার। সামাজিক-পারিবারিক ঘরানার ছবি, কেন্দ্রে মা তারার প্রতি ভক্তি।

অবাক চোখে দেখছে খুদে। শিলিগুড়ির সংহতি ক্লাবের মণ্ডপে (বাঁদিকে)। দীপাবলির সন্ধ্যায় ময়নাগুড়ির নিউ ভারত ক্লাবে দর্শনার্থীরা। বৃহস্পতিবার। ছবি : তপন দাস ও অভিরূপ দে

আলোর উৎসবে দাপট শব্দবাজির

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৩১ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কালীপুজোর প্রস্তুতি চললেও সন্ধ্যা নামতেই আলোর রোশনাইতে ভরে উঠল জেলা জলপাইগুড়ি। টুনি লাইটের সঙ্গে বাড়ির দেওয়ালে আবার মোমবাতির মিছিল। আকাশেও তেমনি ফানুসের সমারোহ। এই আলোর মধ্যেও রয়েছে অন্ধকারের ছোঁয়া। সন্ধ্যা তখন গড়িয়েছে। এই সাড়ে সাতটা হবে। স্ত্রীকে নিয়ে মোটরবাইকে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলেন পান্ডাপাড়ার বাসিন্দা ভাস্কর রায়। প্রভাত সংঘ হয়ে বাজারের দিকে ঢুকতেই চলন্ত বাইকের সামনে এসে পড়ল একটা চকোলেট বোম। হুড়মুড়িয়ে ব্রেক কষে দাঁড়াতে গিয়ে কাত হয়ে গেল বাইকটি।

বিকট শব্দে ফাটল চকোলেট বোমটি। বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন সস্ত্রীক ভাস্কর। বাজি ফাটার মুহূর্তে চিৎকার করে উল্লাসে পালিয়ে গেল একদল ছেলে। সে ঠিক আছে কি না জানতে আশপাশের লোকেরা তার কাছে আসতেই ভাস্কর বললেন, 'বাজির দাপট এতটা থাকবে বুঝতে পারিনি। জানলে অন্য রাস্তা নিতাম। জোর বাঁচা বাঁচলাম। পুলিশ তো বলছে, শব্দবাজি নাকি বাজারে নেই। তাহলে এগুলো আসছে কোথা থেকে!'

ভাস্করের কথার সূত্র ধরে জেলার ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি এবং শহর জলপাইগুড়িতে দেখা গেল যে, তিনি ভুল ছিলেন না। শহরের পান্ডাপাড়া, মোহিতনগর, ৭৩ মোড়, দিনবাজার, রায়কতপাড়া, পিলখানা, সানুপাড়ার মতো এলাকার গলিতে গলিতে পড়ে রয়েছে বাজির পোড়া কাগজ। শুধু জলপাইগুড়ি শহর কেন, দীপাবলির রাতে ময়নাগুড়ি শহরের সর্বত্র বাজির দাপট দেখা গিয়েছে। তবে একেবারে বন্ধ হয়নি নিষিদ্ধ শব্দবাজি। ধূপগুড়ি শহরেও একই অবস্থা। সন্ধ্যা নামার আগে থেকেই দেদার শব্দবাজি ফাটিয়ে শহরজুড়ে উল্লাসে মেতে উঠলেন একদল বাসিন্দা। একাংশ ব্যবসায়ী গ্রিন আতশবাজির আড়ালে শব্দবাজি বিক্রি করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে ধূপগুড়িতে।

জেলাজুড়ে অভিযান চালিয়ে বাজি বাজেয়াপ্ত করেই বা তাহলে কী লাভ হল, উঠছে এই প্রশ্ন! বিভিন্ন জায়গায় বাজিমেলার আয়োজন করে প্রশাসন। সেখানে কেবল গ্রিন ক্র্যাকার পাওয়ার কথা। মিলেছেও তাই। কিন্তু মহালয়ার পর দীপাবলিতেও অব্যাহত থাকল সেই শব্দবাজির দাপট। বুধবার সন্ধ্যা থেকেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় শব্দবাজি পোড়ানো হয়। রাতে শব্দবাজির কারণে অবলা জীবজন্তুদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেজন্য ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা বাজারে প্রচার চালান। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপতের কথায়, 'শহর থেকে শুরু করে গ্রামের বাজার সব জায়গাতেই নিষিদ্ধ বাজি বিক্রির ওপর পুলিশ নজরদারি চালাচ্ছে। গত কয়েকদিনে নিষিদ্ধ শব্দবাজি আটক করে মামলাও করা হয়েছে। ছটপুজো পর্যন্ত নিষিদ্ধ বাজি বিক্রির ওপর নজরদারি চলবে।'

জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা তথা পরিবেশপ্রেমী রাজা রাউত বলছেন, 'দীপাবলির রাতে অন্যবারের মতো দেদার বাজি না ফাটলেও বাজিকে পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি। বাজির শব্দ এবং ধোঁয়া পরিবেশকে দূষিত করছে।' পুলিশি অভিযানের পরেও শব্দবাজি এল কোথা থেকে, সেই প্রশ্নের কোনও উত্তর অবশ্য পাওয়া যায়নি। ধূপগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক দেবাশিস দত্ত বলেন, 'আমরা ব্যবসায়ীদের কাছে অনুরোধ করেছি সরকারি নিয়ম মেনেই সবজু আতশবাজি বিক্রি করুন। কেউ আইন না মেনে শব্দবাজি বিক্রি করলে তার দায় ব্যবসায়ী সমিতি নেবে না।'

নিয়ম ভাঙার খেলা

- জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন গলিতে দেখা গিয়েছে বাজির পোড়া কাগজ
- ধূপগুড়িতে সন্ধ্যা নামার আগে থেকে দেদার শব্দবাজি ফাটিয়ে উল্লাস
- অবলা প্রাণীদের যাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য প্রচারে ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠন
- নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত হয়েছে, নজরদারি চলবে বলে আশ্বাস এসপি'র

বাজি ফাটানোর আগের মুহূর্ত। পিসি শর্মা মোড়ে। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

রাজবাড়িতে দেবীর পুজো।

জলপাইগুড়ি রাজবাড়িতে আমিষ ভোগ

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : তখনও সন্ধ্যার আঁধারে ঢাকা পড়েনি জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি। কিন্তু বৃহস্পতিবার বিকালেই রাজবাড়ির পারিবারিক কালী মন্দির চত্বরে হাজির পরিবারের বর্তমান সদস্য প্রণত বসু, সৌম্য বসু ও তাঁর স্ত্রী লিন্ডা বসু। মন্দিরের পুরোহিত শিবু ঘোষালের সামনে তাঁরা সারিবদ্ধভাবে ত্রিনয়নীর বন্দনায় শামিল। সন্ধ্যার মধ্যেই দেবীর স্নান সারলেন শিবু ঘোষাল। দেবীকে বেনারসি শাড়ি পরালেন লিন্ডা। দীর্ঘক্ষণ ধরে পুজোর নানা আচার পর্ব সমাধা হল। রাতে দেবীকে দেওয়া হয় আমিষ ভোগ। মধ্যরাতে রাজপরিবার থেকে দেবীর উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় পাঁঠাবলি। ইতিমধ্যে রাজবাড়ির চারদিকে ভিড় বাড়তে থাকে। সবাই চান রাজবাড়ির পুজো দেখতে। পরিবার অবশ্য কাউকেই নিরাশ করেনি। পুজো দেখার সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদিন, দেবী চৌধুরানি মন্দিরেও সন্ধ্যা থেকেই ব্যস্ততা চোখে পড়েছে। মূলত জলপাইগুড়ি শহর, রংধামালি, পাতকাটা, বারোপাটিয়া-নতুনবস থেকে দলে দলে দর্শনার্থীরা আসেন দেবীদর্শনে। তাঁরা অনেকেই সঙ্গে পাঁঠা নিয়ে এসেছেন মন্দিরে। রাতে দেওয়া হয় বলি। এই পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য দেবাশিস সরকার বলেন, মায়ের ভোগের রান্না হয়েছে। পুজো শেষে সবাইকে ভোগের প্রসাদ দেওয়া হবে।

জলপাইগুড়ির আরেক ঐতিহ্যবাহী যোগমায়া কালীবাড়ির পুজো রাতে শুরু হয়। রাতেই দেবীকে মহাশোল, বোয়াল ও রুই মাছের ভোগ দেওয়া হয়। এখানেও প্রচুর ভক্ত ভিড় করেছিলেন। এই প্রাচীন তিন কালীবাড়ির পাশাপাশি জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনে নিষ্ঠাভরে এদিন রাতে কালীপুজো শুরু হয়। সেখানেও প্রচুর মানুষ পুজো দেখেন। প্রাচীন বাবুপাড়া কালীবাড়িতেও জনতার ঢল নামে। শহরের থিম পুজোগুলির মণ্ডপগুলিতে সন্ধ্যার আগে থেকেই মানুষের ভিড় নজর কেড়েছে।

জঞ্জাল সাফাইয়ে হিমসিম পুরনিগম

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় পাল্লা দিয়ে বহুতল নির্মাণ হচ্ছে। শহরে বসবাসকারীর সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে জঞ্জালের পরিমাণ। পরিস্থিতি এমন যে, এবারের দীপাবলিতে শহরের আবর্জনা সাফাইয়ের জন্য অতিরিক্ত গাড়ি ভাড়া করার পরও হিমসিম খেতে হয় পুরনিগমকে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে প্রতিবছর পুজোর সময় শহরে জঞ্জাল পরিষ্কারের জন্য বাড়তি শ্রমিক কাজে লাগানো হয়। যাতে কোনওভাবেই উৎসবের দিনগুলোতে যেখানে-সেখানে নোংরা জমে না থাকে। তবে এবার দীপাবলির কিছুদিন আগে থেকে যে পরিমাণ জঞ্জাল জমে থাকতে শুরু করেছে, সেটা কার্যত নজিরবিহীন। এর আগে নাকি কখনও এত জঞ্জাল সরাতে হয়নি পুরনিগমকে। অতিরিক্ত গাড়ি ভাড়া করেও সমস্যা মেটানো যাচ্ছে না বলে দাবি।

প্রশ্ন উঠছে, বাড়ি বাড়ি এত আবর্জনা জমছে কীভাবে?

পুরনিগমের কর্মীদের যুক্তি, শহরে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে বহুতল। বিশেষ করে ফ্ল্যাট নির্মাণের হারে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে শহরে বসবাসকারীর সংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে যাবে। পাশাপাশি রয়েছে অসচেতনতা। অনেকের অভ্যেস, বাড়ির সামনে বা আশপাশে যত্রতত্র জঞ্জাল ফেলে রাখা। শহর ঘুরলে চোখে পড়বে, বহু জায়গায় অব্যবহৃত জিনিসপত্রের স্তূপ জমে পথের ধারে।

জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পরিষদের সদস্য মানিক দে'র বক্তব্য, 'শহরে ফ্ল্যাটগুলির চারপাশে জঞ্জালের স্তূপ দেখা যায়। অনেকে অব্যবহৃত আসবাবের অংশ ফেলে রাখছেন। সেসব পুরনিগমকে পরিষ্কার করতে হয়।'

জানা গিয়েছে, এবার পুজো উপলক্ষ্যে নিকাশিনালা সাফাইয়ের জন্য নিয়োগ করা ২৫০ শ্রমিককে বিভিন্ন পুজো প্যান্ডেলের সামনে কাজে লাগানো হয়েছে। তাছাড়া বেশ কিছু আর্থমুভার আর ডাম্পার ভাড়া করা হয়। এদিন সেবক রোড, হিলকার্ট রোডে কলা গাছ ও ফুল ব্যবসায়ীদের একাংশ নির্দিষ্ট সময়ের পর অবিক্রীত জিনিস রাস্তায় রেখে চলে যান। পুরনিগমের তরফে বিকেলের মধ্যে সেসব সরিয়ে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন মানিক।

হিলকার্ট রোডে জঞ্জাল সাফাই। বৃহস্পতিবারের ছবি।

উদ্বেগের কারণ

- পুজো উপলক্ষ্যে নিকাশিনালা সাফাইয়ের জন্য নিয়োগ ২৫০ শ্রমিক
- ভাড়া করা হয়েছিল বেশ কিছু আর্থমুভার ও ডাম্পার
- দীপাবলির কিছুদিন আগে থেকে যত জঞ্জাল জমে থাকছে, তা নজিরবিহীন
- অতিরিক্ত গাড়ি ভাড়া করেও সমস্যা মেটানো যাচ্ছে না বলে দাবি
- ফ্ল্যাটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেড়েছে বাইরে থেকে আসা মানুষের বসবাস
- মনে করা হচ্ছে সেই কারণে আবর্জনার পরিমাণ লাগাম ছাড়াচ্ছে

সড়কে উচ্ছেদ থমকে

ইসলামপুর, ৩১ অক্টোবর : বিগত কয়েকমাস ধরে সাবধানবার্তা দিলেও ইসলামপুর শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়কের দু'পাশে নিকাশিনালার ৬০ শতাংশ জবরদখল সরাতে ব্যর্থ পুরসভা কর্তৃপক্ষ। এই ইস্যুতে ইসলামপুর পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতির ভূমিকা নিয়ে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের অন্দরে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। কারণ, বরাবর উচ্ছেদের পক্ষে থাকা ব্যবসায়ী সমিতি এখন কিছুটা ঢিলেমি দিয়েছে বলে অভিযোগ।

এদিকে, সমিতি এবং পুর প্রশাসনের কথা মেনে যে ৪০ শতাংশ ব্যবসায়ী দখল সরিয়েছেন আগে, তাঁরা এখন ভীষণ অসন্তুষ্ট। একাংশ বলছেন, 'ব্যবসায়ী সমিতির ভূমিকা এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকা উচিত ছিল। পুজোর মুখে আমাদের আর্থিক ক্ষতি হল। অথচ বহালতবিয়তে ব্যবসা চালাচ্ছেন বাকিরা।'

ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী অবশ্য যুক্তি দিচ্ছেন, 'ফুটপাথের কাজ শেষ হলেই জবরদখল সরাতে সাংগঠনিকভাবে হস্তক্ষেপ করা হবে।' একই বিষয়ে পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের দাবি, 'কালীপুজোর পর শুরু হবে উচ্ছেদ অভিযান।'

ইসলামপুর

রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণ নিয়ে ইসলামপুর শহরের রাজনীতিতে কম বিতর্ক হয়নি। উচ্ছেদের বিরোধিতা করে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি পর্যন্ত হয়েছে। মহকুমা প্রশাসনের জারি করা একাধিক উচ্ছেদ নোটিশ ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায় পুরোমাত্রায়। বর্তমানে রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণ সম্পন্ন। জোরকদমে চলছে পেভার্স ব্লক বসিয়ে ফুটপাথ নির্মাণ। যদিও নিকাশিনালা দখলমুক্ত করতে পুরসভা, প্রশাসন এবং ব্যবসায়ী সমিতি শুরুতে যতটা হইহই করে মাঠে নেমেছিল, এখন সেই ছবি উধাও বলে দাবি অনেকের। সমিতির সম্পাদকের কথায়, 'সাংগঠনিকভাবে আমরা জবরদখল উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর। পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ঠিক নয়।' কানাইয়া জানিয়েছেন, পুজোর কারণে অভিযান আটকে। ফের শুরু হবে।

জরুরি তথ্য

(বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

- জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	৩
ও পজিটিভ	-	৪
এবি পজিটিভ	-	০

স্কুল সাজাতে ছুটির দিনেও শ্যামলীরা

জলপাইগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : স্কুলকে ভালোবাসা হয়তো একেই বলে। ছুটির দিনেও তাই তো ছবি, পারমিতা, শ্যামলী, শ্রেয়া, চন্দনা সহ ১৫ জন ছাত্রী ছুটে আসে নিজেদের বিদ্যানিকেতনকে আলোর রোশনাইতে ভরিয়ে তুলতে। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয় এতেই আলোকময় হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা

কোয়েলী রায় বর্মন বলেন, 'বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে একতা ও সৌভ্রাতৃত্ব বোধ জাগিয়ে তোলার জন্যই এই উদ্যোগ। ছাত্রীরা সকলেই খুব খুশি। আগামীতে বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ যেন আরও উজ্জ্বল হয় এই প্রার্থনা করলাম সকলে।' অন্যদিকে দশম শ্রেণির ছবি রায় বলে, 'আমাদের মন খারাপ হচ্ছিল। বাড়ি সাজবে আর বিদ্যালয় অন্ধকারে থাকবে। প্রধান শিক্ষিকাকে জানাতেই তিনি মত দিতেই সাজিয়ে তুললাম।'

প্রয়াণ দিবসে ইন্দিরাকে শ্রদ্ধা

শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : ইন্দিরা গান্ধির প্রয়াণ দিবস পালন করল দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার জেলা কার্যালয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলার সাধারণ সম্পাদক জীবন মজুমদার, অভিষেক মালাকার, শাহনাওয়াজ হুসেন সহ অন্যরা। একই কর্মসূচি নিয়েছিল ইন্দিরা গান্ধি স্মৃতিরক্ষা কমিটি। এদিন সকালে ওই কমিটির সদস্যরা তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করেন। ছিলেন দীপক শীল, সুব্রত কর প্রমুখ। এদিন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের ২৩ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি। কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল, বাবলু পাল, প্রদ্যুৎ কর প্রমুখ।

মানবকল্যাণে জনকল্যাণ আশ্রমে পুজো

শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : মানুষ শব্দের প্রথম অক্ষরই যে 'মা', তাই মানুষকে উপেক্ষা করে কখনও 'মা'কে পাওয়া যায় না। গুরুদেব সুধীনকুমার মিত্রের এই বাণীকে সামনে রেখেই সব মানুষকে উৎসর্গ করে আদ্যামায়ের পুজো হল হাকিমপাড়ার মাতৃসংঘ জনকল্যাণ আশ্রমে। চিরাচরিত প্রথা নয়, একদম ভিন্ন আচারে পুজো হয় এখানে। পুজোর অঙ্গ হিসেবে হয় গান, শ্লোক পাঠ, যজ্ঞ। আখ, চালকুমড়ো এইসব বলি দেওয়া হয়। মায়ের পুজোর আয়োজন দেখছিলেন উদয় সেনগুপ্ত, সমীর তালুকদার, মদন ভট্টাচার্য, সমীরণ কর। সমীরণ জানান, আগে পুরো পুজোটাই গুরুদেব নিজের হাতেই করতেন। ভক্তেরা শুধু তা উপভোগ করতেন। এখনও সেই রীতি মেনেই পুজো হয়।

শিলিগুড়ি

১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমের মূল লক্ষ্যই মানবসেবা বলে জানান মদন ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, শিলিগুড়িতে ৪১ বছর ধরে মানুষের সেবা করে আসছে মাতৃসংঘ জনকল্যাণ আশ্রম। আশ্রমে চলা নানান সামাজিক কাজকর্মের কর্মব্যস্ততায় দেখা গেল ভক্তদের। দেখা গেল রোগীদের লম্বা লাইন। কেউ এসেছেন চোখ দেখাতে, কেউ আবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য।

আশ্রমে অত্যাধুনিক ল্যাব, চোখ, দাঁত সহ নানান বিভাগ রয়েছে। এছাড়া বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা সব পরিষেবা দিয়ে আসছেন তাঁরা। গুরুদেব বলে গিয়েছিলেন, সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে দিতে হবে। তাই স্বাস্থ্যের পাশাপাশি শিক্ষার জগতে দুঃস্থ পড়ুয়াদের পাশে রয়েছে আশ্রম বলে জানান উদয়। বলেন, 'আমরা জলপাইগুড়ির রানিনগরে একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খুলেছি। সেখানে দুঃস্থ শিশুরা কম খরচেই ইংরেজিমাধ্যমে পড়ার সুযোগ পাবে।' প্রতি বছর প্রায় ২০০ পড়ুয়াকে বৃত্তি দেওয়া হয়। এছাড়া দুঃস্থ পড়ুয়াদের পড়াশোনার সুবিধার্থে নানান সরঞ্জামও দেওয়া হয়ে থাকে।

বাসি খাবার বিক্রিতে প্রশ্নে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : ফাস্ট ফুডের দোকানের সামনে খাদ্য সুরক্ষার লাইসেন্স ঝুলছে। অথচ চপে কামড় দিতেই এক ক্রেতা বলে উঠল, 'তরকারিতে গন্ধ কেন? বাসি দিয়েছেন নাকি?' দোকানে তখন বেশ কয়েকজন খদ্দের দাঁড়িয়ে। কেউ মোগলাই, কেউ কাটলেট অর্ডার দিয়েছেন। তাঁরাও খাবার না কিনেই চলে গেলেন। ঘটনাটি বুধবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি শহরে ডিবিসি রোডের এক ফাস্ট ফুড দোকানের। ক্রেতাদের অনেকেরই অভিযোগ, খাদ্য সুরক্ষার লাইসেন্স দিয়ে দায় সারছে সরকার। ওই ক্রেতা তাপস মালাকার বললেন, 'চপে কামড় দিতেই একটা পচা গন্ধ নাকে এল। প্রতিবাদ করতেই ওই ব্যবসায়ী তাঁর দোকানের সামনে টাঙানো ফুড সেফটির লাইসেন্স দেখাচ্ছেন। এদেরকে কীসের ভিত্তিতে লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে সেটাই আমার প্রশ্ন।' যদিও ওই দোকানদার অভিযোগ অস্বীকার করেন।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক রাজেন রাইয়ের বক্তব্য, 'লাইসেন্স দেওয়ার পরেও জেলাজুড়ে আমাদের নিয়মিত নজরদারি চলছে। বিশেষ করে উৎসবের দিনগুলোতে আমরা খাবারের দোকানগুলোতে নজরদারি চালিয়ে থাকি। বেশ কিছু দোকান থেকে খাবারের নমুনাও সংগ্রহ করেছি। খারাপ কিছু নজরে এলে ব্যবসায়ীকে সতর্ক করার পাশাপাশি তাঁকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে।'

জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যে মেলা হচ্ছে সেখানকার খাবারের দোকানেও অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানালেন তিনি। গত এক মাসে জলপাইগুড়ি শহর এবং শহরতলি এলাকায় ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ১৫-২০টি খাবারের দোকান খুলেছে। এছাড়াও পুরোনো দোকানগুলো রয়েছে। শহরের মোড়ে মোড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো বিরিয়ানির দোকান গজিয়ে উঠেছে। বিক্রিও হচ্ছে দেদার। কিন্তু ওই বিরিয়ানি আদৌ কতটা স্বাস্থ্যকর তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। লাইসেন্স পেতে হলে যে নিয়ম মানা দরকার ব্যবসায়ীরা তা মানছেন না বলে অভিযোগ। ওইসব দোকানের রান্নার জায়গা কতটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে না।

ফাস্ট ফুডের দোকানে ভিড়। জলপাইগুড়িতে।

কিছুদিন আগে সদর মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে শহরের কয়েকটি স্কুলের সামনে খাবারের দোকানে অভিযান চালানো হয়েছিল। কিছু ফাস্ট ফুডের স্টলে নিম্নমানের সস ব্যবহার হচ্ছে বলে অভিযোগ। ওই সব ব্যবসায়ীকে দোকান বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ক'দিন পরেই আবার সেই স্কুলগুলোর সামনে একই ছবি। আরেক ক্রেতা রেশমি সরকারের অভিজ্ঞতা, 'দুর্গাপুজোর সময় এক দোকান থেকে বিরিয়ানি কিনে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। মাংসে কামড় দিতেই বুঝলাম বাসি। পরদিন অভিযোগ করেছি কিন্তু দোকানদার বিষয়টি অস্বীকার করলেন।'

শিলিগুড়িতে পুজোয় ফুলের বাজার চড়া

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : কেউ কাঁকভোরেই বেরিয়ে পড়েছেন জবা ফুল কেনার জন্য। আবার কেউ গাঁদা কিনবেন বলে ব্যাগ নিয়ে এসেছেন। শহরের বিভিন্ন রাস্তার ধারে সকাল থেকেই গাঁদা, জবা ফুল ও পদ্মের সম্ভার নিয়ে বসেছিলেন ব্যবসায়ীরা। এদিন ফুল যে শুধু শ্যামাপুজোর জন্য বিক্রি হচ্ছে তা নয়, অনেকের বাড়িতে আবার লক্ষ্মীপুজোও। সেই উপলক্ষ্যে গাঁদার বিক্রি ছিল তুঙ্গে। তবে এবছর ফুলের দামে ছ্যাঁকা খেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। দুটি পুজো একই দিনে পড়ায় মানুষকে যেমন বেশি দাম দিয়ে ফুল, কলা গাছ কিনতে হচ্ছে তেমনই জোগান কম থাকারও গল্প শোনা যাচ্ছে।

এদিন সেবক রোডে বসে সারি সারি ফুলের অস্থায়ী দোকান। গত বছর যে মালা ২৫ থেকে ৩০ টাকা দরে বিকোচ্ছিল এবার সেই গাঁদার মালা ৫০ থেকে ৬০ টাকা দরে বিকোচ্ছে। ১০৮টি ফুল দিয়ে তৈরি জবা ফুলের মালার দাম ৫৮০ থেকে ৬৫০ টাকা। গতবছর এই মালার দাম ছিল ৪৫০ টাকা।

এদিন বাজার করতে এসে রাজু দত্ত বলছিলেন, 'এ বছর দামটা খুব বেশি। তাই অল্প ফুলেই মাকে খুশি করতে হচ্ছে।' বাড়ি ও দোকানের জন্য গাঁদা ফুল কিনতে বাজারে এসেছিলেন অনুরাগ শর্মা। বলছিলেন, 'এ বছর যা গাঁদার দাম তাতে বেশি গাঁদা কিনতে পারা যাচ্ছে না। তাই কয়েক পিস গাঁদা ও কলা গাছ কিনেছি। গতবছরের থেকে দাম বেশি রয়েছে।'

দাম বৃদ্ধির কথাটা অবশ্য স্বীকার করে নিচ্ছেন ব্যবসায়ী রণপদ সেন। বলছিলেন, 'এবছর রানাঘাট, নদিয়া থেকে ফুল এসেছে। তবে এবছর ফুলের জোগানটা কম। তাছাড়া দুই পুজোয় বিক্রিটাও বেশি। দামটা গতবছর থেকে বেশিই আছে।' এবছর জবার দাম অন্যান্য বছর থেকে বেশি বলে জানান শুভ সরকার। এদিন ফুল বিক্রির পাশাপাশি বলছিলেন, 'এবছর জবার দামটা যথেষ্ট বেশি রয়েছে।'

ফুল কেনাকাটা। বৃহস্পতিবার হিলকার্ট রোডে। ছবি : তপন দাস

দ্বিগুণ হারে

- গতবার গাঁদার মালার দাম ছিল ২৫ থেকে ৩০ টাকা
- সেই মালা এবছর ৫০ থেকে ৬০ টাকায় বিকোচ্ছে
- ১০৮টি জবা ফুলের মালার দাম ৫৮০ থেকে ৬৫০ টাকা
- গত বছর জবার এই মালার দাম ছিল ৪৫০ টাকা

মাল অতিথিনিবাস কেলেঙ্কারি

স্বপনের হয়ে ব্যাট ধরলেন অমিত

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : শিলিগুড়িতে থাকা মাল পুরসভার অতিথিনিবাস কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়েছে স্বপন সাহার। তারপরেই আগ বাড়িয়ে তাঁর হয়ে ব্যাট ধরে বিতর্ক বাড়ালেন তৃণমূলের মাল শহর ব্লক সভাপতি অমিত দে। বুধবার পুরসভার একটি প্রতিনিধিদল অতিথিনিবাস পরিদর্শন করে। অতিথিনিবাসের লিজ নিয়ে অনিয়মের কথা স্বীকার করে স্বপনের বিরুদ্ধে তদন্তের কথাও বলেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার হঠাৎ করেই সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ওই ইস্যুতে স্বপনের হয়ে সাফাই দেন অমিত। তিনি দাবি করেন, বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা করে নিয়ম মেনেই অতিথিনিবাস লিজ দেওয়া হয়েছিল। বিজেপির কাছে ভালো সাজতে দলের কয়েকজন কাউন্সিলার তা নিয়ে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছেন। পা বাড়িয়ে অমিত কেন বহিষ্কৃত স্বপনের হয়ে ওকালতি করতে মাঠে নামলেন তা নিয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

অমিতের বক্তব্য, 'অতিথিনিবাস সংক্রান্ত কোনও আর্থিক দুর্নীতির ব্যাপার নেই। তাই তদন্তের প্রশ্ন ওঠে না। পুরসভার আয় বাড়াতেই অতিথিনিবাস সংস্কার করে কীভাবে নতুন করে ব্যবহার করা যায় তা নিয়েই বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে।' সাংবাদিকদের সামনে স্বপনের গুণগানও করেন অমিত। বলেন, 'স্বপন সাহাই মালবাজারে তৃণমূলকে দাঁড় করিয়েছেন। আমরা সবাই তাঁর হাত ধরেই রাজনীতিতে এসেছি।'

অমিত পেশায় মাল পুরসভার টাইপিস্ট। পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ের আলোচ্য বিষয় বা কাউন্সিলারদের নিয়ে তাঁর কথা বলার এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন একাধিক তৃণমূল কাউন্সিলার। তবে বিতর্ক এড়াতে কেউই প্রকাশ্যে আসতে চাননি। এক কাউন্সিলারের কথা, 'অতিথিনিবাস সম্পূর্ণ পুর প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সেটা কীভাবে চলবে বা লিজ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনিময় হয়েছে কি না সেগুলি পুর কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখবে। ওই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমে বলার জন্য পুরসভা কাউকে মুখপাত্র হিসাবে নিযুক্ত করেনি।' অমিতের সাংবাদিক বৈঠক নিয়ে জেলা তৃণমূল নেতারাও মুখ খুলতে চাননি।

অতিথিনিবাসের লিজ কেলেঙ্কারি নিয়ে তদন্ত হলে কি অনেকেই ফেঁসে যেতে পারেন? সেটা বুঝতে পেরেই কি স্বপনকে আড়াল করে তদন্ত ধামাচাপা দিতে চাইছেন অমিত? এইসব প্রশ্ন ঘুরছে রাজনৈতিক মহলে। যদিও অমিতের সাফাই, 'পুরকর্মী হিসাবে নয়, যা বলেছি সেটা দলের ব্লক সভাপতি হিসাবেই বলেছি।' তাহলে কি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্বহীন করে পার্টি অফিস থেকেই পুরসভা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে তৃণমূল? অমিতের বক্তব্য, 'আমাদের তেমন উদ্দেশ্য নেই।'

পুরসভা নিয়ে যা বলার সেটা ভাইস চেয়ারম্যান এবং পুর আধিকারিকরা বলবেন।' তাহলে বুধবার অতিথিনিবাস নিয়ে ভাইস চেয়ারম্যান ব্যাখ্যা দেওয়ার পরেও কেন তিনি অতিথিনিবাস নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি অমিত।

বুধবার গভীর রাতে হাতির হামলা থেকে কোনওরকমে রক্ষা পাওয়া তিন ভাইবোন। লুকসানে।

প্রাণে বাঁচলেন তিন ভাইবোন

নাগরাকাটা, ৩১ অক্টোবর : হাতির হামলা থেকে অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন তিন ভাইবোন। ঘটনাটি ঘটে বুধবার গভীর রাতে লুকসান বাজারে। এলাকার কুজি ডায়না নদীর ছটঘাট সংলগ্ন এলাকার একটি বাড়িতে দলছুট দাঁতাল অতর্কিতে হামলা চালায়। দাঁতালটি বাড়ির দেওয়ালের একাংশ ভেঙে ফেলে। ঘরের ভেতরে সেসময় ঘুমিয়ে ছিলেন দাদা উপেন্দ্র শা সহ তাঁর দুই বোন। উপেন্দ্রর শরীরের ওপর দেওয়ালের ইট ভেঙে পড়তেই তিনি দুই বোনকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তাঁদের নিয়ে পালান। ওই তরুণের কথায়, 'দেওয়ালে ধাক্কা মারার শব্দ শুনেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এরপর একটি ইট শরীরের ওপর খসে পড়ে। বুঝতে আর বাকি ছিল না এটা কার কাজ।' বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'হাতির গতিবিধির প্রতি বনকর্মীরা নজর রেখে চলেছেন।'

এদিকে বুধবার রাতে ক্যারন চা বাগানে অন্তত ২৫টি হাতির একটি পাল ঢুকে পড়ে। শ্রমিক মহল্লায় তাণ্ডব চালানোর আগেই ডায়না রেঞ্জের বনকর্মীরা গিয়ে সেগুলিকে সরিয়ে দেন। হাতির পালটি বাগানের ফেন্সিংয়ের একাংশ তছনছ করে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পালটি এখন প্রতি সন্ধ্যায় ডায়নার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ধরণীপুর চা বাগানের করিডর ধরে অন্যত্র ঢুকে পড়ছে। লুকসানের বাড়িতে হামলার পেছনে ওই পাল থেকেই বেরিয়ে পড়া একটি হাতি ছিল বলে অনুমান। এদিকে কালীপুজো ও দীপাবলি উপলক্ষ্যে এদিন ক্যারন, ধরণীপুর সহ গোটা লুকসান এলাকাই ছিল জমজমাট। হাতির পাল যাতে লোকালয়ে না ঢোকে সেকারণে বন দপ্তর বিকেল থেকেই ধরণীপুরের করিডরে নজরদারি শুরু করে।

ব্রাজিলে সুকান্তর মুখে গান্ধি-ম্যান্ডেলা কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার, ব্রাজিলে আন্তর্জাতিক স্তরের শিক্ষা মন্ত্রীদের জি২০ বৈঠকে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। ৩০-৩১ অক্টোবর ব্রাজিলের ফোর্তালেজায় অনুষ্ঠিত হয় জি২০ শিক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠক। ফোর্তালেজার সিয়ারা ইভেন্টস সেন্টারের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী উদ্যোগ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং গুণগত শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করে।

এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাথমিক শিক্ষামন্ত্রী সিভিয়ে গওয়ারুবের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে আমি সম্মানিত। আমরা উভয়ে আমাদের শিক্ষাগত অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং এটি আমাদের অভিন্ন মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।'

ব্রাজিলে জি২০ শিক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে সংবর্ধিত সুকান্ত মজুমদার।

তিনি জানিয়েছেন, 'আমাদের আলোচনায় স্বচ্ছ বিদ্যালয় অভিযানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যা শিশুদের জন্য পরিচ্ছন্ন এবং অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।' তিনি আরও জানান, আইটিইসি এবং আইসিসিআর বৃত্তিমূলক শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা আমাদের যুব সমাজকে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে সক্ষম করবে। আমরা গান্ধী-ম্যান্ডেলা শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও কথা বলেছি, যা সংস্কৃতি বিনিময় এবং সৃষ্টিশীলতাকে উৎসাহিত করবে।'

পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সভাপতি জানিয়েছেন, 'শিক্ষাক্ষেত্রের এই পরিবর্তনশীল পরিমণ্ডলে আমরা নতুন ইউজিসি নিয়মাবলীর অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় অংশীদারিত্বের বিষয়েও আলোচনা করেছি এবং শিক্ষাগত সহযোগিতার জন্য একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছি।'

বিদ্যুৎ পৌঁছাতে পদক্ষেপ

বেলাকোবা, ৩১ অক্টোবর : দশদরগায় অন্ধকারে থাকা পরিবারগুলির বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পদক্ষেপ করল বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি। বেশকিছু নথি নিয়ে শুক্রবার ওই পরিবারগুলিকে অফিসে দেখা করতে বলেছেন কোম্পানির প্রতিনিধিরা।

বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে কোম্পানির তিন প্রতিনিধি সুন্দর দাস এবং বাকি অভিযোগকারীদের বাড়িতে সরেজমিনে তদন্তে যান। কোম্পানির দাবি, সুন্দর দাস বিদ্যুতের জন্য আবেদন করার কথা বললেও তার স্বপক্ষে কোনও কাগজ দেখাতে পারেননি। বাকি অভিযোগকারীরা আবেদনই করেননি বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে, কোম্পানির প্রতিনিধিরা তাঁদের জমির নথি, আধার ও ভোটার কার্ড নিয়ে শুক্রবার জলপাইগুড়ি অফিসে সকাল সাড়ে দশটায় দেখা করতে বলেছেন।

জলপাইগুড়ি সদর দপ্তরের ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার অনন্য রায় বলেন, 'অভিযোগকারীদের বাড়িতে গিয়ে আমাদের তিন প্রতিনিধি বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য যেসব নথিপত্র দরকার সেগুলি সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের শুক্রবার জলপাইগুড়ি অফিসে দেখা করতে বলা হয়েছে। কাগজপত্র ঠিক থাকলে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা টয়ট্রেনের

শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : দুর্ঘটনার কবলে পড়ল টয়ট্রেন। বৃহস্পতিবার কাকঝোরায় একটি চার চাকার গাড়ির সঙ্গে টয়ট্রেনের সংঘর্ষ হয়। তবে কোনও হতাহতের খবর নেই।

ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় দেশি-বিদেশি পর্যটকদের মধ্যে। এলাকায় ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। ঘটনায় চার চাকার গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গাড়িটি সরানোর পর টয়ট্রেন চলাচল শুরু হয়। জয়রাইডটি এদিন ঘুম থেকে দার্জিলিংয়ে যাচ্ছিল।

পুড়ে ছাই বাড়ি

ময়নাগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : দীপাবলির রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুরে ছাই হয়ে গেল একটি বাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ খদ্দিরমাঠ এলাকায়। বাড়ির মালিকের নাম গৌরাঙ্গ সরকার। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্রের কর্মীরা গিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কীভাবে আগুন লাগল তা স্পষ্ট নয়। বাড়ির মালিকের বক্তব্য, শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে। স্থানীয়দের বক্তব্য, দীপাবলির বাজির থেকেও আগুন লাগার সম্ভাবনা রয়েছে।

২ কিশোর ধৃত

তুফানগঞ্জ, ৩১ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার অসম সীমানা ঘেঁষা চর গোপালেরকুঠি এলাকায় অভিযান চালিয়ে চুরি যাওয়া একটি মোটরবাইক উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। এই ঘটনায় যুক্ত অভিযোগে দুই কিশোরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত সোমবার তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বালাভূতের কালজানি নদীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা। সেদিন বাইকটি চুরি যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পুজো চলছে। মমতার পাশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ পরিবারের সকলে। বৃহস্পতিবার।

মহিলা স্পেশাল বাস চালু ১৪ নভেম্বর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর একমাস আগে ঘোষণা হয়েছিল। কিন্তু এখনও চালু হয়নি লেডিস স্পেশাল বাস। তবে পুজোর মরশুম শেষ হতেই পরিষেবা চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)। আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে আলিপুরদুয়ার থেকে কোচবিহার রুটে লেডিস স্পেশাল বাস চালানোর পরিকল্পনা নিগমের। তবে এই পরিকল্পনায় আপাতত শিলিগুড়ি নেই।

এনবিএসটিসি'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইয়ের বক্তব্য, 'নভেম্বরের ১৪ তারিখ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার রুটে লেডিস স্পেশাল বাস চালু করার পরিকল্পনা হয়েছে। তবে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা গরে না ওঠায় এখনই শিলিগুড়ি থেকে পরিষেবা চালু করা যাচ্ছে না।' আরজি কর কাণ্ডের আবহে গত ১২ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউসে নিগমের বোর্ড মিটিং হয়। সেই মিটিংয়ে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় লেডিস স্পেশাল বাস চালু করার কথা বলার পর থেকে বাড়তি আকর্ষণ তৈরি হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে। রুটের কথাও ঘোষণা করেছিলেন চেয়ারম্যান। পার্থপ্রতিম সেইসময় জানিয়েছিলেন, পুজোর আগে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার রুটে এই বাস পরিষেবা চালু হবে। তবে ঘোষণার পর থেকে নিগমের অন্দরে একাধিক প্রশ্ন ওঠে। লেডিস স্পেশাল বাসের বিশেষত্ব এখানে মহিলা কনডাক্টর থাকবেন। নিগমে মহিলা কর্মী থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ না হওয়ায় সেই সংখ্যাটা বর্তমানে কমে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরে মহিলা কর্মীরা নিগমের অন্দরে কাজ করেছেন। বাইরে কাজ করার জন্য তাঁদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাতে যে সময় লাগবে, তা স্বীকার করেছেন নিগমের কর্তারা। অতএব পুজোর মরশুমে পরিষেবা যে চালু করা যাবে না, তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

এমতাবস্থায় নিগমকে নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না কর্তাদের। আপাতত পুজোর মরশুম শেষ হলে আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার রুটের ওপরে নজর দিতে চাইছে নিগম। এক কর্তা বলেছেন, 'কোচবিহারে হেড অফিস থাকায় পরিচালনার ক্ষেত্রে যদি কোনও সমস্যা হয়, তা সমাধান করা যাবে।'

কর্মীর অভাব

- ১২ সেপ্টেম্বর লেডিজ স্পেশাল বাস ঘোষণা হয়
- ১৪ নভেম্বর থেকে আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার রুটে চলবে বাস
- এনবিএসটিসিতে প্রশিক্ষিত মহিলা কর্মীর অভাব
- তাই মহিলা কনডাক্টর নিযুক্ত করতে সময় লাগবে

মমতার বাড়ির কালীপুজোয় অভিষেক

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির কালীপুজোয় দেখা গেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর সঙ্গে ছিল মেয়ে আজানিয়া। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে কালী প্রতিমার উদ্দেশ্যে প্রণাম করতে দেখা যায়। প্রণাম করেন মুখ্যমন্ত্রীকেও। দুজনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথাও হয় বলে সূত্রের খবর। সম্প্রতি বিদেশে অভিষেকের চোখের অপারেশন হয়েছে। সেকারণে চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে এদিন কালো চশমা পরে পুজোয় হাজির হয়েছিলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পুজো এবছর ৪৭তম বর্ষে পড়ল। অন্য বছরের মতো এবারও তাঁকেই পুজোর সবকিছু তদারকি করতে দেখা যায়। বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক নেতা-নেত্রীকে পুজোয় দেখা গিয়েছে। হলুদ-লাল শাড়ি, সোনার গয়নায় 'দিগম্বরী'র ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন মমতা। সকলকে দীপাবলির শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন তিনি।

অপারেশন বন্ধ

প্রথম পাতার পর

প্রত্যেকেই একে অপরের ঘাড়ে দায় চাপানোর চেষ্টা করেন। পূর্ত দপ্তর জানিয়ে দেয়, জল মেডিকেলে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের। স্থানীয়ভাবে জল সরবরাহ তারা দেখে। কিন্তু মেডিকেলের রিজার্ভারেই বুধবার থেকে জল আসেনি। এর পরেই জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সঙ্গে কথা বলা হয়।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কেশব কুমার বলেছেন, 'গেইল গ্যাসের পাইপলাইন পাততে গিয়ে উত্তরকন্যার উলটো দিকে ফুলবাড়ি থেকে আসা মেডিকেলের জলের পাইপলাইন ফুটো করে দিয়েছিল। যার ফলে বুধবার জল সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। পাইপের এই ফুটো খুঁজে বের করতে অনেকটা সময় লাগে। তবে, বৃহস্পতিবার থেকে জল সরবরাহ স্বাভাবিক হয়েছে।'

বিএসএফের দীপাবলি উৎসব পালন। তপনের আটিলায়। বৃহস্পতিবার।

বৃষ্টি মাথায় রাস্তায়

প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবাড়ি ডিবিসি ক্লাবের কালীপুজোর সূচনা হয়। সন্ধ্যায় বৃষ্টির জন্য সেইভাবে পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় না হলেও রাতে বৃষ্টি কমতেই মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে। ওদলাবাড়িতে সন্ধের কয়েক পশলা বৃষ্টিও কালীপুজো তথা দীপাবলির আনন্দে ছেদ টানতে পারেনি।

গঙ্গার নীচ দিয়ে মেট্রো সফরের অনুভূতি নিতে কালীপুজোর সন্ধেয় ময়নাগুড়িতে মানুষের ঢলের অন্যতম অভিমুখ ছিল জাগরণী সংঘের মণ্ডপের দিকে। এদিনই উদ্বোধন হয় হাসপাতালপাড়া শিবাজি সংঘের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের পুজো, ময়নাগুড়ি ফুটবল ময়দান ইস্টার্ন ইয়াং অ্যাসোসিয়েশনের পুজো এবং নিউ ভারত সংঘের পুজোর। চোখে পড়ার মতো ভিড় হয়েছে ময়নামাপাড়া ইয়ুথ ক্লাব, বিবেকানন্দ ক্লাব, সাগরদ্বীপ ক্লাব, উজ্জ্বলার পুজোয়।

এদিন ভিড় যেন বাঁধভাঙা জলের মতো ফেটে পড়েছিল ধূপগুড়ির বুকে। দু'-তিনদিন আগে থেকেই সমস্ত পুজোমণ্ডপ উদ্বোধন হয়ে যাওয়ায় এদিন শুরু থেকেই চরমে ছিল পুজোমণ্ডপ ঘুরে দেখার ভিড়। স্থানীয় মানুষের পাশাপাশি রাত বাড়তেই বাইরে থেকে আসা দর্শনার্থীর ঢল নামে শহরে। শহরের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা মায়ের থান মন্দিরে এদিন কালীপুজো উপলক্ষ্যে ছিল উপচে পড়া ভিড়। সন্ধেয় বৃষ্টি কিছুটা পিছটান দিলেও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। এসটিএস ক্লাবের তাকলাগানো মণ্ডপে যেমন মানুষের ভিড় ছিল তেমনি সুহৃদ সংঘ, নেতাজিপাড়া, শান্তি সংঘের মণ্ডপগুলো কার্যত মন্ত্রমুগ্ধ করেছে দর্শনার্থীদের। আলো এবং আতশবাজির সঙ্গেই শব্দবাজিও দেদার ফেটেছে গভীর রাত পর্যন্ত।

দুর্ঘটনায় মৃত ৩

প্রথম পাতার পর

এদিন মৃতদের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানোর জন্য মেটেলি থানায় নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে মৃতদের পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। আহত সুখরাম ওরাওঁ বলেন, 'এদিন ভোরে আমরা মেয়েকে নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ উলটো দিক থেকে একটি ছোট গাড়ি এসে আমাদের গাড়িকে ধাক্কা মারে। মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু পালটে গেল।'

চালসা-মালবাজারমুখী জাতীয় সড়কের সাতখাইয়া মোড় এলাকাটি দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। এর আগেও ওই এলাকায় বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রাণহানির পাশাপাশি আহত হয়েছেন বহু মানুষ। দুর্ঘটনার পর ওই এলাকায় পুলিশের তরফে ট্রাফিক ব্যারিয়ার লাগানো হয়। দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় কোনও ট্রাফিক ব্যারিয়ার ছিল না। এদিনের দুর্ঘটনার পর ওই এলাকায় স্থায়ী ট্রাফিক ব্যারিয়ার লাগানোর পাশাপাশি পুলিশ ক্যাম্প বসানোর দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন বাসিন্দারা।

ডাওয়াগুড়িতে নিজের বাড়িতে ধর্ষিতা নাবালিকা

কোচবিহার, ৩১ অক্টোবর : বাড়িতে নিকটাত্মীয়ের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হল এক নাবালিকা। গত ২৩ অক্টোবর দুপুর ২টো নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের ডাওয়াগুড়ি এলাকায়। বিষয়টি নিয়ে ২৫ অক্টোবর কোচবিহার কোতোয়ালির মহিলা থানায় নাবালিকার পরিবারের তরফে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও ৩১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।

অষ্টম শ্রেণির ওই নাবালিকা নিজের বাড়িতেই প্রতিবেশী আত্মীয়ের দ্বারা ধর্ষিতা হওয়ায় সাধারণ মানুষ থেকে প্রশাসনের কর্তারা সকলেই বিস্মিত। আরজি কর কাণ্ডের পর মহিলারা হাসপাতালে সুরক্ষিত নন, কর্মস্থলে সুরক্ষিত নন, বাইরে সুরক্ষিত নন বলে আওয়াজ উঠেছিল। কোচবিহারে দেখা গেল সবচেয়ে সুরক্ষার জায়গা যে নিজের বাড়ি বা পরিবার, সেখানেও মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা বলেন, বিষয়টি তিনি খোঁজ নিয়ে দেখছেন।

আরজি কর কাণ্ড নিয়ে কোচবিহারে লাগাতার আন্দোলন করে যাওয়া রাত দখলের মেয়েদের অন্যতম নেত্রী চন্দ্রাণী ঘোষাল বলেন, 'এগুলো বন্ধ হবে কীভাবে? আরজি কর ঘটনা নিয়ে এত আন্দোলনের পরেও এখনও দোষীদের শাস্তি হয়নি। তাদের তদন্তই ঠিকমতো হচ্ছে না। আমরা দোষীদের শাস্তির দাবিতে হাজার চিৎকার করে যাঁদের কাছে বিচার চাইছি তাঁরা কান বন্ধ করে বসে আছেন। ফলে এরা আশকারা পেয়ে যাচ্ছে। তারা মনে করছে, যে এ ধরনের ঘটনা ঘটালে তো কোনও শাস্তি হয় না।'

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ডাওয়াগুড়ি এলাকায় ওই নাবালিকারা দুই বোন। বাবা একটি কোম্পানিতে ও মা একটি বেসরকারি হাসপাতালে কাজ করেন। বাড়ির পাশে নাবালিকার কাকা-জেঠুদের বাড়ি। থানায় নাবালিকার মায়ের করা অভিযোগ, গত ২৩ অক্টোবর তাঁরা স্বামী-স্ত্রী কাজে বাড়ির বাইরে ছিলেন। বাড়িতে দুই মেয়ে থাকলেও ঠাকুমা ছোট বোনকে নিয়ে পাশের বাড়িতে গিয়েছিলেন। দুপুর ২টা নাগাদ বড় মেয়ে ঘরে একা ছিল।

থমকাল আলোর উৎসব

প্রথম পাতার পর

এমন বৃষ্টিতে নির্ঘাত জ্বর আসবে, বক্তব্য তাঁদের। এই বৃষ্টির জন্য রাস্তায় যাঁরা বেরিয়েছেন, তাঁরা যেমন ভিজেছেন, তেমনই অনেকে আবার বাড়ি থেকে বের হতে পারেননি। রাতটা কাটিয়ে দেন তাঁরা ঘরবন্দি থেকেই, বিরক্তি প্রকাশ করতে করতে। উৎসবের আমেজ নষ্ট হয়েছে বাগডোগরা এবং মাটিগাড়ার একাংশেও। কেননা, শিলিগুড়িতে বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই বর্ষণ শুরু হয়ে যায় এই দুই এলাকায়। বাগডোগরায় নতুন সমস্যা তৈরি করে বিদ্যুৎ বিভ্রাট। বৃষ্টি শুরু হতেই বাগডোগরার বড় অংশ অন্ধকারে ডুবে যায়। প্রায় ১৫ মিনিট ধরে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল বিমানবন্দরের শহর। এখানেও কেউ ভিজেছেন, কেউ আবার ঘরবন্দি থেকেছেন। ফলে কালীপুজোর রাতের ছবিটা আর মণ্ডপে মণ্ডপে দেখা যায়নি। বৃষ্টিতে উৎসবের আমেজটাই উধাও হয়েছে।

বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে অবশ্য আকাশে দাপট ছিল শব্দদানবের। প্রায় প্রতিটি পাড়াতেই দেদার ফেটেছে নিষিদ্ধ শব্দবাজি। প্রতিবাদও হয়েছে অনেক জায়গায়। যেমন, হাকিমপাড়ার রাজা রামমোহন রায় রোডে মানুষের মিছিল মণ্ডপের পথ ধরেছিল। একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একদল ছেলে বাজি পোড়াচ্ছে। অধিকাংশ রকেট বোম আকাশে উড়ে গেলেও দু'একটা বাঁক খাচ্ছিল। হায়দরপাড়ার বাসিন্দা সব্যসাচী ঘোষকে বলতে শোনা গেল, 'ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বাজি ফাটালেই তো পারো। দেখছ কত মানুষ যাচ্ছে। যদি বিপদ ঘটে যায়।' নিজের কথা শেষ করার আগে তাঁকে শুনতে হল, 'এত ভয় যখন বাড়ি থাকলেই পারেন।'

পথচলতি আশ্রমপাড়ার তমাল বসু পুলিশের একশো ডায়ালের কথা বলতে অবশ্য ওই ছেলেগুলি আর সময় নষ্ট করেনি। মুহূর্তের মধ্যে এলাকাছাড়া। তবে প্রতিটি পাড়াতে আর ছিলেন না তমালরা। ঝামেলা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে সিংহভাগ মানুষই চেষ্টা করেছেন। ফলে সন্ধে হতেই শহরের প্রতিটি এলাকাতেই শুরু হয়ে যায় শব্দদানবের তাণ্ডব। রাত যত বেড়েছে, কান ঝালাপালা করে দেওয়া বাজির শব্দ ডেসিবেলের মাপকাঠিকে পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করেছে ততই। বায়ু দূষণে শ্বাসকষ্ট হয়েছে তাঁদেরও। রাত ৮টা নাগাদ শহরে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ২.৫ পার্টিকুলার ম্যাটারে প্রতি বর্গ কিউবিক মিটারে ২৪০। অর্থাৎ শহরের বায়ু অস্বাভাবিক বিষাক্ত। কালীপুজোর আগে থেকেই পুলিশি অভিযান শুরু হয়েছিল। নিষিদ্ধ শব্দবাজি আটক থেকে ধরপাকড়, এবছরও কম হয়নি। কিন্তু বাস্তবে ছবির কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। শেষ বাহাদুরি অবশ্য দেখিয়েছে আকাশ। শুক্রবার কি বৃষ্টি হবে? আকাশের মতিগতি বোঝা দুষ্কর, বলছেন আবহবিদরা।

বহু 'সত্যি'ই যখন মিথ্যে

প্রথম পাতার পর

কলকাতার নাগরিক সমাজ যাঁদের মুখ চেয়ে আন্দোলনে নেমেছিল, তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যখন কয়েক কোটি টাকা মেলে, তখন ধিক্কার জন্মায়। এতদিন কাদের জন্য প্রতিবাদে নেমেছিলাম পথে?

আসল প্রশ্ন অন্য। সেটা কোনও ডাক্তারই তোলেননি। কেন ডাক্তারদের এভাবে মুক্তকচ্ছ হয়ে রাজনীতি করতে হবে? রাজনীতি করা অন্যায় নয়। যে কেউ করতেই পারেন। কিন্তু ডাক্তাররা রাজনীতিতে ব্যস্ত হয়ে গেলে রোগীরা যাবে কাদের কাছে? কেন ডাক্তারদের এত দল, উপদল? গ্রামীণ রাজনীতির সঙ্গে ফারাক তো এখানেও রইল না। সবার শির ফুলিয়ে দাবি, তারাই ঠিক। নিন, বুঝুন, কে ঠিক।

আসল ইস্যু থেকে সরে যাওয়া দিদির দলের অন্যতম রোগ। রাধাগোবিন্দ কর হাসপাতালের মর্মান্তিক ঘটনায় দেখলাম, বিরোধীরাও একই দোষে দুষ্ট। হায় রে, সবচেয়ে শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের অন্যতম প্রতিনিধি ডাক্তাররাও এই ভাবনার শরিক। তাঁরাও আসল ইস্যু থেকে সরে গিয়েছেন বারবার।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকেও 'কভি হাঁ কভি না', এক এক বার এক এক কথা চূড়ান্ত হাস্যকর ঠেকেছে। ডাক্তারবাবুরা ঘাটালে বন্যাত্রাণে যতটা গিয়েছেন, ততটা মালদার ভূতনিতে যাননি। আরও বিরক্তিকর, রোগীদের ফেলে আন্দোলনে নেমে পড়া। রোগীদের দেখতে দেখতে পালা করে 'দুর্নীতিগ্রস্ত' সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে কী সমস্যা হত? ডাক্তারি পেশা তো আর পাঁচটা পেশার মতো নয়। সবাই এক একটা পক্ষ নিলে মুশকিল। সব পক্ষেরই দোষ আছে, গুণও আছে- এই নিরপেক্ষতা ডাক্তাররা দেখাতে পারেন না?

বেশ কিছুদিন আন্দোলন চলার পর ছবির মতো স্পষ্ট, আন্দোলনকারীরা অধিকাংশই বাম ও অতিবাম সমর্থক। বিজেপি ওখান থেকে সরে গেল নিঃশব্দে। ততদিনে আওয়াজ উঠেছে মোদির তোতাপাখি সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে। এতক্ষণে শুভেন্দু ও সুকান্ত তীব্র ব্যঙ্গতে ভরালেন আন্দোলনকারীদের। প্রাক্তন বিচারপতি, বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যা বললেন, তা অনেকটাই সত্যি। রাজনৈতিক সংসর্গেই অন্ধ গলিতে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন।

সন্দেশখালি-আরজি কর অন্য এক সংস্কৃতি দেখিয়ে গেল বঙ্গরাজনীতিতে। ফেসবুক বিপ্লবী আর তাঁদের ভীতিজনক বিভ্রান্তি ছড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা। দুটো পর্বে তাঁরাই হয়ে উঠেছেন বিশেষজ্ঞ। এবং এই রোগের ফলে নানা বিভ্রান্তিকর ভুল খবর ছড়িয়ে গিয়েছেন প্রচুর লোক। যার শিকার বহুদিনের ঘোড়েল রাজনৈতিক থেকে সমাজের সব শ্রেণির মানুষ। মিথ্যেকে সত্যি জেনে, সত্যিকে মিথ্যে জেনেও বহুদিন খবর ছড়িয়েছেন নিজের মনপসন্দ।

এই তো সদ্য হইচই শুনলাম- আরজি করে রক্তমাখা গ্লাভস মিলেছে, রক্তমাখা গ্লাভস মিলেছে। পরে পরীক্ষা বলল, ওটা রক্তই নয়। বলা যায় না, হয়তো কোনওদিন শোনা যাবে, দুর্নীতিগ্রস্ত 'প্রাক্তন ডাক্তার' সন্দীপ হয়তো ডাক্তারদের অভ্যন্তরীণ কুরাজনীতির শিকার।

দেশের প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেছেন, বিচারপতিদের ভগবান বানিয়ে ফেলার প্রবণতা ভয়ংকর বিপজ্জনক। বিপজ্জনক যে সেটা অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখেই আমবাঙালি বুঝেছে। অন্য পেশার লোকদেরও গণহারে ভগবান বানালেও যে প্রবল সমস্যা, সেটা গ্রামীণ সন্দেশখালি ও মহানগরের আরজি কর আমাদের বুঝিয়ে গেল আবার।

হোয়াইটওয়াশ এড়াতে ছন্দের খোঁজে রোহিতরা

মুম্বইয়ে হয়তো বিশ্রামে বুমরাহ

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুই টেস্টে বিরাট কোহলির ব্যাট থেকে এসেছে ৮৮ রান।

মুম্বই, ৩১ অক্টোবর : হওয়ার কথা ছিল ভারত ২। নিউজিল্যান্ড ০।

হয়েছে নিউজিল্যান্ড ২। ভারত ০।

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে টিম ইন্ডিয়ার রওনা হওয়ার আগে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারের বেহাল দশা। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে ১২ বছরের শেষে সিরিজ হারের পর ২০ বছর বাদে হোয়াইটওয়াশের আশঙ্কার সামনে টিম ইন্ডিয়া। ঘরের মাঠে ভারত টেস্ট খেলতে নেমে সিরিজ হারের পাশে তিন টেস্টের সিরিজেই চূর্ণ হচ্ছে-এমনটা বলিউডের চিত্রনাট্যেও করার সাহস দেখাবেন না কোনও পরিচালক। অথচ আজ সেটাই বাস্তব।

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড
তৃতীয় টেস্ট
সময় : সকাল ৯.৩০ মিনিট
স্থান : ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম, মুম্বই
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

শুধু বাস্তব বললে একটু ভুল হবে। বলা যেতে পারে এখনও অবিশ্বাসের ঘোরে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ। সেই ঘোরের মধ্যেই আগামীকাল থেকে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কিউয়িদের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশ এড়িয়ে নয়া ছন্দের খোঁজে টিম ইন্ডিয়া। সকালে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রোহিত শর্মাদের অনুশীলনের একটা মরিয়া ভাব লক্ষ করা গিয়েছে। যার নির্যাস, দ্রুত ছন্দে ফিরতেই হবে। কিউয়িদের বিরুদ্ধে সিরিজের পরই বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতেও এমন দশা অব্যাহত থাকলে বিরাট কোহলি, রোহিতদের চিরকাল হা-হুতাশ করে যেতেই হবে।

এমন অবস্থায় আগামীকাল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ টেস্ট খেলতে নামার আগে জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। বুমরাহ আজ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে অনুশীলনের সময় হাজির ছিলেন। হালকা অনুশীলনই করেছেন তিনি। নেটে সেভাবে বল করতেও দেখা যায়নি তাঁকে। দুপুরের সাংবাদিক সম্মেলনে কোচ গৌতম গম্ভীর দলের প্রথম একাদশে পরিবর্তনের কোনও ইঙ্গিত দেননি ঠিকই। কিন্তু রাতের দিকে সামনে আসছে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা মাথায় রেখে বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়ার বিষয়টি। শেষপর্যন্ত রোহিত-গম্ভীররা হোয়াইটওয়াশের আতঙ্কের মাঝে বুমরাহকে বসিয়ে রাখার কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন কি না, প্রবল চর্চা চলছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে।

ভারতের মাটিতে কেন উইলিয়ামসনকে ছাড়া টম ল্যাথামের নিউজিল্যান্ড টেস্ট জিততে পারে, এমন ধারণাই ছিল না কারোর। সেখানে এখন লাথামরা টেস্টে পাশে সিরিজও জিতে ফেলেছেন। কিউয়ি স্পিনার মিচেল স্যান্টনার টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের সামনে ত্রাস হিসেবে উদয় হয়েছেন। শুধু তাই নয়, মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের লাল মাটির বাইশ গজে তিন বছর আগে নিউজিল্যান্ডের আর এক স্পিনার আজাজ প্যাটেল ইনিংসে দশ উইকেট নিয়ে চমকে দিয়েছিলেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত সেই আজাজ এবারও দলে রয়েছেন। তিনি নিশ্চিতভাবেই কোহলিদের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে চাইবেন। যদিও নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক ল্যাথাম সতর্কভাবে বলেছেন, 'অতীত নিয়ে না ভেবে আমরা সামনে তাকাতে চাইছি। এর বেশি এখনই ভাবার প্রয়োজন নেই।'

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের লাল মাটির বাইশ গজ বেশ শুকনো। বাউন্সের পাশে ভালোরকম টার্ন থাকার সম্ভাবনা। এমন পিচে টিম ইন্ডিয়ার শক্তিশালী ব্যাটাররা কীভাবে নিজেদের প্রয়োগ করেন, সেদিকে নজর দুনিয়ার। কালীপুজো ও দীপাবলির আমেজে যখন গোটা দেশ মজে, তখন টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহলে টেনশনের চোরা স্রোত। কারণ, বর্তমান দলের কোনও ক্রিকেটারেরই ঘরের মাঠে এমন পরিস্থিতিতে পড়ার অভিজ্ঞতা নেই। হবেই বা কী করে? অতীতে ঘরের মাঠে স্পিনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটারদের এমন ব্যাটিং দুর্দশা কে আর দেখেছে বা ভেবেছে। সকালের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে রোহিত-বিরাটদের এতটা সিরিয়াস অনুশীলন নিশ্চিতভাবেই তাৎপর্যের। কারণ, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের মধ্যেই যে লুকিয়ে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির ভবিষ্যৎও।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে এমন অবস্থায় পড়তে হতে পারে, দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি রোহিতরা। তাই এখন ছন্দে ফেরার তাগিদ টিম ইন্ডিয়ার মধ্যে একটু বেশিই। হোয়াইটওয়াশ হলে কিন্তু বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের স্বপ্নভঙ্গও হতে পারে রোহিতদের।

বিরাটদের খেলায় ছাপ বয়সের, দাবি ইয়ানের

রান করতে হবে, মনে করালেন বাসিতও

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের পারফরমেন্সে থাবা বসাচ্ছে বয়স।

ধারাবাহিকতার অভাব তারই ফল। সহজে সমস্যা মেটার নয়। ভারতীয় দলের দুই মহাতারকাকে নিয়ে এভাবেই সতর্ক করছেন ইয়ান চ্যাপেল। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক বলেছেন, 'ভারতীয় ব্যাটিংয়ে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে ধরুন, দুইজনের বয়স বাড়ছে। আর বয়সের কারণেই পারফরমেন্স গ্রাফ নিম্নমুখী। নিশ্চিতভাবে এই যুক্তি বিতর্ক তৈরি করবে।'

রোহিতের বয়স ৩৭ এবং বিরাটের ৩৬। কেরিয়ারের শেষপর্বে দুইজনেই। লাল বলের ফর্ম্যাটে গত কয়েকটা সিরিজে চেনা ছন্দে নেই রোহিত। টেস্টে বিরাটের ব্যর্থতা আরও লম্বা। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুই টেস্টেই রোহিত (৬২ রান), বিরাট (৮৮ রান) ব্যর্থ। প্রাক্তন অজির যুক্তি, অস্ট্রেলিয়ার পিচ তুলনায় ভালো। অতিরিক্ত বাউন্স রয়েছে। বাউন্স সামলাতে পারলে, ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব বিরাট-রোহিতের।

ইয়ান চ্যাপেলের সঙ্গে সহমত মার্ক টেলরও। প্রাক্তন অজি অধিনায়ক টেলর বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে ওরা ভারতীয় দলের সেরা দুই তারকা। আর সেরাদের থেকে সেরা পারফরমেন্সের প্রত্যাশা থাকবে। ঋষভ পন্থ, রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বীনরা রান করতে পারে। কিন্তু দলের সেরা প্লেয়ারের থেকে বড় স্কোর প্রয়োজন। গত ১২-১৮ মাস তা হচ্ছে না।'

পছন্দের দুই ভারতীয় তারকাকে রান করার কথা মনে করিয়ে দিলেন বাসিত আলিও। পাকিস্তানের প্রাক্তন ব্যাটার নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, 'এবার তো রান করতে হবে, পিচ যে রকমই হোক না কেন। রান পেতে হবে যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল, ঋষভ পন্থ, লোকেশ রাহুলদেরও। মুম্বইয়ে লাল মাটির পিচ। কিউয়িরা হোয়াইটওয়াশ করবে, এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। তবে আমার ধারণা সেরকম কিছু হবে না। বরং নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে দীপাবলির উপহার সাজাবে ওরা। উলটোটা হলে, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আশা ছাড়তে হবে।'

মুম্বই টেস্টের জন্য বাসিতের পরামর্শ, এক পেসার ও চার স্পিনার খেলাক ভারত। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দরের সঙ্গে কুলদীপ যাদব খেললে লাভবান হবে টিম ইন্ডিয়া। কুলদীপ খেললে স্পিন বৈচিত্র্য বাড়বে। পাশাপাশি কৃতিত্ব দিচ্ছেন নিউজিল্যান্ডকেও। বাসিতের কথায়, 'কিউয়িদের কৃতিত্ব দিতে হবে। সেরাটা দিয়েছে ওরা। বিশেষ করে, তিন বাঁহাতি টম ল্যাথাম, রাচিন রবীন্দ্র, ডেভন কনওয়ের কথা বলব। মুম্বই টেস্টে ভালোভাবে হোমওয়ার্ক করে নামতে হবে ভারতকে। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির আগে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে জয় দরকার।'

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুই টেস্টে রোহিত শর্মার ব্যাট থেকে এসেছে ৬২ রান।

আজ অনুশীলন শুরু বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : তিন ম্যাচে পয়েন্ট মাত্র পাঁচ। রনজি ট্রফির অভিযানের শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি বাংলার।

সামনে জোড়া অ্যাওয়ে ম্যাচের হাতছানি। ৬ নভেম্বর থেকে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে ম্যাচ। সেই ম্যাচের লক্ষ্যে আগামীকাল থেকে অনুশীলন শুরু করছে টিম বাংলা। ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, কর্ণাটক ম্যাচেও মহম্মদ সামিকে পাচ্ছে না বাংলা। ফলে যারা রয়েছে, তাদের দিয়েই এগিয়ে চলার মন্ত্র বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার গলায়। কালীপুজোর সন্ধ্যায় বাংলার কোচ বলছিলেন, 'আমি বরাবরই পজিটিভ ভাবনায় বিশ্বাসী। আপাতত সামনে তাকানো ছাড়া আর কিছুই করার নেই। দেখা যাক বাকি ম্যাচগুলি কেমন যায় আমাদের।' বাংলার জন্য অঙ্কটা সহজ। রনজির এলিট পর্বের গ্রুপ 'সি'-তে বাকি থাকা চার ম্যাচের মধ্যে অন্তত দুটি জিততেই হবে। পাশাপাশি বাকি দুই ম্যাচে প্রথম ইনিংসের লিড সহ তিন পয়েন্ট পেতেই হবে। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'বরাবরই মাঠে নেমেছি ম্যাচ জয়ের লক্ষ্যে। সেই ভাবনা নিয়েই বাকি ম্যাচেও মাঠে নামব আমরা।'

সিরিজ জয় প্রোটিয়াদের

চট্টগ্রাম, ৩১ অক্টোবর : বাংলাদেশকে ইনিংস ও ২৭৩ রানে হারিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের টেস্ট ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জয় পেল। এশিয়াতে ২০০৮ সালের পর এটাই তাদের প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়। চলতি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলার জন্য তাদের ঘরের মাঠে বাকি ৪ টেস্টের মধ্যে ৩টি জিতলেই হবে। দলগত পারফরমেন্স বাজিমাত করল প্রোটিয়ারা। প্রথম ইনিংসে তিন ব্যাটার প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইনিংসে আগুন ঝরালেন বোলাররা। পেসার কাগিসো রাবাদা দুই ইনিংস মিলিয়ে ৫ উইকেট তুললেন। স্পিনার কেশব মহারাজের শিকার ৭ উইকেট। ৫ উইকেট নিয়ে নজর কাড়লেন আফ্রিকার স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার সেনুরান মুথুস্বামী।

অন্যদিকে, ঘরের মাঠে ব্যাটিং বিপর্যয়ই বাংলাদেশের হোয়াইটওয়াশের কারণ। প্রথম ইনিংসে একসময় তারা ৪৮/৮ হয়ে যায়। তারপর মোমিনুল হক (৮২) ও তাইজুল ইসলাম (৩০) নবম উইকেটে ১০৩ রান যোগ করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে নাজমুল হোসেন শান্ত (৩৬), মাহমুদুল ইসলাম অঙ্কন (২৯) ও হাসান মাহমুদ (অপরাজিত ৩৮) ছাড়া কেউই ১৫ রানের গণ্ডি পার করতে পারেননি।

'ব্যর্থতার জন্য শুধু ব্যাটাররা দায়ী নয়'

ব্যাটিং স্কিলে থাবা বসাচ্ছে টি২০ : গম্ভীর

মুম্বই, ৩১ অক্টোবর : পেস সহায়ক পরিবেশে বেঙ্গালুরু টেস্টে ৪৬ রানের ক্ষত।

পুনের টার্নিং পিচেও থরহরিকম্প ভারতীয় ব্যাটিংয়ের। মিচেল স্যান্টনারের স্পিন সামলাতে হিমসিম হাল ব্যাটারদের। টেম্পারামেন্টের সঙ্গে টেকনিক-ব্যাটিংয়ে যার অভাব দৃষ্টিকটুভাবে প্রকট। ঘুরিয়ে যার জন্য টি২০ ক্রিকেটকে দুষলেন গৌতম গম্ভীর।

ভারতীয় দলের হেডকোচের যুক্তি, টি২০-সুলভ অভিনব, সাহসী শটের প্রবণতা থাবা বসাচ্ছে টেস্ট ব্যাটিং স্কিলে। মুম্বই টেস্টের আগের দিন ব্যাটিং-ব্যর্থতা নিয়ে এমনই যুক্তি গম্ভীরের। পাশাপাশি সিরিজ হারের জন্য শুধু ব্যাটারদের কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ। দাবি, দলগত ব্যর্থতা। গোটা দলই দায়ী।

৪৬, ১৫৬, ২৪৫— চলতি সিরিজে ভারতীয় ব্যাটিং সুপার ফ্লপ। যদিও গম্ভীরের দাবি, 'প্রত্যেকেই দায়ী। শুধু ব্যাটাররাই ডুবিয়েছে, বলব না।' হাল ফেরাতে আগামীকাল মুম্বই টেস্টে নতুন অক্সিজেন যুক্ত করার খবরকেও নস্যাৎ করলেন। হর্ষিত রানা প্রসঙ্গে পরিষ্কার বলেও দিলেন, 'এখন যে পরিস্থিতি, তাতে নতুন কাউকে খেলানো সম্ভব নয়। আর দলের অঙ্গ নয় হর্ষিত। অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে প্রস্তুতির জন্য দলের সঙ্গে রয়েছে। গতকাল অভিষেক (নায়ার) তা পরিষ্কারও করে দিয়েছে।'

সিরিজ হাতছাড়া হলেও মুম্বই টেস্টের গুরুত্ব কমছে না। হোয়াইটওয়াশের লজ্জা আটকানোর সঙ্গে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অঙ্ক। সেরা দল নামানোর পাশাপাশি জসপ্রীত বুমরাহকে বিশ্রামের ভাবনা। দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য জরুরি। প্রথম এগারো নিয়ে তাস লুকিয়েই রাখলেন। গম্ভীরের কথায়, সবার কথাই ভাবা হচ্ছে।

সিরিজ হার থেকে শিক্ষা নিতে চান। গম্ভীর বলেছেন, 'অজুহাতের রাস্তায় হাঁটতে চাই না। তবে এই ধাক্কা আমাদের আরও শক্তিশালী করবে। অভিজ্ঞতা তরুণ ক্রিকেটারদের পরিণত করবে। কানপুর টেস্টে (বাংলাদেশ সিরিজ) দুর্দান্ত খেলেছে দল। নিউজিল্যান্ড সিরিজে সেখানে ব্যর্থতা। সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে সামনের দিকে এগোতে হবে।'

ব্যাটিং মানসিকতায় পরিবর্তনের কথাও গম্ভীরের গলায়। বলেছেন, 'টেস্ট ক্রিকেট টেস্টের মতো করেই খেলতে হবে। একদিনে ৪০০ রান হলে অসুবিধা নেই। তবে ব্যাটিংয়ে সাড়ে চার সেশন খেলতে হবে। পারলে বড় স্কোর চলে আসবে। তাছাড়া একজন সম্পূর্ণ ক্রিকেটার যে কোনও পরিবেশে মানিয়ে নিতে সক্ষম। বোলারদের যেমন গ্যালারিতেও ফেলবে তেমনই স্ট্রাইকও রোটেট করবে।'

গম্ভীর মনে করেন, টেস্ট-সুলভ ব্যাটিংয়ের পথে টি২০ অন্তরায়। বলেছেন, 'গোটা বিশ্বে প্রচুর টি২০ ক্রিকেট হচ্ছে। যেখানে ব্যাটিং-আগ্রাসন অগ্রাধিকার পায়, রক্ষণাত্মক ব্যাটিং নয়। তবে ফর্ম্যাট যাই হোক না কেন, সফল ব্যাটাররা সবসময় রক্ষণকে গুরুত্ব দেয়। আমাদেরও রক্ষণে জোর দিতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। তারপর ফলাফলের অপেক্ষা।'

ওয়াংখেড়ের পিচ নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হলেও এখনই ভবিষ্যদ্বাণীর পথে হাঁটছেন না। সাবধানি গম্ভীরের বক্তব্য, 'ভালো উইকেট। তবে দুই দল যতক্ষণ না খেলতে নামছে, ততক্ষণ পিচ নিয়ে বিচার করা মুশকিল।' সবে শুরু কোচিং কেরিয়ার নিয়েও আশাবাদী। বাস্তববাদী গম্ভীরের কথায়, 'কখনোই আশা করি না সবকিছু সহজ হবে। শ্রীলঙ্কার পর নিউজিল্যান্ডের কাছে হার। ভালো পরিস্থিতি নয়। তবে আমরা শুধু পরিশ্রম করতে পারি মাত্র। দেশের প্রতিনিধিত্ব করার সময় প্রত্যেকের মধ্যে সেই চেষ্টা থাকে।'

হোয়াইটওয়াশ বাঁচানোর ম্যাচে পরীক্ষা ঋষভ পন্থেরও।

নেজমের বিরুদ্ধে চিন্তা আজ রক্ষণই

সরাসরি জিতে পরবর্তী রাউন্ডে যেতে চান অস্কার

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : দীর্ঘ ৮২ দিন পরে একটি জয়, ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দের হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে। গত ম্যাচে বসুন্ধরা কিংসের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে জয়ের পাশাপাশি ক্লিনশিট রেখেছিলেন হিজাজি মাহের, আনোয়ার আলিরা। তবে শুক্রবার এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপের গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে নেজমে এসসি-র বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে ফের রক্ষণ নিয়ে চিন্তায় লাল-হলুদ। এমনিতেই মরশুমের শুরু থেকে সাইডব্যাক সমস্যায় জর্জরিত ইস্টবেঙ্গল। ফলে এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপে দুই বিদেশি হেক্টর ইউস্তে ও হিজাজিকে সেন্ট্রাল ডিফেন্সে রেখে আনোয়ার ও লালচুংনুঙ্গাকে সাইডব্যাকে খেলান ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। ফলে শেষ দুটি ম্যাচে লাল-হলুদ রক্ষণকে যথেষ্ট আঁটোসাঁটো লেগেছিল। এই ম্যাচে রক্ষণভাগে তাল কাটতে পারে।

গত ম্যাচে পেশিতে চোট পাওয়া স্প্যানিশ ডিফেন্ডার ইউস্তে অনিশ্চিত। কোচ বলেছেন, 'হেক্টরের খেলার সম্ভাবনা ৫০ শতাংশ। ম্যাচের দিন সকালে ওর মেডিকেল রিপোর্ট পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেব, হেক্টর খেলবে কি না। তবে ও খেলতে না পারলে তাঁর বিকল্প আমাদের হাতে রয়েছে।' এদিন অবশ্য মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি এই স্প্যানিশ ডিফেন্ডার। তিনি যদি একান্তই খেলতে না পারেন সেক্ষেত্রে রাকিপ কিংবা নীশু কুমারকে দলে এনে হয়তো হিজাজির পাশে আনোয়ারকে খেলাতে পারেন অস্কার।

এদিকে, প্রতিপক্ষ গ্রুপের শীর্ষে থাকা লেবাননের দল নেজমে কিন্তু গ্রুপের প্রথম দুটি ম্যাচে জয় পেয়েছে। ফলে টানা ৯ ম্যাচ পরে জয়ে ফেরা ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে ম্যাচটা যে কঠিন হতে চলেছে, তা মেনে নিয়েছেন কোচ অস্কার। তিনি বলেছেন, 'এই ম্যাচটা অত্যন্ত কঠিন হতে চলেছে। দুই দলকে ম্যাচ জিততে হবে। এই ম্যাচ জিতে সরাসরি পরের রাউন্ডে যেতে হবে। এটাই সহজ হিসেব।'

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে
নেজমে এসসি বনাম ইস্টবেঙ্গল
সময় : বিকেল ৩.৩০ মিনিট
স্থান : চাংলিমিথাং
সম্প্রচার : পারো এফসি-র ইউটিউব চ্যানেল

অঙ্ক বলছে, ম্যাচ জিতলে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সরাসরি নকআউটে যাবে ইস্টবেঙ্গল। আর ম্যাচ ড্র হলে কিংবা হেরে গেলে অন্য দলগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। কারণ প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী, পশ্চিমাঞ্চল জোন থেকে তিনটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল পরের পর্বে উঠবে। পাশাপাশি গ্রুপ রানার্স হওয়া তিনটি দলের মধ্যে সেরা দলটি পরের পর্বে যাবে। গত ম্যাচের মতো নেজমার বিরুদ্ধেও আগ্রাসী ফুটবল খেলার পরিকল্পনা রয়েছে অস্কারের। প্রতিপক্ষ কঠিন হলেও শুরুতে গোল তুলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখতে চাইছেন তিনি। বৃহস্পতিবার অনুশীলনে ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের দিকে জোর দিয়েছিলেন অস্কার। পাশাপাশি গোলের জন্য সেট-পিস অস্ত্রেও শান দিতে ভোলেননি তিনি। 'গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ'-এর আগে দলকে চাপমুক্ত রাখাই প্রধান লক্ষ্য ছিল অস্কারের।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বরাবরই ইস্টবেঙ্গল ভালো পারফরমেন্স করে এসেছে। শুক্রবার সেই ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে পরের পর্বে উঠতে চান নন্দকুমার শেখররা।

নেজমে এসসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে মহেশ সিং, দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসরা।

জিতে উচ্ছ্বাস ব্রুনো ফার্নান্ডেজদের।

বড় জয় লাল ম্যাঞ্চেস্টারের, বিদায় সিটির

লন্ডন, ৩১ অক্টোবর : এরিক টেন হ্যাগ বিদায় নেওয়ার পর স্বমহিমায় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে লিগ কাপের শেষ ষোলোর ম্যাচে ৫-২ গোলে তারা হারিয়েছে লেস্টার সিটিকে। রেড ডেভিলসের হয়ে জোড়া গোল করেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ ও ক্যাসেমিরো। অপর গোলটি আলেহান্দ্রো গারনাচোর। লেস্টারের হয়ে গোল করেন বিলাল খান্নোউস ও কনর কোয়েডি।

এদিন ছিল অন্তর্বর্তীকালীন কোচ রুড ভ্যান নিস্তেলরুইয়ের কোচ হিসেবে প্রথম ম্যাচ। অভিষেক ম্যাচে বড় ব্যবধানে জিতে খুশি এই ডাচ তারকা। তিনি বলেছেন, 'আমি এখানে সহকারী কোচ হিসেবে ক্লাবকে সাহায্য করতে এসেছিলাম। ভবিষ্যতে যখন দরকার পড়বে, দলকে সাহায্য করব।'

এদিকে, লাল ম্যাঞ্চেস্টার জিতলেও প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। তারা ২-১ গোলে হেরে গেল টটেনহাম হটস্পারের কাছে। ম্যাচের ২৫ মিনিটের মধ্যে টিমো ওয়েনার্স ও পেপে মাতের সারের গোলে এগিয়ে যায় টটেনহাম। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে সিটির হয়ে একমাত্র গোলটি করেন ম্যাথিয়াস নুনেস। এদিনের ম্যাচে চোট পেয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা স্যাভিনহো। এমনিতেই রড্রি, জ্যাক গ্রিয়েলিশ, কেভিন ডি ব্রুয়েনের মতো তারকারা চোটের জন্য মাঠের বাইরে। সেই তালিকায় স্যাভিনহোর নাম যোগ হওয়ায় চিন্তিত গুয়ার্দিওলা। আপাতত তাঁর হাতে ১৩ জন ফিট ফুটবলার রয়েছে।

অন্যদিকে, লিগ কাপের অপর ম্যাচে চেলসি ০-২ গোলে নিউক্যাসেল ইউনাইটেডের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছে। তবে লিভারপুল ৩-২ গোলে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভকে হারিয়েছে। আর্সেনালও ৩-০ গোলে জয় পেয়েছে প্রেস্টন নর্থ এন্ডের বিপক্ষে।

দক্ষিণ আফ্রিকা দলে দুই নতুন অলরাউন্ডার

ডারবান, ৩১ অক্টোবর : টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে হারের পর প্রথমবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন ডেভিড মিলার। ৮ নভেম্বর থেকে শুরু ভারতের বিরুদ্ধে চার ম্যাচের টি২০ সিরিজে তিনি দলে ফিরছেন। ১৬ সদস্যের দক্ষিণ আফ্রিকা দলে নাম রয়েছে হেনরিচ ক্লাসেনের। দলে দুই নতুন অলরাউন্ডার আন্দিলে সিমেলেন ও মিহলালি পংওয়ানা। সিরিজ থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে কাগিসো রাবাদা ও লুঙ্গিসানে এনগিডিকে। **পুরো দল- আইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), রেজা হেনড্রিক্স, রিয়ান রিকেলটন, ট্রিস্টান স্টাবস, হেনরিখ ক্লাসেন, প্যাট্রিক ক্রুগার, ডেভিড মিলার, ডোনোভান ফেরেইরা, আন্দিলে সিমেলেন, মিহলালি পংওয়ানা, কাবায়োমজি পিটার, জেরাল্ড কোয়েৎজে, মার্কো জানসেন, ওট্টনিয়েল বার্টম্যান, লুথো সিপামলা ও কেশব মহারাজ।**

শ্রেয়সকে ছেড়ে নয়া নেতার খোঁজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : প্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই চমকে ভরা!

খেতাব জয়ের পরের মরশুমেই দলের অধিনায়ককে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে বিরল। অথচ, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের দুনিয়াকে স্তম্ভিত করে আজ সেই পথেই হাঁটার সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স।

শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে শেষে আইপিএল খেতাব জিতেছিল কেকেআর। দলের সাফল্যে বড় ভূমিকাও ছিল তাঁর। সেই শ্রেয়সকে ছেড়ে দিয়ে রিঙ্কু সিং, আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারায়ণ, বরুণ চক্রবর্তী, হর্ষিত রানা ও রামনদীপ সিংকে রিটেইন করার সিদ্ধান্ত আজ বিকেলে জানিয়ে দিল তিনবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন

> নতুনভাবে দল গড়ার জন্য অল আউট ঝাঁপাব আমরা। নিলামের আসরের পরই দলের অধিনায়ক নিয়ে তথ্য দিতে পারব আমরা।
>
> **ভেঙ্কি মাইসোর** *সিইও*
> *কলকাতা নাইট রাইডার্স*

২০২৫ আইপিএলের জন্য রিটেনশন তালিকা ঘোষণা করে সামাজিক মাধ্যমে কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে এই ছবি পোস্ট করা হল।

দল। নাইটদের রিটেনশন তালিকা সামনে আসার পর ক্রিকেটমহলে প্রথম প্রশ্ন হল, শেষবারের চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক কে? কেকেআর মোট ছয়জন ক্রিকেটারকে ধরে রাখায় রাইট টু ম্যাচ কার্ড ব্যবহারের সুযোগও থাকছে না। ফলে নাইটদের নয়া অধিনায়ক নিয়ে প্রবল কৌতূহল তৈরি হয়েছে। রাতের দিকে কেকেআরের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর এই ব্যাপারে বলেছেন, 'নতুনভাবে দল গড়ার জন্য অল আউট ঝাঁপাব আমরা। নিলামের আসরের পরই দলের অধিনায়ক নিয়ে তথ্য দিতে পারব আমরা।'

তিন বছর আগে ২০২১ সালে নাইট অধিনায়ক হিসেবে দীনেশ কার্তিক, ইয়োন মরগ্যানরা ব্যর্থ হওয়ার পর শ্রেয়সকে দায়িত্ব দিয়েছিল কেকেআর। তিন বছর পরই শ্রেয়সে মোহভঙ্গ হল নাইটদের। কেন শ্রেয়সকে রাখা হল না, কেন রাসেল-নারায়ণদের দিকে ঝুঁকল কেকেআর, দলের সিইও ভেঙ্কি তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। নাইটদের সিইওর কথায়, 'একটা সফল দলের অন্তত ১০-১১ জনকে রিটেইন করতে পারলে ভালো হত। কিন্তু সংখ্যাটা মাত্র ছয়। সেই তালিকা চূড়ান্ত করা সহজ নয়। তাছাড়া রাসেল-নারায়ণ আমাদের স্কোয়াডে দীর্ঘসময় ধরে রয়েছে। রিঙ্কু-রামনদীপ-হর্ষিতরাও তাই। ফলে কঠিন কিছু সিদ্ধান্ত নিতেই হল আমাদের।'

চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ককে ছেড়ে দিয়ে নাইটরা ঠিক সিদ্ধান্ত নিল, নাকি ভুল-সময় তার জবাব দেবে। তার আগে নাইটদের নয়া অধিনায়কের জল্পনা ২৪-২৫ নভেম্বর সৌদি আরবে নিলামের আসর শেষ হতে চলেছে। ততদিন পর্যন্ত জল্পনা আরও বাড়বে নিশ্চিতভাবেই।

দল	রিটেইন প্লেয়ার	খরচ	টাকা বাকি	রাইট টু ম্যাচ কার্ড (সর্বাধিক)	নিলামে যাঁরা যাচ্ছেন (উল্লেখযোগ্য)
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	জসপ্রীত বুমরাহ (১৮ কোটি), সূর্যকুমার যাদব (১৬.৩৫ কোটি), হার্দিক পান্ডিয়া (১৬.৩৫ কোটি), রোহিত শর্মা (১৬.৩০ কোটি), তিলক ভার্মা (৮ কোটি)	৭৫ কোটি	৪৫ কোটি	১ জন	ঈশান কিষান, টিম ডেভিড
চেন্নাই সুপার কিংস	রুতুরাজ গায়কোয়াড় (১৮ কোটি), রবীন্দ্র জাদেজা (১৮ কোটি), মাথিশা পাথিরানা (১৩ কোটি), শিবম দুবে (১২ কোটি), মহেন্দ্র সিং ধোনি (৪ কোটি)	৬৫ কোটি	৫৫ কোটি	১ জন	ডেভন কনওয়ে, রাচিন রবীন্দ্র, শার্দূল ঠাকুর, দীপক চাহার
কলকাতা নাইট রাইডার্স	রিঙ্কু সিং (১৩ কোটি), বরুণ চক্রবর্তী (১২ কোটি), সুনীল নারায়ণ (১২ কোটি), আন্দ্রে রাসেল (১২ কোটি), হর্ষিত রানা (৪ কোটি), রামনদীপ সিং (৪ কোটি)	৬৯ কোটি	৫১ কোটি	০	শ্রেয়স আইয়ার, নীতীশ রানা, মিচেল স্টার্ক, ফিল সল্ট, ভেঙ্কটেশ আইয়ার
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	বিরাট কোহলি (২১ কোটি), রজত পাতিদার (১১ কোটি), যশ দয়াল (৫ কোটি)	৩৭ কোটি	৮৩ কোটি	৩ জন	ক্যামেরন গ্রিন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মহম্মদ সিরাজ, ফাফ ডুপ্লেসি
দিল্লি ক্যাপিটালস	অক্ষর প্যাটেল (১৬.৫০ কোটি), কুলদীপ যাদব (১৩.২৫ কোটি), ট্রিস্টান স্টাবস (১০ কোটি), অভিষেক পোড়েল (৪ কোটি)	৪৭ কোটি	৭৩ কোটি	২ জন	ঋষভ পন্থ, ডেভিড ওয়ার্নার, আনরিচ নর্তজে
গুজরাট টাইটান্স	রশিদ খান (১৮ কোটি), শুভমান গিল (১৬.৫০ কোটি), বি সাই সুদর্শন (৮.৫০ কোটি), রাহুল তেওয়াটিয়া (৪ কোটি), শাখরুখ খান (৪ কোটি)	৫১ কোটি	৬৯ কোটি	১ জন	মহম্মদ সামি, ডেভিড মিলার
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	হেনরিচ ক্লাসেন (২৩ কোটি), প্যাট কামিন্স (১৮ কোটি), অভিষেক শর্মা (১৪ কোটি), ট্রাভিস হেড (১৪ কোটি), নীতীশ কুমার রেড্ডি (৬ কোটি)	৭৫ কোটি	৪৫ কোটি	১ জন	ভুবনেশ্বর কুমার, ওয়াশিংটন সুন্দর, থঙ্গরাসু নটরাজন
লখনউ সুপার জায়েন্টস	নিকোলাস পুরান (২১ কোটি), রবি বিষ্ণোই (১১ কোটি), মায়াঙ্ক যাদব (১১ কোটি), মহসিন খান (৪ কোটি), আয়ুষ বাদোনি (৪ কোটি)	৫১ কোটি	৬৯ কোটি	১ জন	লোকেশ রাহুল, কুইন্টন ডি কক, মার্কাস স্টোয়িনিস, ক্রুনাল পান্ডিয়া
রাজস্থান রয়্যালস	সঞ্জু স্যামসন (১৮ কোটি), যশস্বী জয়সওয়াল (১৮ কোটি), রিয়ান পরাগ (১৪ কোটি), ধ্রুব জুরেল (১৪ কোটি), শিমরন হেটমেয়ার (১১ কোটি), সন্দীপ শর্মা (৪ কোটি)	৭৯ কোটি	৪১ কোটি	০	জস বাটলার, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, যুযবেন্দ্র চাহাল
পাঞ্জাব কিংস	শশাঙ্ক সিং (৫.৫ কোটি), প্রভসিমরন সিং (৪ কোটি)	৯.৫ কোটি	১১০.৫ কোটি	৪ জন	অর্শদীপ সিং, হর্ষল প্যাটেল, স্যাম কুরান, লিয়াম লিভিংস্টোন

শুরুতেই বিপর্যয়ের মুখে অভিমন্যুরা

ভারতীয় 'এ' দল-১০৭ অস্ট্রেলিয়া 'এ' দল-৯৯/৪

ম্যাকে, ৩১ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রথম ম্যাচেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে ভারতীয় 'এ' দল। এখনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একটাও ম্যাচ না খেলা পেসার ব্রেন্ডন ডগেটের (১৫/৬) দাপটে চারদিনের ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ভারতীয় 'এ' দল ৪৭.৪ ওভারে ১০৭ রানে অল আউট হয়। দুই ওপেনার অভিমন্যু ঈশ্বরণ (৭) ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে (০) ফিরিয়ে পতনের শুরুটা করেছিলেন অপর পেসার জর্ডন বাকিংহ্যাম (১৮/২)। ব্যর্থতার লম্বা তালিকায় নাম রয়েছে ঈশান কিষান (৪) ও গৌতম গম্ভীরদের অস্ট্রেলিয়ায় সফরে পেসার অলরাউন্ডারের ভাবনায় থাকা নীতীশ কুমার রেড্ডিরও (০)। বল হাতে অজি পেসারদের পালটা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন প্রসিধ কৃষ্ণা (১৮/২) ও মুকেশ কুমার (৩০/২)। দুইজনে অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলকে প্রথম ইনিংসে ৭৩/৪ করে দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই দিনের শেষে তাদের ৪ উইকেটে ৯৯ রানে পৌঁছে দেন নাথান ম্যাকসুইনে (২৯) ও কুপার কনোলি (১৪)।

গম্ভীরের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ উচ্চ আদালতের

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ বাঁচানোর লড়াইয়ে নামার আগে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরের দিকে নতুন করে বাউন্সার ধেয়ে এল দিল্লি উচ্চ আদালত থেকে। অভিযোগ অবশ্য পুরোনো। ফ্ল্যাট বিক্রির নামে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল রুদ্র বিল্ডওয়েল রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড, এইচআর ইনফ্রাসিটি প্রাইভেট লিমিটেড ও ইউএম আর্কিটেকচার্স অ্যান্ড কন্ট্রাক্টর্স লিমিটেড নামে তিনটি নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে। এর মধ্যে দুইটি সংস্থার যৌথ প্রকল্পের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর গম্ভীর। ফ্ল্যাটের ক্রেতাদের একাংশ তিনটি সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনেছিলেন। সেই মামলাতে বিচারক বিশাল গগনের দেওয়া তদন্তের নির্দেশের তালিকায় নাম রয়েছে গম্ভীরেরও। বিচারক বলেছেন, 'গম্ভীরকে রুদ্র বিল্ডওয়েল যে টাকা দিয়েছিল তার নেপথ্যে কোনও যোগসাজশ ছিল কিনা তা চার্জশিটে বলা নেই। এটাও বলা হয়নি, বিতর্কিত প্রকল্পে বিনিয়োগকারীদের দেওয়া অর্থই এই টাকার উৎস কিনা। প্রতারণার অভিযোগের চার্জশিটে যা থাকা অবশ্যই উচিত ছিল।'